পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 360 Monday, 24 November, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩৬০ সংখ্যা ❋ ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, সোমবার, ২৪ নভেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘অতিরিক্ত কাজের চাপে’ অসুস্থ বাংলার একাধিক বিএলও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ নভেম্বরঃ এসআইআরের কাজে অত্যধিক চাপের অভিযোগ। ইতিমধ্যে একাধিক বিএলও প্রাণহানির মতো চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আবার রাজ্যে অসুস্থও কেউ কেউ। তাঁরা ভর্তি হাসপাতালে। নির্বাচন কমিশন দুষছে তাঁদের পরিবার। হাবরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও এক বিএলও। উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙার মছলন্দপুর এলাকার বাসিন্দা সুমন দাস। পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক। পরিবারের দাবি, অতিরিক্ত কাজের চাপ নিতে পারছিলেন না সুমনবাবু। প্রায় প্রতি রাত জেগে কাজ করছিলেন। তার ফলে ঠিকমতো ঘুম হচ্ছিল না। গত কয়েকদিন ধরে কথাবার্তা বলাও প্রায় বন্ধ করে দেন। মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলেই দাবি পরিবারের। রবিবার দুপুরে এক ব্যক্তি এনুমারেশন ফর্ম বাড়িতে জমা দিতে আসেন। সেই সময় তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তড়িঘড়ি তাঁকে হাবরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন অসুস্থ বিএলও। কাটোয়া শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের ১৪৭ নম্বর বুথের বিএলও সুখদেব দাস রবিবার সকাল থেকেই কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি। কাটোয়া হাসপাতালের চিকিৎসক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর চিকিৎসা করেন। সোমনাথবাবু বলেন, ‘‘ইসিজি করা হয়েছে। গুরুতর কিছু ধরা পড়েনি। অতিরিক্ত মানসিক চাপের কারণে প্যানিক অ্যাটাক হয়েছিল। আপাতত রোগীকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।’’ কাটোয়ার ঘোষহাটের বাসিন্দা সুখদেব দাস পেশায় প্রাথমিক স্কুলশিক্ষক। বাড়িতে রয়েছেন স্ত্রী, এক সন্তান। স্ত্রী উষাদেবীও প্রাথমিক

স্কুলের শিক্ষিকা। ঊষাদেবী বলেন, ‘‘আমার স্বামীকে টানা দুসপ্তাহ ধরে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হচ্ছে। সারারাত জেগে ভোর চারটে পর্যন্ত এস আই আরের অনলাইনের কাজ সেরে সামান্য বিশ্রাম নেন। ফের সকাল আটটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া করে যখন বেরোনোর জন্য তৈরি হচ্ছিলেন তখনই বলেন বুকে যন্ত্রণা করছে। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। সঙ্গে সঙ্গে লোকজন ডেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। দেখা যায় ব্লাডপ্রেসার ১৯৫/১১০ উঠে গিয়েছে। অথচ আমার স্বামীর কোনোদিনই হাই ব্লাড প্রেসারের সমস্যা ছিল না।’’ এদিন সুখদেববাবু হাসপাতালের বেডে শুয়ে শুয়ে বলেন, ‘‘রোজই টার্গেট বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। বাইরে ঘুরে ঘুরে ৮-৯ ঘণ্টা কাজ করার পরেও বাড়িতে গড়ে ১৫০-১৭০ করে ফর্ম ডিজিটাইজড করতে হচ্ছে। দু চারদিন এমন চাপ নেওয়া সম্ভব। কিন্তু টানা চলছে। সামান্য বিশ্রাম পাচ্ছি না। কোথায় বা জানাব?’’ কাটোয়ার মহকুমাশাসক অনির্বাণ বসু বলেন, ‘‘ঘটনার কথা শুনেছি। ওই বিএলও-কে হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন স্থিতিশীল রয়েছেন। সংশ্লিষ্ট এলাকার সুপারভাইজার ওঁর সঙ্গে রয়েছেন। আপাতত ওঁর শারিরীক সমস্যা তেমন নেই। যদি শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় তাহলে ওই জায়গায় বিকল্প কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হবে।’’ এসআইআরের কাজ করছিলেন রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ১০৯ নম্বর বুথের বিএলও তনুশ্রী হালদার নাইয়া। তিনি বারুইপুরের সূর্যপুর নাচন গাজা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। সূত্রের খবর, শনিবার রাতে এসআইআরের কাজ করার সময় মাথা ঘুরতে থাকে। অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সেই সময় তাঁকে সকলে উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই ভর্তি বিএলও। একই অবস্থা জঙ্গিপুরের বিএলও-র। অতিরিক্ত কাজের চাপে জ্ঞান হারান জঙ্গিপুরের এক বিএলও। শনিবার জঙ্গিপুর বিধানসভার ১৩৭ নম্বর বুথের বিএলও কৌশিক ঘোষ। তিনিও বর্তমানে ভর্তি হাসপাতালে। বলে রাখা ভালো, শনিবারই কৃষ্ণনগরে কাজের চাপে এক মহিলা বিএলও আত্মহত্যা করেন বলেই দাবি পরিবারের। তারপর ন্স হ্যান্ডেলে আরও একবার সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘আরও কতজনের মৃত্যু হলে নির্বাচন কমিশনের হুঁশ ফিরবে’, সে প্রশ্ন করেন তিনি। তারপরেও একের পর এক বিএলও-র অসুস্থতায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নচিহ্নের মুখে কমিশন।

তৃণমূলকে কটাক্ষ রাহুল সিনহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ নভেম্বরঃ কৃষ্ণনগরে আত্মঘাতী এক বিএলও। সেই নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েন চলছে। টুইট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অমানবিক কাজের চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে দাগিয়ে দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনকে। এবার এই নিয়ে মুখ খুলল রাজ্যের বিরোধী দল। বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা তৃণমূলকে শকুনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, শকুন যেমন মৃতদেহ খোঁজে ঠিক তেমনই তৃণমূলও খুঁজে বেড়াচ্ছে কোথায়-কোথায় কার-কার মৃত্যু ঘটছে। এমনকী, সিবিআই তদন্ত দাবি করেছেন তিনি। রাহুল সিনহা বলেন, ‘‘তৃণমূল আর শকুনের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। শকুন আকাশে উড়তে-উড়তে কোথায় কোনও মানুষ মারা গিয়েছে তার প্রতি নজর রাখতে থাকে। আর যখনই যে মৃতদেহ পায় সেই পশুর মৃতদেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তৃণমূলও ঠিক তাই। সর্বত্র চোখ রাখছে কে কোথায় আত্মহত্যা করছে। কে কোথায় মারা যায়। কেউ যদি অসুস্থতাতেও মারা যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এসআইআর বোর্ড নিয়ে হাজির হয়ে যায়। একদম শকুনের ভূমিকা তৃণমূলের অভিনয় মানুষ বুঝতে পারছে।’’ এখানে কৃষ্ণনগরের ষষ্ঠীতলার বাসিন্দা বছর একান্নর রিঙ্কু তরফদার। তিনি আত্মহত্যা করেছেন। মৃতের পাশ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি সুইসাইড নোট। তিনি লিখেছেন, ‘বিএলও-র কাজ তুলতে না পারলে প্রশাসনিক চাপ আসবে। তা আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়।’ নির্বাচন কমিশনকেও সেখানে দোষারোপ করা হয়েছে। মৃত্যুর ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক বলে রাহুল সিনহা বলেন, ‘‘কী স্পিড! মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত টুইট করেছেন। চাকরিহারারা যখন রাস্তায় বসেছিল, সেই সময় তো টুইট করেননি। আসলে এখন এসআইআর থেকে বাঁচতে হবে। মৃতদহ নিয়ে রাজনীতি করতে হবে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা অফার দিতে চায়। রিঙ্কু দেবীর মৃত্যু নিয়ে সিবিআই তদন্ত হোক।’’

প্রতিটি জেলায় ডিটেনশন ক্যাম্প

সংবাদ সংস্থা, লখনউ, ২৩ নভেম্বরঃ অনুপ্রবেশ রুখতে এবার বিরাট কড়াকড়ি। অনুপ্রবেশকারী বা বেআইনিভাবে ভিন দেশের নাগরিক ধরা পড়লেই, ধরে পাঠানো হবে ডিটেনশন সেন্টারে। নির্দেশ দিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সমস্ত জেলাশাসককে এর জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। রাজ্যে তৈরি করতে বলা হয়েছে ডিটেনশন সেন্টার। উত্তর প্রদেশেও চলছে এসআইআর। এর মাঝেই অনুপ্রবেশ ও অনুপ্রবেশকারীদের রুখতে কড়া নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর সাফ কথা, জাতীয় নিরাপত্তা ও সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখা রাজ্য সরকারের কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। কোনও ধরনের বেআইনি কাজ রাজ্যে বরদাস্ত করা হবে না। রাজ্য সরকারের তরফে প্রকাশিত নির্দেশিকা প্রকাশ করে বলা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন এলাকায় বসবাসকারী বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে। প্রতিটি জেলায় অস্থায়ী ডিটেনশন সেন্টার তৈরি করা হবে অনুপ্রবেশকারীদের থাকার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, অনুপ্রবেশকারীদের প্রথমে ডিটেনশন সেন্টারে রাখা হবে। তথ্য যাচাইয়ের পর, আইন অনুয়য়ী তাদের নিজেদের দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই জেলাশাসকরা জানিয়েছেন, রাজ্যে যদি কোনও অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েন, তাহলে তাদের ডিটেনশন সেন্টারে পাঠানো হবে। ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত ডিটেনশন সেন্টারেই থাকতে হবে। প্রসঙ্গত, এর আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও অনুপ্রবেশকারীদের দেশ থেকে তাড়ানোর কথা বলেছিলেন। এসআইআরের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে ডিটেক্ট, ডিপোর্ট-র কথা শোনা গিয়েছিল তাঁর মুখে। এবার উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি জেলায় ডিটেনশন সেন্টার তৈরির নির্দেশ দিলেন।

আজ ফের পথে বিএলও ঐক্য মঞ্চ

কমিশনের অফিসের সামনে বসবে ধরনায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ নভেম্বরঃ এসআইআর প্রক্রিয়া চালু হওয়ার আগে থেকে এখন প্রক্রিয়া চলাকালীন নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ করেছেন একাংশ বিএলওরা। গঠিত হয়েছে ‘বিএলও ঐক্যমঞ্চ’। শনিবারের পর এবার সোমবার এসআইআর-এর বিরোধিতা করে পথে নামছে বিএলও অধিকার রক্ষা মঞ্চ। জানা গিয়েছে, সোমবার বেলা বারোটায় কলেজস্ট্রিট থেকে মিছিল শুরু হবে। তারপর সেই মিছিল পৌঁছলে কমিশনের অফিসে। সেখানে পাকাপাকিভাবে ধরনায় বসে পড়তে চান আন্দোলনকারীরা। এই ধরনা শুরু হলে তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আমন্ত্রণ জানানো হবে। কেন পথে নামছেন আন্দোলনকারীরা? বিএলওদের মৃত্যুকে সামনে রেখেই রাস্তায় নামছেন উদ্যোক্তারা। এখানে উল্লেখ্য, রাজ্যে এখনও পর্যন্ত মোট তিনজন বিএলও-র মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের পরিবারের প্রত্যেকেরই অভিযোগ,অত্যাধিক পরিমাণ কাজের চাপ আর সেই কারণে আত্মহত্যো করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। কৃষ্ণনগরে যে বিএলও আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি আবার একপাতা সুইসাইড নোট লিখে রেখে গিয়েছেন। সেখানে নির্বাচন কমিশনকে সরাসরি আত্মহত্যার জন্য দায়ী করেছেন তিনি। তবে শুধু নয়, রাজ্যজুড়ে বিএলওদের অসুস্থ হয়ে যাওয়ার খবরও প্রকাশ্যে আসছে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ একাধিক জেলা থেকে এই অভিযোগ এসেছে। প্রত্যেকেই কাজের চাপকে সরাসরি দায়ী করছেন। এবার তারই প্রতিবাদে পথে নামছে ‘বিএলও ঐক্যমঞ্চ’। উল্লেখ্য, শনিবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের দফতরে স্মারকলিপি জমা দিতে গিয়েছিলেন বিএলও ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল। রাজ্যের সকল বিএলও-দের মুখে-মুখে ওঠা অভিযোগগুলিকেই কমিশনের সামনে তুলে ধরেছেন তিনি। তারপর এবার ফের একবার কমিশনের বিরুদ্ধে সরব বিএলও ঐক্যমঞ্চ।

চণ্ডীগড়ে আর্টিকল ২৪০?

‘রাজধানী চুরি’র বিতর্কে শাহের মন্ত্রক বলল, ‘এখনই কোনও সিদ্ধান্ত নয়’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বরঃ চণ্ডীগড়কে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কাঠামোর মধ্যে নতুন করে সাজানো হবে কি না, তা ঘিরে জাতীয় রাজনীতিতে জোর বিতর্ক তৈরি হয়েছে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানার যৌথ রাজধানী এই শহরকে সংবিধানের ২৪০ অনুচ্ছেদের আওতায় আনার বিষয়ে জোর জল্পনা চলছিল। শোনা যাচ্ছিল, সামনের শীতকালীন অধিবেশনে কেন্দ্রের সরকার নাকি এই সংক্রান্ত একটি বিল নিয়ে আসতে প্রস্তুতি প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করেন। তাঁর মতে, এনডিএ সরকার পাঞ্জাবের রাজধানী ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। মানের বক্তব্য, চণ্ডীগড় আজও পাঞ্জাবের অংশ- মূল রাজ্য হিসেবে রাজধানীর অধিকার একমাত্র পঞ্জাবেরই। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে আঘাত করতে চাইছে। আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরীওয়ালও একই সুরে কেন্দ্রের উদ্দেশে প্রশ্ন তোলেন। বিরোধিতার তালিকায় রয়েছে কংগ্রেস ও শিরোমণি অকালি দলও। পাঞ্জাব

নিচ্ছে। আপ-শাসিত পঞ্জাব সরকার বিষয়টি সামনে আসার পর থেকেই কেন্দ্রকে তীব্র আক্রমণ করছিল। সেই রাজনৈতিক উত্তাপের মাঝেই এ বার আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এক বিবৃতিতে মন্ত্রক জানায়, চণ্ডীগড়ে কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া সহজ করার বিষয়ে যে আলোচনা শুরু হয়েছে, সেটি এখনও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়নি। এই নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। পাশাপাশি পাঞ্জাব ও হরিয়ানার সঙ্গে কেন্দ্রের দীর্ঘদিনের সম্পর্কও মন্ত্রক গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছে। স্পষ্ট বলা হয়েছে, বিদ্যমান শাসন কাঠামো বা দুটি রাজ্যের সঙ্গে চণ্ডীগড়ের সম্পর্ক বদলানোর কোনও পরিকল্পনা নেই। ঘটনার সূত্রপাত হয় সংসদের একটি বুলেটিন থেকে, যেখানে আন্দামান-নিকোবর, দাদরা ও নগর হাভেলি, দমন-দিউ, লাক্ষাদ্বীপ এবং পুদুচেরির মতো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির তালিকায় চণ্ডীগড়কে যুক্ত করার প্রস্তাব উঠে আসে। বিরোধী শিবিরে সঙ্গে সঙ্গে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। পাঞ্জাবের আপ সরকার অভিযোগ তোলে, চণ্ডীগড়ের উপর তাদের ঐতিহাসিক দাবিকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যেই কেন্দ্র এমন পদক্ষেপ পরিকল্পনা করছে। উল্লেখ্য, সংবিধানের ২৪০ অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রপতিকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শান্তি, উন্নয়ন ও সুশাসনের জন্য বিধি তৈরির ক্ষমতা দেয়। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিংহ মান কেন্দ্রের কংগ্রেস সভাপতি অমরিন্দর সিংহ রাজা এই সম্ভাব্য সিদ্ধান্তকে ‘একবারেই অগ্রহণযোগ্য’’ বলে দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, চণ্ডীগড়কে পাঞ্জাবের বাইরে ঠেলে দেওয়ার যে কোনও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেই লড়াই করা হবে। অকালি দলনেতা সুখবীর সিংহ বাদলের মতে, এটি পাঞ্জাবের অধিকার লঙ্ঘনের সমতুল্য। ১৯৬৬ সালে পাঞ্জাব-হরিয়ানা বিভাজনের সময় চণ্ডীগড়কে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করা হলেও, এটি এখনও দুই রাজ্যেরই যৌথ রাজধানী। বর্তমানে পাঞ্জাবের রাজ্যপালই চণ্ডীগড়ের প্রশাসকের দায়িত্বে আছেন। বহু বছর ধরেই পাঞ্জাবের দাবি- চণ্ডীগড়কে পূর্ণাঙ্গ ভাবে তাদের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হোক এবং হরিয়ানার জন্য আলাদা রাজধানী নির্ধারণ করা হোক। এত দিন পর্যন্ত ২৪০ অনুচ্ছেদের আওতায় না থাকায় চণ্ডীগড়ের প্রশাসনিক কাঠামো বিশেষ ধরনের ছিল। সেই কাঠামোই কী এ বার বদলাতে চলেছে- এই প্রশ্নেই রাজনৈতিক অঙ্গন এখন উত্তাল। পাঞ্জাব বিজেপির প্রধান সুনীল জাখরও আংশিক ভাবে এই সমালোচনার সঙ্গে একমত হয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যের স্বার্থে বিজেপি সবসময় দৃঢ় চণ্ডীগড় বা জলের মতো সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে তারা পাঞ্জাবের পক্ষেই থাকবে। তবে তাঁর বক্তব্য, কোনও বিভ্রান্তি তৈরি হলে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করেই সমাধানের পথ খোঁজা উচিত।

বুধেই আসছে ঘূর্ণিঝড় ‘সেনিয়ার’!

শীতকে থামিয়ে দক্ষিণবঙ্গে ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ নভেম্বরঃ দক্ষিণবঙ্গ যখন শীতের আগমনের অপেক্ষায়, ঠিক তখনই বঙ্গোপসাগরের উপরে তৈরি হচ্ছে গভীর নিম্নচাপ। মৌসম ভবন জানিয়েছে, খুব শীঘ্রই দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হতে পারে একটি ঘূর্ণিঝড়। সবকিছু ঠিকঠাক এগোলে আগামী বুধবারের মধ্যেই গভীর নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিতে পারে, যার নাম হবে ‘সোনিয়ার’, এই শব্দের অর্থ ‘সিংহ’ অর্থাৎ নামেই জোরাল শক্তির ইঙ্গিত। মৌসম ভবন জানিয়েছে, শনিবার যে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছিল, তা আরও ঘনিভূত হয়ে মালাক্কা প্রণালীর আশপাশের আন্দামান সাগরের কাছে স্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এই সিস্টেমটি এখন পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে। সোমবারের মধ্যেই এটি আরও শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে বলে অনুমান। এরপর পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টায় তা আরও শক্তি সঞ্চয় করে ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে। তবে এই সিস্টেমের গতিপথ এখনই স্পষ্ট নয়। আবহবিদরা জানাচ্ছেন, ঠিক কোন দিকে সে যাবে, সেটি নিশ্চিত করে বলতে ১-২ দিন সময় লাগবে। গতিবেগ নিয়েও এখনই পরিষ্কার ধারণা দেওয়া যাচ্ছে না। সমুদ্রের ওপর থাকাকালীন ঘূর্ণিঝড়টি আরও শক্তিশালী হতে পারে বলে অনুমান করছেন বিশেষজ্ঞরা। মঙ্গলবার বা বুধবার নাগাদ এর সম্ভাব্য পথ ও গতির বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। এদিকে সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়ের কারণে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ ও ডিসেম্বরের প্রথম কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। এতে রাতের তাপমাত্রা কিছুটা একই অবস্থা, দিন ও রাতের তাপমাত্রার তেমন ওঠানামা নেই। পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া আপাতত শুষ্কই থাকবে। সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব এখনই রাজ্যে প।বে না। আগামী শনিবার (২৯ নভেম্বর) পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের কোথাও বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। কলকাতা, উত্তর ও

বাড়তে পারে, ফলে শীত আপাতত পিছিয়েই থাকবে। আবহাওয়াবিদদের মতে, ডিসেম্বরের চার-পাঁচ তারিখের আগে শীত জোরালভাবে নামার সম্ভাবনা কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী পাঁচদিন উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও তরাই-ডুয়ার্সের জেলাগুলিতে রাতের তাপমাত্রায় তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না। দক্ষিণবঙ্গেও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ-সব জেলাতেই আবহাওয়া শুকনো থাকবে। উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দার্জিলিঙ-সহ পাহাড়ি এলাকায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। তবে সোমবার থেকে শনিবার, পুরো উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া থাকবে শুস্ক।

ভুয়ো নথি নিয়ে আবেদন!

শিক্ষক নিয়োগের যাচাই পর্বে ধরা পড়লেন ৩০০ জনের বেশি প্রার্থী!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ নভেম্বরঃ স্কুল সার্ভিস কমিশন-এর ২০২৫ সালের একাদশ-দ্বাদশে শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ার নথি যাচাই পর্বে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। গত পাঁচ দিনে প্রায় ৪২০০ জন প্রার্থীর নথি যাচাই করার সময়ই ৩০০ জনেরও বেশি প্রার্থী ভুয়ো বা জাল নথি জমা দিয়ে আবেদন করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন। অর্থাৎ, মোট পরীক্ষার্থীর প্রায় সাড়ে সাত শতাংশই ভুয়ো নথি-সহ আবেদন করেছেন। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জালিয়াতির মূল কারণ হিসেবে উঠে এসেছে শিক্ষকতার আগাম অভিজ্ঞতার শংসাপত্র এবং জাতিগত শংসাপত্রের গরমিল। কমিশন সূত্রের খবর অনুযায়ী, একাদশ-দ্বাদশের ৩৫টি বিষয়ের মধ্যে প্রথম যে ছ'টি বিষয়ে (বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, কম্পিউটার সায়েন্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং কমার্স) নথি যাচাই করা হয়েছে, সেখানেই এই বিপুল সংখ্যক জালিয়াতি ধরা পড়ে। রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, ‘যোগ্য’ চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার জন্য সর্বোচ্চ ১০ নম্বর দেওয়ার কথা ছিল। বহু প্রার্থী সেই ১০ নম্বর নিশ্চিত করতে ভুয়ো শংসাপত্র জমা দিয়েছেন, যেখানে পুরোনো স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নকল সইও পাওয়া গেছে। জাল নথির কারণে ৩০০ জনের বেশি প্রার্থীর পদ খারিজ হওয়ার পাশাপাশি, আরও ২০০ জন আবেদনকারী নথি যাচাইয়ে অংশই নেননি, যা নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। এই গরহাজির প্রার্থীরা কি ২০১৬ সালের বিতর্কিত (‘টেন্টেড’) নিয়োগের সঙ্গে যুক্ত, নাকি তাঁরা অন্য কোনও চাকরি পেয়ে গেছেন- সে বিষয়ে কমিশন এখনও স্পষ্ট নয়। এত বছর পর নিয়োগ হলেও কীভাবে এত বেশি প্রার্থী ভুয়ো নথি জমা দিতে পারলেন, তা নিয়েও শিক্ষা মহলে পদ্ধতিগত ত্রুটির প্রশ্ন উঠেছে। কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারের মতে, অনলাইনে আবেদনের সময়ে অনেকেই তথ্য ভুল জমা দিয়েছিলেন। সে সব তথ্যই যাচাই করা হচ্ছে। তথ্যে ভুল থাকলে এমনিতেই আর যোগ্যতা থাকবে না। স্কুলশিক্ষা দফতরের এক কর্তা বলেন, ‘‘সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। তবে ৩৫টি বিষয়ে সাড়ে ২০ হাজার প্রার্থীর নথি যাচাই যখন ৪ ডিসেম্বর শেষ হবে, তখন ভুয়ো নথির সংখ্যা তিনশো ছাপিয়ে অনেক বাড়বে বলেই মনে হয়।’’ প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর নিয়োগ প্যানেল সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দেওয়ার পর এই নিয়োগ হচ্ছে। অভিজ্ঞতার শংসাপত্রে এত বড় জালিয়াতির অভিযোগ ওঠায় কমিশনও বর্তমানে অস্বস্তিতে রয়েছে।

বড় কিছু হবে নাকি? চিকেনস নেকে হাইপ্রোফাইল বৈঠক ভারতীয় সেনা-সহ একাধিক এজেন্সির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বরঃ চিকেনস নেকের (শিলিগুড়ি করিডর) নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে শিলিগুড়িতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হল। সূত্রের খবর, সেই হাই-প্রোফাইল বৈঠকে (স্ম্যাক বা স্টেট সাবসিডারি মাল্টি এজেন্সি সেন্টার) যোগ দেন ভারতীয় সেনা, আর্মি ইনটেলিজেন্স, ভারতীয় বায়ুসেনা, বিএসএফ, রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থা-সহ দেশের তাবড়-তাবড় নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতিনিধিরা। তাঁরা ভৌগোলিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা চিকেনস নেকের নিরাপত্তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কীভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়, তা নিয়ে আলোচনা হয়। সেজন্য সীমান্ত এলাকায় নজরদারি আরও বাড়ানোর উপরও জোর দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। একটি মহলের তরফে দাবি করা হয়েছে, চিকেনস নেকের নিরাপত্তা নিয়ে বিভিন্ন এজেন্সির তরফে নির্দিষ্ট পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। চিকেনস লেক লাগোয়া এলাকা, রাস্তা, হাইওয়ে, স্টেশন, রেললাইন, রেলব্রিজ-সহ বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বৈঠকে। এমনিতে সংশ্লিষ্ট মহলের তরফে দাবি করা হয়েছে, শিলিগুড়িতে স্ম্যাকের যে বৈঠক হয়েছে, তা একেবারেই রুটিন। মাঝেমধ্যেই এরকম বৈঠক হয়ে থাকে। ফলে বাড়তি কোনও অর্থ খোঁজার মানে হয় না। কিন্তু দিল্লি বিস্ফোরণ, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা এবং বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচনের আবহে সেই হাই-প্রোফাইল বৈঠকের তাৎপর্য নেহাত কম নয় বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশ। আসলে ভৌগোলিক দিক থেকে চিকেনস নেক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সংকীর্ণতম বিন্দুতে চিকেনস নেক মাত্র ২২ কিলোমিটার চওড়া। যা উত্তর-পূর্ব ভারতকে দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে যুক্ত করেছে। নেপাল এবং বাংলাদেশের মধ্যে স্যান্ডউইচ হিসেবে অবস্থান করছে সেই এলাকা। চিন এবং ভুটানও বেশি দূরে অবস্থিত নয় ওই এলাকা থেকে। সেই আবহে কৌশলগতভাবে এত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা চিকেনস নেকে নিরাপত্তা জোরদার করেছে ভারত। চিকেনস নেকের কাছে রাফাল যুদ্ধবিমান-সহ ভারতের সব অত্যাধুনিক সিস্টেমও আছে। তারইমধ্যে বাংলাদেশে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার জেরে চিকেনস নেকের নিরাপত্তা একেবারে নিশ্চিন্দ্র করা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। হাসিনা সরকারের পতনের পরে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান কাছাকাছি চলে এসেছে। বাংলাদেশের অন্তরবর্তীকালীন সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনুসের আমলে মৌলবাদী এবং ভারত-বিরোধী শক্তির দাপট বেড়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। ইউনুস নিজেই উত্তর-পূর্ব ভারত নিয়ে ভুলভাল মন্তব্য করেছেন। তার পালটাও দিয়েছে ভারত। সেইসঙ্গে চিকেনস নেকের নিরাপত্তাও একেবারে জোরদার করা হয়েছে।

বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে ভারতের উত্থান, জেরুজালেম সফরে বার্তা দিলেন পীযূষ গোয়েল

জেরুজালেম ও নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর ঃ আন্তর্জাতিক পরিসরে ভারতের অবস্থান দিন দিন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে-এমনই দৃঢ় দাবি জানালেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। তাঁর মতে, আজকের বিশ্ব ভারতের ওপর ভরসা রাখতে শিখেছে। ভারতের সঙ্গে পার্টনারশিপ মানেই স্থিতিশীলতা, সম্ভাবনা এবং পারস্পরিক লাভ-এই ভাবনাই এখন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মহলে।রবিবার জেরুজালেম সফরকালে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পীযূষ গোয়েল বলেন, বিশ্বের সামনে ভারত এখন নির্ভরযোগ্য অংশীদার। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ক্রমশ আরও দৃঢ় হচ্ছে। বহু মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। সবাই বুঝতে পারছেন, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে উভয় দেশেরই লাভ নিশ্চিত। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট-ভারতের অর্থনৈতিক গতিবেগ, জনশক্তি এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিশ্বের বহু দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন ভারতের তরুণ প্রজন্মকে। আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে যে দক্ষতা, যে মনোভাব এবং যে সম্ভাবনা রয়েছে-তা অসাধারণ। বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা এই প্রতিভাকে কাজে লাগাতে আগ্রহী, বলেন তিনি। দক্ষ মানবসম্পদই ভারতের সবচেয়ে বড় সম্পদ-এই বার্তাই তুলে ধরেন মন্ত্রী।ইজরায়েল সফরে দুই দেশের মধ্যে কৃষি সহায়তা এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতার প্রসঙ্গ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। পীযূষ গোয়েলের কথায়, এই সফরে আমরা ইজরায়েলের বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছি। তাঁদের কৃষিমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বাড়াতে তাঁরা আগ্রহী। সীমিত জমি, সীমিত জল আর সীমিত বিনিয়োগ-এসব নিয়েও ইজরায়েল যে কৃষিক্ষেত্রে নজিরবিহীন সাফল্য অর্জন করেছে, তা আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। তিনি মনে করিয়ে দেন, ইজরায়েলের প্রযুক্তিগত দক্ষতার সাহায্যে ভারতের কৃষিক্ষেত্র আরও আধুনিক, উৎপাদনশীল এবং টেকসই হয়ে উঠতে পারে।দুই দেশের মধ্যে বহু বছর ধরেই প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান, সাইবার নিরাপত্তা এবং কৃষিক্ষেত্রে সহযোগিতা চলছে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কূটনৈতিক উষ্ণতা এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও মজবুত হয়েছে। পীযূষ গোয়েলের সফরে সেই সম্পর্ক আরও গভীর হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে।আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অস্থির সময়ের মধ্যেও ভারত যে স্থিতিশীল নীতি, দায়বদ্ধতা এবং পারস্পরিক স্বার্থকে গুরুত্ব দেয়, তা তুলে ধরেছেন তিনি। তাঁর দাবি, এই কারণেই বিশ্বের বহু দেশ ভারতের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্ব স্থাপন করতে আগ্রহী। জেরুজালেম সফরে পীযূষ গোয়েলের বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে আত্মবিশ্বাসী ভারতের এক নতুন চিত্র-যেখানে দেশ শুধু সম্ভাবনাই নয়, বিশ্ববাসীর কাছে এক বিশ্বাসযোগ্য সহযাত্রী হিসেবেও আবির্ভূত হচ্ছে।

সত্য সাই বাবার আবির্ভাব শতবর্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন রাজ্যপালের

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর ঃ সত্য সাই বাবার আবির্ভাব শতবর্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। তাঁর বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের তরফে জানানো হয়েছে এই বিষয়ে।রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় জানানো হয়, মাননীয় রাজ্যপাল ভগবান শ্রী সত্য সাই বাবার আবির্ভাব শতবর্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা সরকার ভগবান বাবার ১০০তম জন্মবার্ষিকীকে সরকারিভাবে উদযাপন করছে-এটি সত্যিই যথার্থ সম্মান। প্রশান্তি নিলয়ম, পুট্টাপার্থী ১৩ থেকে ২৩ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত শতবর্ষ উদযাপনের আয়োজন করেছে, ভগবান বাবার চিরন্তন প্রেম, সেবা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের বার্তাকে স্মরণ করে।ভগবান বাবার দিব্য জীবন ও শাশ্বত বাণী আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পথপ্রদর্শক-নিঃস্বার্থ সেবা, সহমর্মিতা ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের অনুপ্রেরণা দেয়।এই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে ভারত সরকার ভগবান শ্রী সত্য সাই বাবার সম্মানে বিশেষ স্মারক মুদ্রা ও ডাকটিকিট প্রকাশ করছে।শ্রী সত্য সাই বাবার আশীর্বাদ সকলের উপর বর্ষিত হোক।

দেশীয় বাজারে বাড়লো সোনা ও রুপোর দর

মুম্বই, ২৩ নভেম্বর ঃদেশীয় বাজারে রবিবার বা।লো সোনা ও রুপোর দর। রবিবার দিল্লিতে কেজি প্রতি রুপোর দাম ১,৬৪,০০০ লক্ষ টাকা। এদিকে, রবিবার দিল্লিতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৫,৯৯০ লক্ষ টাকা ও ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১৫,৫০০ লক্ষ টাকা। মুম্বইতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৫,৮৪০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১৫,৩৫০ লক্ষ টাকা। আহমেদাবাদে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৫,৮৯০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১৫,৪০০ লক্ষ টাকা।চেন্নাইতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৫,৮৪০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১৫,৩৫০ লক্ষ টাকা। কলকাতায়, প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম লক্ষ ১,২৫,৮৪০ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১৫,৩৫০ লক্ষ টাকা। লখনউয়ে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৫,৯৯০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১৫,৫০০ লক্ষ টাকা। পাটনায়, প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৫,৮৯০ লক্ষ টাকা ও ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১৫,৪০০ লক্ষ টাকা। জয়পুরে, প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৫,৯৯০ ০লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১৫,৫০০ লক্ষ টাকা।উল্লেখ্য, সোনার দাম একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল আন্তর্জাতিক বাজার, ট্রেড সম্পর্ক, শুল্ক, আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা, ইকুইটি, বন্ড, মার্কিন ডলার -সহ একাধিক মার্কেট এবং বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতির হার। এই বিষয়গুলির জেরে সোনার দামে ওঠানামা দেখা যায়।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

চণ্ডীগড় পঞ্জাবের ছিল, আছে এবং থাকবে- কেন্দ্রকে কড়া বার্তা কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর ঃ চণ্ডীগড়কে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অধীনে আরও শক্তভাবে আনার সম্ভাব্য সাংবিধানিক সংশোধনী নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার সকালে এক্স-এ ধারাবাহিক পোস্টে তিনি বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর পাঞ্জাবের সাংবিধানিক অধিকার ও পরিচয়ে সরাসরি আঘাত করার অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি, চণ্ডীগড়ের ওপর পাঞ্জাবের ঐতিহাসিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার যে প্রচেষ্টা চলছে, তা দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপরও ব।স। আঘাত। কেজরিওয়ালের কথায়, সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে চণ্ডীগড়ের ওপর থেকে পঞ্জাবের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা কোনও সাধারণ প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়। এটি পাঞ্জাবের অস্তিত্ব, পরিচয় এবং সাংবিধানিক অধিকারের ওপর সরাসরি আক্রমণ। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ক্ষুণ্ণ করার এ ধরনের মানসিকতা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাঁর মতে, কেন্দ্রের এই উদ্যোগ শুধু একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনিক রদবদল নয়, বরং একটি রাজ্যের আত্মসম্মান ও অধিকারকে খর্ব করার প্রচেষ্টা।তিনি আরও লেখেন, যে পঞ্জাব দেশের নিরাপত্তা, খাদ্য সরবরাহ, জলের উস এবং মানবিক মূল্যবোধ রক্ষায় বরাবরই ত্যাগ স্বীকার করেছে, সেই পঞ্জাবকেই আজ নিজস্ব অধিকারের স্থান থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এটি শুধু নীতিগত সিদ্ধান্ত নয়, পাঞ্জাবের আত্মার ওপর আঘাত। ইতিহাসের উদ্ধৃতি টেনে কেজরিওয়াল উল্লেখ করেন, পাঞ্জাব কখনও কোনও স্বৈরাচারী শাসকের সামনে মাথা নত করেনি, এখনও করবে না।চণ্ডীগড়কে পাঞ্জাবের অংশ হিসেবে দাবি করে তিনি জোরালো ভাষায় বলেন, চণ্ডীগড় পঞ্জাবের ছিল এবং তাই থাকবে। তাঁর এই দৃঢ় মন্তব্যে স্পষ্ট-চণ্ডীগড় ইস্যুতে পাঞ্জাবের রাজনৈতিক অস্বস্তি ক্রমেই বাড়ছে, এবং আম আদমি পার্টি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আরও আক্রমণাত্মক অবস্থান নিতে চলেছে।রাজনৈতিক মহলে কেজরিওয়ালের এই বার্তা কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের উত্তাপ বাড়াবে বলেই মনে করা হচ্ছে। চণ্ডীগড় নিয়ে জ্বালাময়ী ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যের মধ্য দিয়ে পাঞ্জাবের আঞ্চলিক আবেগ ও ঐতিহাসিক পরিচয় ঘিরে নতুন করে বিতর্কের সুর চ।ালো আম আদমি পার্টি।

আত্মবিশ্বাসী থাকুন, জয় অনিবার্য, মন্তব্য টিভিকে প্রধান বিজয়ের

কাঞ্চিপুরম, ২৩ নভেম্বর ঃ আত্মবিশ্বাসী থাকুন, জয় অনিবার্য, বললেন টিভিকে প্রধান তথা দক্ষিণী অভিনেতা বিজয়। রবিবার তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরম জেলার তিনটি তালুকের মনোনীত দলীয় কর্মী এবং সমর্থকদের সঙ্গে একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেছেন বিজয়। তিনি বলেন, কাঞ্চিপুরম হল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আন্নাদুরাইয়ের ভূমি। ডিএমকে আমাদের টিভিকে দলের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা পোষণ করে। আমরা এই ধরণের ক্ষোভ পোষণ করি না, তবে আমরা তাঁদের জিজ্ঞাসা করব, কারণ তাঁরা সেইসব লোকজনের সঙ্গেই প্রতারণা করেছে, যারা তাঁদের ওপর আস্থা রেখে ভোট দিয়েছিল। তাঁদের কর্মকাণ্ড নাটক ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা এই বিষয়ে চুপ করে থাকব না। কাঞ্চিপুরমের সঙ্গে আমাদের একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক রয়েছে, কারণ আমাদের প্রথম জন-প্রচার এই জেলারই পারান্দুরে শুরু হয়েছিল।বিজয় আরও বলেন, আমার উদ্দেশ্য হলো সকল মানুষকে সমানভাবে সেবা করা। আমরা জাতি ভিত্তিক জনগণনার দাবি করেছি, ওয়াকফ আইনের বিরোধিতা করেছি এবং প্রথম পক্ষ হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি এবং আমরা সিএএ-রও তীব্র বিরোধিতা করেছি। তবে ডিএমকে-র আদর্শ দুর্নীতি। তাঁদের নিজস্ব দলের ভেতরে কী ঘটছে তা একবার ভাবুন। আমরা এখনও পূর্ণ শক্তিতে ডিএমকে-র বিরোধিতা শুরু করিনি তাঁরা ইতিমধ্যেই কাঁপছে।আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিজয় বলেন, আমরা এই সরকারে পরিবর্তন আনার স্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছি। আত্মবিশ্বাসী থাকুন, জয় অনিবার্য।

সারণে পুকুরে তলিয়ে মৃত তিন শিশু, মুখ্যমন্ত্রীর শোকপ্রকাশ

সারণ, ২৩ নভেম্বর ঃ বিহারের সারণ জেলায় তিন শিশুর প্রাণহানিতে মুখ্যমন্ত্রীর নীতীশ কুমার শোকপ্রকাশ করেন। রবিবার তিনি নিহতদের পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন।প্রসঙ্গত, একমা থানার অন্তর্গত ধনৌতি গ্রামে শনিবার তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তারা খেলতে গিয়ে পুকুরে তলিয়ে প্রাণ হারায়।মৃতদের নাম উজ্জ্বল কুমার (৪), তানিয়া কুমারি(৩), সোনি কুমারি (৬), তারা একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে এসেছিল। এই মর্মান্তিক ঘটনায় পুরো গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বায়ুদূষণে হাঁসফাঁস রাজধানী দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর ঃ আবারও দমবন্ধ পরিস্থিতির দিকে এগোচ্ছে দেশের রাজধানী। গত দশ দিন ধরে দিল্লির আকাশ যেন ধোঁয়াটে এক চাদরে মুড়ে আছে। শীতের আগমনী হিমেল হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিশেছে দূষণের বিষাক্ত কুয়াশা। ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। বিশেষজ্ঞরা বারবার সতর্ক করলেও পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হয়নি। বরং রবিবার সকালে দূষণের মাত্রা আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। এদিন দিল্লির সামগ্রিক এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স (AQI) ছুঁয়েছে ৩৮০-যা আগের দিনের তুলনায় আরও খারাপ এবং ' খারাপ' শ্রেণির মধ্যে প।েদিল্লির বিভিন্ন এলাকায় এদিন সকাল থেকেই চোখ জ্বালা, শ্বাসকষ্ট এবং কাশি বেড়ে যাওয়ার মতো সমস্যার অভিযোগ উঠেছে। রাস্তা জু।ে দেখা যাচ্ছে হালকা ধোঁয়ার স্তর। বিশেষত জাহাঙ্গীরপুরী এবং আনঃদ বিহারের মতো ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। জাহাঙ্গীরপুরীর AQI রেকর্ড করা হয়েছে ৪৩৮ এবং আনন্দ বিহারে ৪২৭-এর কাছাকাছি। দূষণের এই পরিসংখ্যান শুধু সংখ্যা নয়, মানুষের দেহে বিষ ঢালার মতোই বিপজ্জনক বলে মনে করছেন পরিবেশবিদরা। তাঁদের মতে, এই মাত্রার দূষণ দীর্ঘমেয়াদে ফুসফুসে অক্সিজেন গ্রহণ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ায় এবং শিশু থেকে বয়স্ক-সবাইকে আক্রান্ত করে।দিল্লির পাশাপাশি সংলগ্ন নয়ডা, গাজিয়াবাদ, গ্রেটার নয়ডা-সব জায়গাতেই বায়ুদূষণের মাত্রা লাফিয়ে বেড়েছে। গাজিয়াবাদের AQI পৌঁছে গিয়েছে ৪২৬-এ, যা সরাসরি ' স্তরে পড়ে। সকাল বেলায় তাপমাত্রা কম থাকায় সেই দূষণ জমে আরও ঘনীভূত হয়েছে। পুরো অঞ্চলে হালকা কুয়াশা এবং ধোঁয়ার মিশ্রণে দৃশ্যমানতা কমে এসেছে। নয়ডায় AQI ছিল ৩৯৬ এবং গ্রেটার নয়ডায় ৩৮০, যা দু'টিই বাসযোগ্যতার জন্য বিপদসীমার উপরে। বিশেষ করে প্রবীণ ও শিশুদের জন্য এমন পরিবেশ মারাত্মক হতে পারে বলে চিকিসকদের সতর্কবার্তা।তবে দিল্লির আশেপাশের একই অঞ্চলে দুটি শহর তুলনামূলকভাবে কিছুটা স্বস্তিতে রয়েছে। গুরুগ্রামে AQI ছিল ২৮৬ এবং ফরিদাবাদে ২২৮। যদিও এই দুই শহরের AQI ' বা ' স্তরে নেই, তবে দিল্লি ও গাজিয়াবাদের তুলনায় তা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের মতে, এই পার্থক্যের কারণ হতে পারে শিল্পাঞ্চলগুলিতে নির্গমনের মাত্রা কিছুটা কম থাকা এবং যান চলাচলের ঘনত্ব তুলনামূলক কম হওয়া।এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হল রাজধানী দিল্লির আইটিও এবং আনন্দ বিহারের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় AQI-র লাগামহীন বৃদ্ধি। আইটিও-তে রবিবার সকালে AQI ছিল ৩৮৪। এই এলাকায় যানবাহনের চাপ সবচেয়ে বেশি হওয়ায় দূষণ বা।ার প্রবণতা স্বাভাবিক হলেও সাম্প্রতিক বৃদ্ধি ভয়াবহ বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। অন্যদিকে, আনন্দ বিহারে রেকর্ড হয়েছে ৪২৯-যা দিনে-দিনে রাজধানীর ফুসফুসের ওপর ক্রমশ বাড়তে থাকা চাপের প্রতীক।পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, শীতকাল শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণ বায়ুর স্তর উঁচুতে উঠে যাচ্ছে এবং ঠান্ডা বায়ু নিচে জমে থাকায় দূষণ ছড়িয়ে যেতে পারছে না। ফলে বায়ুমণ্ডলে দূষণস্থায়ী হয়ে পড়ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দূরবর্তী অঞ্চলের খড় পোড়ানোর ধোঁয়া, যানবাহনের নিঃসরণ, নির্মাণকাজের ধুলো এবং শিল্পাঞ্চলগুলির নির্গমন। সব মিলিয়ে দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলের বাতাসে যেন বিষ ছড়াচ্ছে।রাজধানীর হাসপাতালগুলি ইতিমধ্যেই সতর্ক। গত কয়েক দিনে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস এবং অ্যালার্জির রোগীর সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, AQI যদি ৪০০ ছাড়ায়, তাহলে সুস্থ প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রেও ফুসফুসে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। শিশু, বয়স্ক এবং গর্ভবতী মহিলাদের জন্য পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক।সরকার এবং প্রশাসনের তরফেও পরিস্থিতি মোকাবিলায় বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। স্কুলে আউটডোর কার্যক্রম সীমিত করা হয়েছে, নির্মাণকাজে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনাও করা হচ্ছে। তবে সাধারণ মানুষ দায়িত্বশীল না হলে পরিস্থিতির উন্নতি অসম্ভব, এমনটাই বলছেন পরিবেশবিদরা। তাঁদের পরামর্শ-অযথা বাইরে বেরোনো এড়িয়ে চলা, এন-৯৫ মাস্ক ব্যবহার করা, গাড়ি কম চালানো এবং দূষণ রোধে সচেতনতা বাড়ানো।এমন সংকটময় সময়ে প্রশ্ন উঠছে-প্রতি বছর শীত এলেই কেন দিল্লিবাসীকে এমন দূষণের কবলে পড়তে হয়? কেন কার্যকরভাবে দূষণ কমানোর কোনও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না? বহু পরিবেশবিদ এবং সমাজকর্মী মনে করছেন, দূষণের সমস্যা মোকাবিলায় কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে যৌথভাবে আরও কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ কেবল কিছু নিয়ম ও নিষেধাজ্ঞার ওপর নির্ভর করে নয় এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, প্রযুক্তির উন্নয়ন, গ্রিন জোন বৃদ্ধি এবং সচেতনতা।বর্তমানে রাজধানীর আকাশের রং যেন এই বার্তাই দিচ্ছে-সময় ফুরিয়ে আসছে। দূষণের বিরুদ্ধে এখনই কঠোর ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে দিল্লির পরিবেশ আরও সংকটজনক হতে পারে। মানুষের ফুসফুস, শহরের বাতাস এবং প্রকৃতির সুস্থতা-সবই এখন প্রশাসনের সক্রিয় পদক্ষেপের অপেক্ষায়।দিল্লির বায়ুদূষণের এই অবনতি শুধুমাত্র এক দিনের সমস্যা নয়। এটি দমবন্ধ, দীর্ঘস্থায়ী এক সংকট-যার সমাধান চাই অবিলম্বে।

কনকনে ঠান্ডায় জমে শ্রীনগর, হিমাঙ্কের নীচে নেমে গেল কাশ্মীর উপত্যকার তাপমাত্রা

শ্রীনগর, ২৩ নভেম্বর ঃ শীতের দাপট শুরু হতেই কাশ্মীর উপত্যকা কাঁপছে কনকনে ঠান্ডায়। শীতের আগমনী বার্তা যেন তুষারের স্পর্শ নিয়েই এসেছে উপত্যকায়। শনিবার রাত ছিল চলতি মরশুমের সবচেয়ে শীতল রাত-শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে গিয়েছে মাইনাস ২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। কনকনে ঠান্ডায় জমে গিয়েছে পথঘাট, সকালবেলার কুয়াশায় ঢেকেছে শহরের অলিগলি। এমন তীব্র ঠান্ডা নভেম্বরের মাঝামাঝি সময় সাধারণত দেখা যায় না বলে জানাচ্ছেন স্থানীয়রা।উপত্যকার অন্যান্য জেলা ও শহরেও পরিস্থিতি একই রকম শীতল। পহেলগামে শনিবার রাতে পারদ নেমেছে মাইনাস ৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। শোপিয়ান আরও শীতল-সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৪.৭ ডিগ্রি। পুলওয়ামায় নেমেছে মাইনাস ৪.৪ ডিগ্রিতে। চারদিকেই যেন ঠান্ডার কাম। আরও গভীর। গাছের পাতায় জমে থাকা শিশির ফোঁটা, জমাটবদ্ধ জলাশয় এবং তুষারের পাতলা আস্তরণ স্পষ্ট করছে শীতের আগমন।পর্যটকদের প্রিয় গুলমার্গেও পরিস্থিতি বেশ কঠিন। তীব্র ঠান্ডায় জমে উঠেছে পাহাড়ি এলাকা। তুষারের হালকা আস্তরণের ওপর বাসিন্দা এবং পর্যটকদের চলাচল কঠিন হয়ে পড়েছে। তুষারস্পর্শী বাতাসে কাঁপছে পুরো অঞ্চল। ঠান্ডা বাড়ার ফলে স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও ভোগান্তির মধ্যে পড়েছেন। বিশেষত রাত্রিকালীন তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় বহু জায়গায় জলের পাইপ জমে যাচ্ছে, ফলে নিত্যজীবনে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।অন্যদিকে, জম্মুতেও শীতের প্রভাব ক্রমে বা।ছে। দিনের বেলা সূর্যের আলো থাকলেও রাতের দিকে হিমশীতল হাওয়ায় কাঁপছে গোটা অঞ্চল। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিন জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া মূলত শুষ্কই থাকবে। তবে ডিসেম্বরের শুরুতেই উপত্যকার বিভিন্ন জায়গায় তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।তুষারপাতের পর আবহাওয়ার ধরন কিছুটা বদলালেও পুনরায় শুষ্কতা ফিরে আসবে বলে জানাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই শীতের তীব্রতা আরও বা।বে, এমনই আশঙ্কা। শীতকালে কাশ্মীরের ' চিলাই কালান'-অর্থাৎ দীর্ঘ ৪০ দিনের তীব্রতম শীতের সময়সীমা-শুরু হয় ডিসেম্বরের শেষদিকে। তার আগেই যেভাবে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমে যাচ্ছে, তা চলতি মরশুমকে আরও কঠিন শীতের ইঙ্গিত দিচ্ছে।শ্রীনগরের অনেক পরিবার ইতিমধ্যেই হিটার, কাঠকয়লা এবং ' হামাম ব্যবহার শুরু করে দিয়েছেন। স্থানীয়দের মতে, আগাম শীত তাঁদের দৈনন্দিন জীবন অনেকটাই বদলে দিয়েছে। দোকানপাট আগেভাগেই বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, রাস্তাঘাটে মানুষের আনাগোনা কমছে সন্ধ্যার পর থেকেই। তৃপ্তির বিষয়, পর্যটনব্যবসা এখনও ততটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, কারণ শীত উপভোগ করতে উপত্যকায় ভি। জমতে শুরু করেছে পর্যটকদের।শীতের এই হিমশীতল আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরের প্রকৃতি যেন আরও মনোরম হয়ে উঠেছে, তবে তার চাপও বা।িয়ে দিয়েছে সাধারণ মানুষের জীবনে। আবহাওয়া দফতরের মতে, আগামী সপ্তাহেই আরও তীব্র শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা থাকছে। কাশ্মীরের শীতে কবিতার সৌন্দর্য যতই থাকুক, বাস্তবে এই ঠান্ডার সামনে টিকে থাকা উপত্যকার মানুষের কাছে এক বড় পরীক্ষাই।

লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর ঃ লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা জি-কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তিনি সংসদে শান্তভাবে নেতৃত্ব প্রদান এবং সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে চলার জন্য পরিচিত।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও জানান, আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া জোরদার, গঠনমূলক আলোচনায় উৎসাহিত করা এবং সংসদের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার প্রতি তাঁর অঙ্গীকারের জন্য ব্যাপকভাবে সম্মানিত। তিনি সংসদকে উৎপাদনশীল এবং জনকেন্দ্রিক করে তোলার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। দেশের সেবায় তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করি।

২৪ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে শপথ নেবেন সূর্যকান্ত

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর ঃ বিচারপতি সূর্যকান্ত সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন। সোমবার শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেবেন বিচারপতি সূর্যকান্ত। বিচারপতি সূর্যকান্ত হবেন দেশের ৫৩ তম প্রধান বিচারপতি। তিনি প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের স্থলাভিষিক্ত হবেন।হরিয়ানার হিসার থেকে দেশের সর্বোচ্চ বিচারবিভাগীয় পদে উন্নীত হওয়া বিচারপতি সূর্যকান্তের গল্প খুবই অনুপ্রেরণাদায়ক। একজন সাধারণ পরিবার থেকে আসা এই বিচারপতি তাঁর কঠোর পরিশ্রম, সততা এবং ন্যায়বিচারের প্রতি আবেগ দিয়ে সুপ্রিম কোর্টে পা রাখেন। ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে তিনি অধিষ্ঠিত থাকবেন।আইনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত তাঁর যাত্রা সংগ্রাম, নিষ্ঠা এবং ন্যায়বিচারের অঙ্গীকারে পরিপূর্ণ। ওকালতির ক্ষেত্রে নিজের দক্ষতার কারণে তিনি পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাই কোর্টের অ্যাডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হন। ২০০৪ সালে তিনি একজন বিচারক নিযুক্ত হন এবং পরে হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হন। তাঁর স্পষ্ট চিন্তাভাবনা, নিরপেক্ষ রায় এবং সুবিবেচক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যায়।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে যান, নির্বাচন কমিশনকে পরামর্শ কল্যাণের

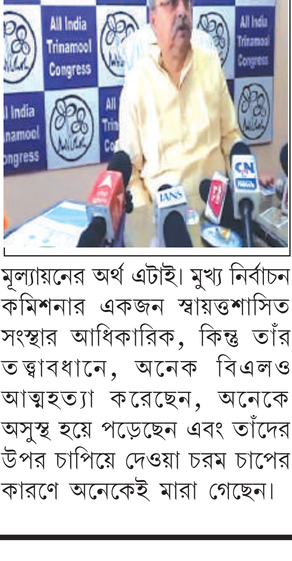

শ্রীরামপুর, ২৩ নভেম্বর ঃনির্বাচন কমিশনকে পরামর্শ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন করে বিএলও-দের অবস্থা দেখুন। অতিরিক্ত চাপের কারণে বিএলও-রা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন বলে দাবি কল্যাণের। প্রকৃত মূল্যায়নের দাবি জানিয়েছেন তিনি।রবিবার শ্রীরামপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অনুরোধ করছি, তিনি পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন করে বিএলও-দের অবস্থা দেখুন। শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশন অফিসের ভেতরে বসে থাকা আপনাদের অফিসারদের রিপোর্টের উপর নির্ভর করবেন না। আসল মূল্যায়নের অর্থ এটাই। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার একজন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার আধিকারিক, কিন্তু তাঁর তত্ত্বাবধানে, অনেক বিএলও আত্মহত্যা করেছেন, অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া চরম চাপের কারণে অনেকেই মারা গেছেন।

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জাতক জাতিকাদের মুলতুবি থাকা কাজগুলি সম্পন্ন করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে এবং সেগুলি সম্পন্ন করার পরেই বিশ্রাম নেবেন। আপনার নতুন সম্পত্তি কেনার ইচ্ছা পূরণ হবে, তবে পুরনো কাজগুলির কারণে আপনার কোনও নতুন আইনি বিষয় অবহেলা করা উচিত নয়।
বৃষঃ কিছু সৃজনশীল কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখুন। আপনার অলসভাবে বসে থাকার অভ্যাস মানসিক শান্তির জন্য মারাত্মক প্রমাণিত হতে পারে।
মিথুনঃ মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ত্বরান্বিত হবে এবং কিছু নতুন ধারণা আপনার মনে আসবে। আপনাকে অবিলম্বে সেগুলি বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সেগুলি বাস্তবায়ন করলেই আপনি লাভবান হতে পারবেন।।
কর্কট রাশি ঃ আপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। এই রাশিচক্রের বিবাহিত স্থানীয়রা আজ তাদের শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা পাবে বলে মনে হচ্ছে। পরিবারের সদস্যদের সাথে সামাজিক জমায়েত প্রত্যেককে এক ভালো মেজাজে রাখবে।
সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিত্বে মানুষ মুগ্ধ হবে, যা সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে।
কন্যা ঃ আপনার প্রেমিকার সাথে প্রতিশোধপরায়ণ হওয়ায় কোন ফল পাবেন না- পরিবর্তে আপনার উচিত মাথা ঠান্ডা রাখা এবং আপনার প্রেমিকার কাছে আপনার সত্য অনুভূতিগুলি ব্যাখ্যা করা।
তুলাঃঅন্যদের প্রতি আপনার অন্তর্দৃষ্টি এবং সংবেদনশীলতা আপনাকে তাদের বুঝতে সাহায্য করবে এবং এই ভাবে খোলামেলা কথোপকথনের পথ প্রশস্ত করবে।
বৃশ্চিকঃ জীবন নিয়ে হেলাফেলা করবেন না, জানবেন জীবনে যত্নই আসল অঙ্গীকার। আপনি আজ আপনার মায়ের পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। শুভদিন।
ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য মাঝারি ফলপ্রসূ দিন হবে। আপনাকে ব্যবসায়িক ভ্রমণে যেতে হতে পারে, তবে সাবধানতার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়াই ভাল। শুভদিন।
মকরঃ আপনার জীবনে, বিশেষ করে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন। এই সময়টি একটু অস্পষ্ট, আপনার সঙ্গীর সঙ্গে যোগাযোগ করা কঠিন করে তুলতে পারে। ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে আপনার অনুভূতি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করা গুরুত্বপূর্ণ। আপনার মেজাজ কিছুটা উত্তেজিত হতে পারে, তাই ধৈর্য ধরে থাকুন। অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করার সময় ভদ্র থাকা গুরুত্বপূর্ণ।
কুম্ভঃবাচ্চাদের সঙ্গে সান্ত্বনা খুঁজে নিন। শুধুমাত্র আপনার নিজের পরিবারের বাচ্চারাই নয় বরং অন্যদের সন্তানদেরও উপশমকারী ক্ষমতা আপনাকে প্রবোধ দিতে এবং উদ্বেগ শান্ত করতে পারে। শুভদিন
মীনঃ মীন রাশির জাতক জাতিকাদের কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে যা আপনার মানসিক ভারসাম্যকে প্রভাবিত করতে পারে। এটি কিছুটা অস্থিরতার সময়, যা আপনাকে কিছুটা উদ্বিগ্ন করে তুলতে পারে। তবে, এই পরিস্থিতি স্থায়ী নয়। আপনার আশেপাশের লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ করার সময় সাবধান থাকুন, কারণ এই সময়ে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কথা বলা উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনার সম্পর্কে কিছু

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ফের পারদ-পতনের পূর্বাভাস। আপাতত হালকা শীতের আমেজই থাকবে, জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা নেই। আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই, আবহাওয়া থাকবে শুস্কই। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণ আন্দামান সাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের কোনও প্রভাব পড়বে না পশ্চিমবঙ্গে। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত শুস্ক আবহাওয়া থাকবে। আগামী দুই-তিন দিনে সামান্য কমতে পারে তাপমাত্রা। শুস্ক হাওয়ায় শীতের আমেজ বজায় থাকবে। রাতে শিশির এবং খুব সকালে দু-এক জায়গায় হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গেও আপাতত শুস্ক আবহাওয়া থাকবে। বৃষ্টির সম্ভাবনা শুধুমাত্র পার্বত্য এলাকায়। স্বাভাবিকের কাছেই থাকবে তাপমাত্রা। শীতের আমেজ চলবে। তাপমাত্রার বড়সড় কোনও পরিবর্তন হবে না।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ১১মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। ভাটা-দুপুর ১২টা ৫৫মনিট এবং রাত ০২টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৫মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৫মিনিটে হতে পারে।

বাজার থেকে ফিরে মেয়ের অবস্থা দেখে হতবাক মা !

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ঠাকুরপুকুর ঃ মাধ্যমিকের ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ঠাকুরপুকুরে। আত্মহত্যাই করেছে বলে মনে করছেন পরিবারের সদস্যরা। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ঠাকুরপুকুরের শিবাজি কলোনীতে মায়ের সঙ্গে থাকতো অঙ্কনা বিশ্বাস নামে ওই মাধ্যমিকের পড়ুয়া। মা চলে গিয়েছে করোনার সময়। তারপর থেকে মা মেয়েতে একসঙ্গেই থাকছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, এদিন সকালে ওই ছাত্রীর মা অঞ্জলি বিশ্বাস বাজারে যাচ্ছিলেন। তখনই মায়ের কাছ থেকে অঙ্কনা মোবাইল চায়। কিন্তু কোনওমতেই তাকে মোবাইল দিতে চায়নি। উল্টে তাঁকে পড়তে বসতে বলে। এ কথা বলেই বাজারে চলে যায়। কিন্তু বাজার থেকে ফিরে চোখ কপালে উঠে যায় তাঁর। দেখা যায় ঘরের মধ্যেই সিলিং ফ্যান থেকে গলায় ফাঁস গালিয়ে ঝুলছে ওই ছাত্রী। মায়ের চিৎকার শুনেই ছুটে আসে প্রতিবেশীরা। দ্রুত খবর দেওয়া হয় পুলিশে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ঠাকুরপুরুর থানার পুলিশ। তাঁরাই মেয়েটিকে উদ্ধার করে বেহালা বিদ্যাসাগর হাসপাতালে পাঠায়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে দেন। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে এলাকায়। মোবাহল না দেওয়াতেই কী ওই ছাত্রী আত্মঘাতী হয়েছে? শুধু মোবাহল না দেওয়াতেই মেয়েটি যে এত বড় কাণ্ড করে ফেলতে পারে তা ভাবতে পারছেন না কেউই। ভাবতে পারছেন না সন্তানহারা মা-ও। মেয়ের এই অকাল মৃত্যু কিছুতেই মানতে পারছেন না তিনি। কেঁদে চলেছেন অঝোরে। অন্যদিকে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। নেপথ্যে ঠিক কোন কারণ রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকার লোকজনের পাশাপাশি কথা বলা হচ্ছে অঞ্জলি বিশ্বাসের সঙ্গেও।

ফরাক্কা থেকে বিপুল পরিমাণ হেরোইন সহ গ্রেপ্তার ১

দুরন্তবার্তা, মিঠুন হালদার ঃ মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানা এলাকা থেকে দেশের রাজধানী দিল্লিতে হেরোইন পাচার করতে গিয়ে শনিবার রাতে মুর্শিদাবাদের নিউ ফারাক্কা জিআরপি-র আধিকারিকদের হাতে গ্রেপ্তার হলেন এক মাদক পাচারকারী। ধৃত ওই ব্যক্তির হেফাজত থেকে ৫০০ গ্রাম অত্যন্ত উন্নত মানের হেরোইন উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছে, আন্তর্জাতিক বাজারে উদ্ধার হওয়া ওই হেরোইনের মূল্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। তদন্তের স্বার্থে জিআরপি-র তরফ থেকে ধৃত ওই যুবকের নাম প্রকাশ করা হয়নি। ধৃত ওই মাদক পাচারকারীর ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে রবিবার তাকে বহরমপুর এনডিপিএস আদালতে পেশ করা হয়েছে। নিউ ফারাক্কা থানা জিআরপি-র এক আধিকারিক জানান, শনিবার গভীর রাতে আমরা গোপন সূত্রে খবর পাই মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থেকে এক যুবক ট্রেনে করে ফরাক্কা আসছে। ওই যুবকের সঙ্গে বিপুল পরিমাণ মাদক থাকার খবর আমাদের কাছে ছিল। ওই যুবকের পরিকল্পনা ছিল নিউ ফরাক্কা জংশন স্টেশন থেকে ট্রেন বদলে দিল্লিতে এক মাদক পাচারকারীর হাতে ওই হেরোইন পৌঁছে দেওয়ার। কিন্তু হাত বদলে আগেই আমরা এই মাদক উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। ধৃত ওই ব্যক্তি পাঁচটি প্যাকেট করে হেরোইন দিল্লি নিয়ে যাচ্ছিলো। মুর্শিদাবাদের গোয়েন্দা দপ্তরের আধিকারিক বলেন,বেশ কিছুদিন আগে পর্যন্ত মুর্শিদাবাদে লালগোলা থানা এলাকা গোটা রাজ্যের হেরোইন তৈরির 'হাব' হিসেবে পরিচিত ছিল। এই থানা এলাকায় একসময় হেরোইন তৈরি প্রায় কুটির শিল্পের আকার নিয়েছিল। বাড়িতে বাড়িতে রাসায়নিক ব্যবহার করে হেরোইন তৈরি করে গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে পাচার করে দেওয়া হতো। ওই আধিকারিক জানান ,গত কয়েক বছরে পুলিশে তৎপরতার কারণে লালগোলা থানা এলাকায় হেরোইন তৈরি একপ্রকার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর হেরোইন কারবারিরা বর্তমানে তাদের সম্পূর্ণ ব্যবসা মালদা জেলার কালিয়াচক এবং বৈষ্ণবনগর থানা এলাকা থেকে পরিচালনা করছেন। এই দুই থানা এলাকা বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হওয়ায় মাদক পাচারকারীরা খুব সহজেই মাদক তৈরির পর তা বাংলাদেশে পাচার করে দিচ্ছেন। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায় তৈরি হওয়া হেরোইনের বেশিরভাগ অংশ বাংলাদেশে পাচার করা হলেও মাদক পাচারকারীরা অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় হেরোইনের একটি অংশ দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা সহ দেশের বিভিন্ন বড় বড় শহরে খুব গোপনে পাচার করে দিচ্ছেন। নিউ ফারাক্কা জিআরপি-র এক আধিকারিক জানান, মাদক পাচারের এই চক্রের সঙ্গে জড়িত কয়েকজন ব্যক্তির নাম আমরা পেয়েছি। সেই কারণে পরবর্তী তদন্তের স্বার্থে আমরা ধৃত যুবকের নাম প্রকাশ করছি না। মাদক পাচারের এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িয়ে রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কল্যাণীতে অধিকারী কলেজের নতুন সংযোজন প্রণবানন্দ সেবা সদন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতাঃ সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে, এই আপ্ত বাক্যকে সামনে রেখেই জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে নিঃস্বার্থ ও বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার পরিষেবা দিতে কল্যাণীতে উদ্বোধন হলো ডাঃ কে.আর.অধিকারী কলেজ অফ অপটিমেট্রি এন্ড প্যারামেডিকেল টেকনোলজি পরিচালিত প্রণবানন্দ সেবা সদন-এদিন প্রদীপ প্রজ্জলণের মধ্য দিয়ে এই সেবা সদনের শুভ সূচনা করেন পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপ্ত স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ। বিনা ব্যয়ে বিভিন্ন বিভাগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা,রক্তের সুগার ও রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, ই. সি. জি. ফিজিওথেরাপি, বি. এম. আই, পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ক পরামর্শ প্রদান, বিনামূল্যে যথাসম্ভব ঔষধ বিতরণ, বিনা ব্যয়ে চোখের ছানি অপারেশনের ও অপারেশন পূর্ববর্তী চেক আপ শিবির এবং থ্যালাসেমিয়া রোগী ও থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের জন্য রক্তদান শিবিরের মধ্য দিয়ে এই দিনটির শুভ সূচনা ঘটে গেল। এই মহতী কর্মযজ্ঞের এই পরিষেবা জনিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ অলোক কুমার ব্যানার্জি, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক ডঃ বিমলেন্দু বিশ্বাস এবং সহকারী পরীক্ষা নিয়মক ডঃ সুকান্ত মজুমদার, কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক শ্রীকৃষ্ণেন্দু রক্ষিত, স্বামী সঞ্জয় শাস্ত্রী মহারাজ, ডাক্তার কালিপদ বিশ্বাস ও কল্যাণী বিধানসভার বিধায়ক অম্বিকা রায় সহ বিশিষ্ট চিকিৎসকবৃন্দ ও শুভানুধ্যায়ীগণ। প্রনবানন্দ সেবা সদনের চেয়ারম্যান ও ডাঃ কে. আর. অধিকারী কলেজের অধ্যক্ষ-অধ্যাপক ডাঃ তপন কুমার অধিকারী এই কর্মযজ্ঞের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন এবং ভবিষ্যতে কল্যাণী ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির পিছিয়ে পড়া মানুষদের কিভাবে এই সেবা সদনের মাধ্যমে নিঃস্বার্থ ও বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া যায় তারও রূপরেখা বিষয়ে আলোচনা করেন এবং এর সাথে সাথে ভবিষ্যতে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে কিভাবে ভ্রাম্যমান চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায়,সেই সংক্রান্ত সম্পর্কেও ভাবনা-চিন্তা চলছে বলে ঘোষণা করেন ডাক্তার অধিকারী।

খাটের নিচে উপুড় হয়ে শোয়ানো দেহ, পড়ে ছিল কন্ডোম, কসবাকাণ্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ কসবা এলাকার একটি নামী হোটেলকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যকর ঘটনার পর অবশেষে মুখ খুলতে শুরু করেছে তদন্ত। কলকাতা পুলিশের অপরাধ দমন শাখার সক্রিয় ভূমিকায় গ্রেফতার করা হয়েছে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দুই অভিযুক্তকে। তাঁদের হঠাৎ গ্রেফতারি যেমন রহস্য ঘনীভূত করেছে, তেমনই পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে একাধিক নতুন দিক, যা কেসটিকে আরও জটিল করে তুলছে। ঘটনাটি কয়েকদিন আগের। কসবার ওই হোটেলে রহস্যজনক কার্যকলাপের অভিযোগে পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়। হোটেলের ভেতরে যাওয়া-আসা করা কয়েকজনের আচরণ সন্দেহজনক মনে হওয়ায় একটি বিশেষ দল গোপনে নজরদারি চালায়। এরপরই এক রাতে হঠাৎ হোটেলের একটি ঘরে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি, ডিজিটাল ডিভাইস এবং সন্দেহভাজন কিছু সামগ্রী উদ্ধার করে। ঘটনার পর থেকেই দুই ব্যক্তিকে খুঁজছিল পুলিশ। অবশেষে তাঁদের রবিবার গভীর রাতে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেফতার হওয়া দুই অভিযুক্তের নাম রাহিম শেখ এবং বিজয় সিং। তাঁদের মধ্যে একজন দক্ষিণ কলকাতারই বাসিন্দা, অন্যজন বাইরের রাজ্য থেকে এসেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। দু'জনেরই দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন হোটেল চক্রের সঙ্গে যোগ থাকার সন্দেহ রয়েছে। তবে তাঁরা ঠিক কীসের সঙ্গে যুক্ত;বেআইনি ব্যবসা, প্রতারণা নাকি আরও কোনও বড়সড় অপরাধ মূলক চক্র; তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্তকারীদের একাংশের দাবি, হোটেলটিকে কেন্দ্র করে চলছিল কিছু গোপন আর্থিক লেনদেন। গ্রেফতার হওয়া দুইজনের মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক সামগ্রী পরীক্ষা করে সন্দেহভাজন একাধিক কল রেকর্ড, চ্যাট এবং অ্যাকাউন্ট ডিটেলস মিলেছে বলেও জানা গেছে। এর মধ্যে কিছু লেনদেনের তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে পুলিশ। সেই সূত্র ধরে আরও কয়েকজনকে নজরে রাখা হয়েছে। এক পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, 'হোটেল ঘিরে যে অভিযোগ পাওয়া গেছে, তা শুধুমাত্র সাধারণ আইনভঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বড় কোনও চক্র এই হোটেলকে ব্যবহার করত কি না, সে বিষয়েও আমরা খতিয়ে দেখছি। গ্রেফতার হওয়া দুইজনের জেরা থেকে বেশ কিছু তথ্য মিলেছে। আশা করি শিগগিরই ঘটনার মূল চক্র সামনে আসবে।' স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের কথায়, গত কয়েক মাস ধরে ওই হোটেলে অস্বাভাবিক ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। রাত গভীর পর্যন্ত যাতায়াত ছিল সন্দেহজনক। তবে কী ঘটছে, তা সঠিকভাবে বোঝা যাচ্ছিল না। পুলিশের হানা ও গ্রেফতারির পর তাঁদের আশঙ্কাই যে সত্যি, তা স্পষ্ট হচ্ছে। এদিকে, হোটেল কর্তৃপক্ষের দাবি, তাঁরা কোনও বেআইনি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত নন। এক কর্তা জানান, 'আমাদের হোটেলে যে কেউ ঘর নিলে তাঁর নথিপত্র যাচাই করে তবেই রুম দেওয়া হয়। কোনও অতিথি রুমে থাকা অবস্থায় কী করছেন, তা আমরা অনুমান করতে পারি না। পুলিশ তদন্তে সহযোগিতা করা হচ্ছে।' তবে পুলিশের সন্দেহ, হোটেল কর্মীদের কেউ কেউ এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। গ্রেফতার হওয়া দুই অভিযুক্তকে আজ আদালতে তোলা হবে। পুলিশ তাঁদের হেফাজতের আবেদন করবে বলে জানা গেছে। তাঁদের জেরার ভিত্তিতেই এই ঘটনার পরবর্তী স্তরে পৌঁছনোর চেষ্টা করবে তদন্তকারীরা। কসবার এই হোটেল-কাণ্ড এখন শহরে আলোচনার কেন্দ্রে। শুধু একটি হোটেল নয়, এর মাধ্যমে কলকাতায় সক্রিয় কোনও বড়সড় চক্রের খোঁজ মিলবে কি না, সেই দিকেই নজর তদন্তকারীদের। গ্রেফতার থেকে উদ্ধার হওয়া ডিজিটাল প্রমাণ;সব মিলিয়ে তদন্ত যত এগোচ্ছে, চাঞ্চল্যের মাত্রাও ততই বাড়ছে।

নজরে নির্বাচন ! ভিন রাজ্য থেকে ১ হাজার নেতা আনছে বঙ্গ বিজেপি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ কলকাতা শহরের দায়িত্ব নেবে হিমাচলের নেতা। জেলা স্তরেও রয়েছে জোন ভিত্তিক ভাগাভাগি। বছর ঘুরলেই বাংলায় বাজবে ভোটের দামামা। তার আগে কোমর বেঁধে প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছে বঙ্গ বিজেপি। গত কয়েক মাস ধরে দলীয় স্তরে পরপর বৈঠক সেরেছে তাঁরা। শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে জুড়েছে সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা। তবে এটাই শেষ নয়। ভোটের কাজে বাংলায় আরও 'সেনা' আনতে চলেছে গেরুয়া শিবির। সূত্রের খবর, বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে বাংলায় আসছেন বিজেপির ১ হাজার নেতা। এনাদের সেনাপতি বললেও ভুল হবে না। কারণ বঙ্গ বিজেপির প্রতিটি স্তরের সাংগঠনিক ও নির্বাচনী কাঠামোকে পোক্ত রাখার কাজটা তাঁদেরই। কিন্তু কবে আসবেন এই নেতারা? জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকজন নেতা ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছেন। কাজেও লেগে পড়েছেন। তবে তাঁরা মুষ্টিমেয়। তালিকাভুক্ত সিংহভাগ নেতা আসতে চলেছেন ডিসেম্বর থেকে। চেনা মুখ কি থাকছেন? রাজনীতির আঙিনায় তাঁদের পরিচিতি থাকলেও, বাংলা ও বাঙালির কাছে এই নেতারা একটু অচেনা। আর এই অস্ত্রেই তো বরাবর শান দিয়েছে তৃণমূল। বিজেপিকে 'বহিরাগত' বলে দাগাতে এই অচেনা মুখদের আগমনকেই আধার করেছে রাজ্যের শাসকশিবির। অবশ্য, এই নিয়ে বিজেপিরও একটা যুক্তি রয়েছে। তাঁদের সাফ কথা, বিজেপি সর্বভারতীয় দল। সুতরাং ভোট হলে দলের কাজে অন্য রাজ্য থেকে নেতা আসবেন এটাই স্বাভাবিক। আর এই নীতি যে শুধু বাংলা ক্ষেত্রে এমন নয়। সব রাজ্যের একই মডেল। সূত্রের খবর, আসন্ন নির্বাচনে কলকাতা জোনের দায়িত্ব নিতে চলেছেন হিমাচলের নেতা এম সিদ্ধার্থনন ও কর্নাটকের সিটি রবি। উত্তর ২৪ পরগনার মতো গুরুত্বপূর্ণ জেলার দায়িত্বে থাকবেন অন্ধ্রের এন মধুকর, উত্তরপ্রদেশের সুরেশ রানা। মেদিনীপুর জোনের দায়িত্বে থাকছেন উত্তরপ্রদেশের নেতা জে পি এস রাঠোর। এছাড়াও আসতে চলেছেন কৈলাশ চৌধুরী, অনন্ত মিশ্র, অরুন বিন্নাদি, পবন সাই, পবন রানার মতো নেতারাও। আর সর্বোপরি নজরদারির কাজে থাকবেন সুনীল বনশাল, ভূপেন্দ্র যাদবরা। সহযোগিতা করবেন বিপ্লব দেব। তবে এই জোন ভাগাভাগি চূড়ান্ত করেনি গেরুয়া শিবির। প্রয়োজনে সাংগঠনিক স্তরে রদবদল ঘটাতে পারে তাঁরা।

'বাংলা আমাকে আপন করেছে' - অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে গিয়ে আবেগপ্রবণ রাজ্যপাল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ তিন বছরের পথচলার অভিজ্ঞতা শোনাতে গিয়ে আবেগ চেপে রাখতে পারলেন না পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি. ভি. আনন্দ বোস। রাজ্যের বিভিন্ন পর্ব, সংকট, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা, সংঘাত;সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে তাঁর তিন বছরের দায়িত্ব পালন যেন এক মানবিক যাত্রাপথ। ঠিক সেই অভিজ্ঞতাই ভাগ করে নিতে গিয়ে রীতিমতো চোখ ভিজল রাজ্যপালের। নানা রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝেও রাজ্যকে অবিশেষ পরিবারদ হিসেবে দেখার কথাও জানালেন তিনি। সম্প্রতি এক সরকারি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিজের অনুভূ তি প্রকাশ করেন সি. ভি. আনন্দ বোস। বাংলা তাঁকে কীভাবে গ্রহণ করেছে, কীভাবে পাশে দাঁড়িয়েছে; তার কথা বলতে গিয়েই তাঁর কণ্ঠ বুজে আসে। রাজ্যপালের কথায়, 'এই তিন বছরে বাংলার প্রতিটি জেলার মানুষ আমাকে যে স্নেহ দিয়েছেন, সে অভিজ্ঞতা জীবনে কোনওদিন ভুলব না। বাংলা শুধু একটি রাজ্য নয়, আমার কাছে এক আবেগ।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত আধিকারিক, আমন্ত্রিত অতিথি ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সামনে বক্তব্য রাখ তে গিয়ে তিনি জানান, রাজ্যের নানা সংকট;রাজনৈতিক অশান্তি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ;সবকিছুর মধ্যেই সাধারণ মানুষের দৃঢ়তা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। অবাংলার মানুষ প্রতিকূলতার মধ্যেও যে লড়াই করে এগিয়ে যেতে জানে, সেটাই তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি,দ বলেন রাজ্যপাল। রাজনৈতিক উত্তাপ, রাজ্য সরকার ও রাজভবনের সংঘাত;পশ্চিমবঙ্গের গত তিন বছরের রাজনীতিতে ছিল নানা নাটকীয় অধ্যায়। সেই প্রসঙ্গ এড়িয়ে না গিয়েই আনন্দ বোস বলেন, 'গণতন্ত্রে মতবিরোধ থাকতেই পারে। প্রশাসনিক মতপার্থক্যও থাকবে। কিন্তু দিনের শেষে আমরা একই রাজ্যের মানুষ, একই গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করার দায়িত্ব আমাদের সকলের।' তাঁর এই মন্তব্যে উপস্থিত মহলের বহুজনই প্রশংসা করেন। রাজ্যপাল আরও জানান, বাংলার সংস্কৃতি, সাহিত্য, সঙ্গীত ও বৌদ্ধিক ঐতিহ্য তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তিনি বলেন, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল, লালন; এই সংস্কৃতির গভীরতা আমাকে প্রতিদিন নতুন করে ভাবায়। সরকারি কাজে যখনই ক্লান্তি এসেছে, বাংলার সংস্কৃতিই আমাকে শক্তি দিয়েছে।' তাঁর তিন বছরের কর্মকালের উল্লেখ যোগ্য অংশ ছিল ছাত্র-যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ সফর করে ছাত্রদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন তিনি। সেই প্রসঙ্গ টেনে বোস বলেন, 'বাংলার ছাত্রসমাজ অত্যন্ত মেধাবী ও সচেতন। তাঁদের স্বপ্ন, তাদের প্রশ্ন, তাদের উচ্ছ্বাস আমাকে সব সময়ই নতুন দিশা দেখিয়েছে।' রাজ্যপালকে নানা সময়ে বিতর্কের কেন্দ্রে থাকতে হয়েছে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ-বিতর্ক, রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংঘাত; সব মিলিয়ে গত কয়েক বছর কম আলোচনায় যায়নি। তবে সে প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানান, 'বিতর্ক গণতন্ত্রের অঙ্গ। আমি যা করেছি, সংবিধানসম্মত দায়িত্ববোধ থেকেই করেছি। বাংলার উন্নতিই ছিল আমার লক্ষ্য।' এদিনের বক্তব্যে তিনি স্বীকার করেন, বাংলার প্রশাসনিক কাঠামোর সঙ্গে কাজ করা তাঁর জন্য ছিল এক বিশেষ অভিজ্ঞতা। সরকারি আধিকারিক থেকে সাধারণ কর্মী;সবাই যে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন, তা দেখে তিনি অভিভূত হয়েছেন। 'বাংলার সরকারি ব্যবস্থায় দক্ষতার অভাব নেই। দরকার শুধু আরও সমন্বয় ও সদিচ্ছা,' বলে মন্তব্য করেন তিনি। অনুষ্ঠানের শেষে দাঁড়িয়ে সি. ভি. আনন্দ বোস বলেন, 'এই তিন বছর আমার জীবনের বিশেষ একটি অধ্যায়। কোনও রাজনৈতিক বিতর্ক, কোনও চাপ; কিছুই বাংলার প্রতি আমার শ্রদ্ধা কমাতে পারেনি। বাংলা আমাকে আপন করেছে, এই ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না।' রাজভবন ও রাজ্য সরকারের সম্পর্ক নিয়ে জল্পনা যতই থাকুক, রাজ্যপালের এই আবেগমথিত বক্তব্য রাজ্যের রাজনৈতিক মহলেও বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। সরকারিভাবে কেউ মন্তব্য না করলেও রাজনৈতিক মহলের মতে, 'রাজভবনের পক্ষ থেকে এমন নরম সুরের সুরাহা সাম্প্রতিক সময়ে বিরল।'

মহিষমারিতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার এক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর ঃ সামনে বিধানসভার নির্বাচন। আর তার আগে আবার বড়সড় সাফল্য পেল জয়নগর থানার পুলিশ।বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে এস আই বলরাম মন্ডল, এস আই শুভংকর করণ ও এ এস আই প্রবীর বিশ্বাস ও তাদের টিম জয়নগর থানার মহিষমারির সেখ পাড়ার বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় স্থানীয় বাসিন্দা আলি হোসেন মোল্লা,বয়স ৩৭ বছর, তার বাড়ির পিছনের একটি পুকুরের নিচে অবৈধভাবে আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রাখা আছে।পুলিশ আলি হোসেনের বাড়িতে গিয়ে তাকে দীর্ঘ সময় জিজ্ঞেসাবাদের পরে তার বাড়ির পিছনের পুকুরের তলদেশ থেকে একটি উন্নত মানের সিঙ্গেল ব্যারেল পাইপ গান উদ্ধার হয়। এর পরেই পুলিশ আলি হোসেন মোল্লাকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে।ধৃতকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ।ধৃতকে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করেছে পুলিশ।ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় জয়নগর থানার পুলিশ।

লিলুয়ার ভট্টনগরে জলযন্ত্রণা চরমে, রাস্তা অবরোধ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নিম্নচাপের প্রভাব কেটে গিয়েছে বহু আগেই। আকাশ পরিষ্কার, বৃষ্টি নেই। কিন্তু রাস্তায় জমে থাকা জলের স্তর যেন সেই বৃষ্টির স্মৃতি আঁকড়ে বসে আছে এখনও। আর সেই 'অবিরাম' জলযন্ত্রণাই নাজেহাল করে তুলেছে হাওড়ার লিলুয়ার ভট্টনগরের বাসিন্দাদের। দিনের পর দিন জলমগ্ন রাস্তায় হাঁটাচলা থেকে শুরু করে যাতায়াত;সবেতেই জনজীবন বিপর্যস্ত। দুর্ঘটনার আশঙ্ক্ষা তো রয়েছেই। বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও মিলছিল না কোনও সদুত্তর। ফলে রবিবার ক্ষোভ উগরে দিয়ে রাস্তায় নেমে এলেন এলাকার মানুষ। পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন তাঁরা। ভট্টনগরের মানুষের অভিযোগ, গত কয়েক দিনের টানা বৃষ্টিতে এলাকা প্লাবিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরও জল নামছে না রাস্তাগুলির উপর থেকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, অন্তত একাধিকবার পুরসভাকে ফোন করা হয়েছে। চলে গিয়েছে লিখিত অভিযোগও। তবুও পরিস্থিতির কোনও বদল হয়নি। গর্তভরা রাস্তার উপর জমে থাকা নোংরা জলকে পাশ কাটিয়ে পথ চলাই তাঁদের কাছে এখন রীতিমতো চ্যালেঞ্জ। বাধ্য হয়েই এদিন সকালে বাঁশ ফেলে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সেই বিক্ষোভের দাপটে যানজট ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। এদিন খবর পেয়ে বালি পুরসভার কর্মীরা ভট্টনগরে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছেই স্থানীয়দের তীব্র ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাঁদের। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, কথার কথা বলে পুরসভা বারবার ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দিলেও স্থায়ী কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ঘরে-বাইরে জল জমে থাকার ফলে বাড়িতে বয়স্ক মানুষ থেকে শুরু করে শিশুদের চলাফেরা পর্যন্ত ব্যাহত হচ্ছে। গত সপ্তাহেও একই সমস্যার জেরে লিলুয়ার বিভিন্ন এলাকায় তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। সেদিন জলজমা রাস্তায় বাইক পিছলে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন এক আরোহী। বাইক থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন তাঁর শিশুসন্তানও। সেই ঘটনা এলাকাবাসীর ক্ষোভকে আরও উস্কে দিয়েছিল। তার পরেই বালি পুরসভার তরফে কাজ শুরু হয় বটে, কিন্তু বাস্তবে পরিস্থিতির উল্লেখ যোগ্য উন্নতি হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। স্থানীয়দের বক্তব্য, এলাকাজুড়ে ড্রেনেজ ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা দীর্ঘ দিনের। বড় নালা পরিষ্কার না হওয়ায় প্রবল বৃষ্টিতে জল নামতে সময় লাগছে। তার পরেও পুরসভা বা কেএমডিএ সময়মতো সংস্কার কাজ না করায় এই দুর্ভোগ নতুন কিছু নয়। বিশেষত লিলুয়ার বিভিন্ন অংশে নিত্যদিনই ছোট-বড় দুর্ঘটনার খবর মিলছে। তবু স্থায়ী সমাধান নিয়ে প্রশাসন সেভাবে তৎপর হয়নি। বিক্ষোভের খবর পেয়ে শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর বিক্ষোভকারীরা অবরোধ ওঠাতে রাজি হন। তবে তাঁদের দাবি;শুধুমাত্র আশ্বাসে নয়, দ্রুত কাজের ফল দেখতে চান তাঁরা। বালির বিধায়ক তথা বালি পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান রানা চট্টোপাধ্যায় এদিন জানান, সমস্যার প্রকৃত কারণ দীর্ঘ দিন ধরে সংস্কার না হওয়া ২ কিলোমিটার দীর্ঘ মহানালা। তিনি বলেন, ''মহানালাটি বহু বছর ধরেই অবহেলিত। ফলে জল বেরতে সময় লাগছে। কেএমডিএ ইতিমধ্যেই নালাটি সংস্কারের কাজ শুরু করেছে।'' পাশাপাশি জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে বালি, বেলুড় ও লিলুয়ার মোট ৭৬টি রাস্তা সংস্কারের অনুমোদন মিলেছে। সেসব কাজও দ্রুত শুরু হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

পুরোহিত দর্পণ শিক্ষালয়ের চতুর্থ বর্ষ মহামিলন সভা

দুরন্তবার্তা, দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ ঃ রবিবার ছুটির দিন দিনভর নবদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চল কেশবজি গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হয় পুরোহিত দর্পণ শিক্ষালয়ের চতুর্থ বর্ষ মহামিলন সভা। তন্ত্র ও বৈদিক শিক্ষার একমাত্র বিশ্বস্ত অনলাইন প্রতিষ্ঠান পুরোহিত দর্পণ শিক্ষালয়ের মহামিলন সভায় যোগ দিতে কেশবজি গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হয়েছিলেন পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর সহ বিভিন্ন জেলার প্রায় শতাধিক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী। এদিন মহামিলন সভা সমাপ্ত হতেই ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে সফল শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি গোরাচাঁদ পাল জানান,সনাতন ধর্মের শাস্ত্র তা আজ অবলুপ্তের পথে। সে কারণেই নবদ্বীপের মতন একটি তীর্থক্ষেত্রকে বেছে নেওয়া হয়েছে মহামিলন সভার জন্য। তিনি বলেন, যেখানে চৈতন্য মহাপ্রভুর মতন একজন মহান পন্ডিত জন্মগ্রহণ করেছেন। যে মহান পন্ডিতের বিশ্বজোড়া খ্যাতি। সেই স্থানে বিভিন্ন জেলা থেকে আসা প্রতিষ্ঠানের শতাধিক শিক্ষার্থীকে নিয়ে এদিনের মহামিলন সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ একজন দক্ষ পুরোহিত গঠন করা। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি গোরাচাঁদবাবু জানান,একজন ব্রাহ্মণের পুজো করতে সঠিক মন্ত্র উচ্চারণ করা। তেমনি একজন অব্রাহ্মণেরও বুঝে নেওয়া ব্রাহ্মণ সঠিক মন্ত্র উচ্চারণ করছেন কিনা। সে কারণেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র প্রত্যেককেই এই প্রতিষ্ঠানে অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা হয়। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে বলে জানান প্রতিষ্ঠানের সভাপতি গোরাচাঁদ পাল।

বাংলাদেশি প্রবেশকারীর নতুন বিতর্ক! ফের স্ক্যান্ডাল লাভলি খাতুনকে ঘিরে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ হরিশ্চন্দ্রপুরের বিতর্কিত নেত্রী লাভলি খাতুনকে ঘিরে ফের উত্তাপ বাড়ল মালদহে। মাত্র আট বছরের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে এপার বাংলায় ঢুকে জনপ্রতিনিধি হওয়ার পর থেকেই নানা অভিযোগে জড়িয়ে পড়েছেন তিনি। একদিকে জাল ওবিসি শংসাপত্রের ভিত্তিতে প্রধান হতে পারার অভিযোগ, অন্যদিকে 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী' পরিচয় ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক তরজা। এবার সেই লাভলিকে কেন্দ্র করেই এসআইআর চলাকালীন নতুন করে ছড়াল বিতর্ক। প্রশ্ন উঠছে; যাঁর বিরুদ্ধে পুশব্যাকের দাবি উঠেছিল, তিনি আবার কোন পরিস্থিতিতে এ্যানুমারেশন ফর্ম পূরণ করলেন? সূত্রের খবর, রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫৩ নম্বর বুথে লাভলি খাতুনের এ্যানুমারেশন ফর্ম আপলোড ও ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে। অথচ বহুদিন ধরেই দাবি ছিল, তিনি বাংলাদেশি নাগরিক নাসিয়া শেখ, যাঁকে ভারতে ঢোকার জন্য পুশব্যাক করা উচিত। এস. আই. আব. চলাকালীন এই ঘটনা সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে যায় প্রশাসন ও রাজনৈতিক মহলে। আরও চাঞ্চল্য বাড়িয়েছে বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) মুজিবর রহমানের বক্তব্য। তিনি জানিয়েছেন, লাভলি তাঁর বাড়িতে গিয়ে ফর্ম পুরণ করিয়ে নিয়ে যান এবং তাঁকে দিয়ে আপলোড করিয়ে নেন। পরিস্থিতি বুঝে তিনি কার্যত বাধ্য হয়েই ফর্ম আপলোড করেছেন বলে দাবি করেছেন মুজিবর। এ নিয়ে প্রশাসনকে ইতিমধ্যেই তিনি জানান। ফলে ফের প্রশ্ন, সরকারি নথিপত্র এবং তদন্ত চলাকালীন কীভাবে তাঁর এ্যানুমারেশন ফর্ম আপলোড হল? লাভলি খাতুনের তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে লাভলির বিরুদ্ধে অভিযোগ নতুন নয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ;আসল নাম নাসিয়া শেখ। বাড়ি বাংলাদেশের কোনও জেলায়। অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের পর একাধিক জাল নথি তৈরি করে ভারতীয় নাগরিকের পরিচয় নেন তিনি। এরপর ভোটে দাঁড়িয়ে ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতীকে জয়লাভ করেন। পরবর্তীতে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়ে রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদে বসেন। প্রধান পদটি ছিল ওবিসি মহিলা সংরক্ষিত। অভিযোগকারীদের দাবি, তাঁর ওবিসি শংসাপত্রটিও ছিল জাল। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই তৎকালীন চাঁচোল মহকুমা শাসক শৌভিক মুখোপাধ্যায় তদন্ত শুরু করেন। লাভলিকে শোকজ নোটিশ পাঠিয়ে তিনি জানতে চান, ওবিসি শংসাপত্র জাল প্রমাণিত হলে কেন তাঁর প্রধান পদ বাতিল হবে না। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে লাভলি কোনও জবাব দেননি। এরপরই মহকুমা শাসক তাঁর সদস্যপদ খারিজের নির্দেশ দেন। ব্লকের বিডিও উপ-প্রধানকে চেয়ার্ম্যানের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। এদিকে অভিযোগকারীদের বক্তব্য, ২০১৫ সালে লাভলির ভোটার কার্ড তৈরি হয়, ২০১৮ সালে জন্ম সার্টিফিকেট। সেই নথিতে বাবার নাম দেখানো হয় শেখ মুস্তাফা। কিন্তু তাঁদের দাবি, নাসিয়ার বাবার আসল নাম জামিল বিশ্বাস। ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্ট্রারেও শেখ মুস্তাফার পরিবারে লাভলির কোনও অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ নথি জাল করেই তিনি 'মিথ্যে' বাবার পরিচয়ে সরকারি কাগজপত্র সংগ্রহ করেছেন। অভিযোগ ওঠে, তাইকে আদালতে ডাকা হলেও ওই মুস্তাফা কখনও হাজির হননি। বছর খানেক ধরে মামলা চলার পর তাঁর ওবিসি শংসাপত্র বাতিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রধানের পদও খারিজ হয়ে যায়। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এসআইআর চলার মাঝে নতুন বিতর্ক মালদহের রাজনৈতিক পরিবেশকে আরও গরম করে তুলেছে। জেলাজুড়ে এখন একটাই প্রশ্ন; একদিকে অভিযুক্ত 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী', অন্যদিকে সরকারি প্রক্রিয়ার মধ্যে তাঁর নাম উঠে আসছে কীভাবে? প্রশাসন নাকি শাসকের প্রশ্রয়ে তিনি সুবিধা পাচ্ছেন? নাকি বিএলও,র উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে? এসব প্রশ্নের উত্তর এখনও অজানা।

ভবানীপুরে শুরু এসআইআর, নেই কোনও বিজেপি কর্মী !

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরে রাজ্য সরকারের এস. আই. আর. কর্মসূচি শুরু হলেও চোখে পড়ছে না বিজেপি কর্মীদের কোনও অংশগ্রহণ। এমন পরিস্থিতিতে দক্ষিণ কলকাতার এই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে রাজনৈতিক তরঙ্গ ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। শাসকদল বনাম বিরোধী শিবিরের দ্বন্দ্ব যেন আরও একবার সামনে এসে পড়ল প্রশাসনিক কর্মসূচির আড়ালে। সূত্রের খবর, শিশুদের টিকাকরণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্পন্ন করতে রাজ্য জুড়ে যে এস. আই. আর. অভিযান চলছে, তার অংশ হিসেবেই ভবানীপুরে শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রচার ও মাঠপর্যায়ের কাজ। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব, স্বাস্থ্যকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ির কর্মী থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়; এই কর্মসূচিতে বিজেপির কোনও ভূমিকা নেই বলেই জানা যাচ্ছে। ভবানীপুরের বহু ওয়ার্ডে ঘুরে দেখা গিয়েছে, টিকাকরণ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে দরজায় দরজায় প্রচার চলছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা স্থানীয় মানুষকে বোঝাচ্ছেন শিশুদের বুস্টার ডোজ এবং নিয়মিত টিকাকরণের গুরুত্ব। এ ছাড়া বস্তি এলাকা এবং ঘনবসতিপূর্ণ পাড়াগুলিতে টিকাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, যাতে কোনও পরিবার বাদ না পড়ে। সব মিলিয়ে প্রশাসনিকভাবে কার্যক্রম বেশ জোরদার। কিন্তু বিরোধী শিবিরের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে রাজনৈতিক মহলে। বিজেপির একাধিক স্থানীয় নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ''এসআইআর-এর মতো জনস্বাস্থ্য কর্মসূচিতে আমরা বাধা দিই না। তবে এখানে আমাদের কাউকে কিছু জানানো হয়নি।প্রশাসনিক প্রস্তুতি ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আমাদের কাছ থেকে কোনও সহযোগিতা চাওয়া হয়নি।'' তাঁদের অভিযোগ, ভবানীপুরে সবকিছু তৃণমূলের দলগত কর্মসূচির মতো করে পরিচালনা করা হচ্ছে। ফলে বিরোধীদের কোনও জায়গা নেই। অন্য দিকে, তৃণমূল কংগ্রেস-এর পাল্টা বক্তব্য; এটি জনস্বার্থের কাজ। রাজনৈতিক রং না লাগিয়েই করা হচ্ছে। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, ''যে কেউ চাইলে অংশগ্রহণ করতে পারেন। বিজেপি চাইলে আসুক, কোনও বাধা নেই।'' দলের এক কর্মী বলেন, ''আমরা মানুষের কাজ করছি। বাচ্চাদের টিকা নিয়ে রাজনীতি করলে চলবে না।'' ভবানীপুরের বাসিন্দাদের একাংশও বিভ্রান্ত।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩৬০, সংখ্যা, সোমবার ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

অমর শহিদ সত্যেন্দ্রনাথ

ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুঞ্জয়ী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এই বাংলার মাটিতে অনেক বীর দামাল ছেলেরা জন্ম নিয়েছেন। সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য নিজের জীবনকে মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচন এর জন্য বলিদান দিয়েছিল। তাদের মধ্যে সেই মহান বিপ্লবী আর কেউ নন তিনি হলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। সত্যেন্দ্রনাথ বসু তার জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন রাজনারায়ণ বসু ও অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ এন্ট্রাস পাশ করেন মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৯৭ সালে। ১৮৯৯ সালে এফ এ পাশ করেন মেদিনীপুর কলেজ থেকে। বি.এ পড়ার জন্য কলকাতা সিটি কলেজে ভর্তি হন, কোন এক কারণে পরীক্ষা দিতে পারেনি। তার অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রনাথ এবং রাজনারায়ণ বসুর প্রভাবে মেদিনীপুরে ১৯০২ সালে একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠেছিলো। সেই সংগঠনের নেতা ছিলেন হেমচন্দ্র দাস কানুনগো এবং সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তার সহকারী। সত্যেন্দ্রনাথ বসু ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ছাত্রভাণ্ডার গড়ে তোলেন। সেখানেই তাঁত, ব্যায়ামচর্চা ইত্যাদির আড়ালে বিপ্লবীদের ঘাঁটি তৈরি হয়। ক্ষুদিরাম তারই নির্দেশে সোনার বাংলা শীর্ষক বিপ্লবাত্মক ইশতেহার বিলি করে ধরা পড়েন। পরে আলিপুর বোমা মামলা জড়িত থাকায় গ্রেপ্তার করা হয় সত্যেন্দ্রনাথকে। বিচারে নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হলে তাকে মারার পরিকল্পনা করেন বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু। সত্যেন্দ্রনাথ বসু বুদ্ধি করে নরেন গোঁসাইকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে ও নরেন গোঁসাইকে গোপনে খবর দেয় আমি রাজসাক্ষী হতে রাজি। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিবৃতি দেবেন। নরেন খবরটা অপরওয়ালা পুলিস কতৃপক্ষের কাছে জানিয়ে ছিলেন ও তারা সত্যেন্দ্রনাথ বসুর এই আর্জিকে মঞ্জুর করেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু, নরেনের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললেন। নরেনের উৎসাহের শেষ নাই। শেষ অব্দি সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতো বিপ্লবী যদি রাজসাক্ষী হয় তাহলে আর ভাবনা কিসের। সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই দিনটির প্রতিক্ষাতেই ছিলেন। কানাইয়ের সঙ্গে শেষ মুহূর্তের পরামর্শ করে নিলেন। ডিসপেনসারির মধ্যেই এই কাজটা করতে হবে। ঠিক হল কলাইলাল দত্ত সেখানে পৌঁছে যাবেন দাঁত মাজার অছিলায়। সশস্ত্র অবস্থায় থাকবেন। যথা সময়ে অপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। নরেনকে দেখে কানাইলাল বারান্দায় চলে গেলেন। কান সজাগ রাখলেন ঘরের ভিতর। ঘরের ভিতর কথা হচ্ছে, ঠিক তখনই সত্যেন্দ্রনাথ বসু নরেনকে গুলি চালায়। গুলিটি লাগলো উরুতে গুলিবিদ্ধ, নরেন গোঁসাই আর্তনাদ করে ঘর থেকে ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে ধরার জন্য হিগিনস ছুটে এলেন, সত্যেন্দ্রনাথ এর গুলি এসে হিগিনসকে বিদ্ধ করলো। এই হিগিনস হচ্ছেন নরেন গোঁসাই এর গার্ড। এতে নরেন পালাতে চেষ্টা করে, দেখে ফেলেন কানাইলাল দত্ত তার পশ্চাৎধাবন করলেন। হাসপাতালের গেট পার হয়ে নরেনের কাছাকাছি পৌঁছে কানাইলাল গুলি করতে শুরু করেন। গুলি খেয়ে নরেন স্নানঘরের পাশে নর্দমার মধ্যে হামাগুড়ি খেয়ে পরে গেলেন। আরো এক নরেনের দেহরক্ষী লিন্টন কানাইলালকে ধরতে যান, কানাইলালের গুলিতে লিন্টনের কপালের চামড়া ঝরে যায়। সত্যেন্দ্রনাথ এগিয়ে এলেন, দুজনে শেষ গুলিটি অব্দি নরেনের ওপর বর্ষণ করেন। সব মিলিয়ে তারা ৯টি গুলি চালান। জেলের পাগলা ঘুন্টি বেজে উঠল, সশস্ত্র পুলিস বাহিনী এগিয়ে আসেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কানাইলাল দত্তকে বন্দি করেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও তার বন্ধু কানাইলাল দত্তের বিচারের পালা। বিচারে তাদের ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। ১০ই নভেম্বর ফাঁসি হলো কানাইলাল দত্তের। আর বাকি রইল ২২শে নভেম্বর সত্যেন্দ্রনাথ বসুর দিন। ফাঁসির কয়েক দিন আগে হেমচন্দ্র তাঁকে দেখতে আসেন।

সঙ্গীত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস

গানের টানে বাড়ি ছেড়েছিলেন জমিদার বংশের ছেলে। তারপর ইতিহাস। বাংলার গণসঙ্গীত, শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির গান, শ্রেণিসংগ্রামের চেতনা; এই সবকিছু যেন এক প্রাণ, এক কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গানে। তিনি ছিলেন কেবল শিল্পী নন; ছিলেন সংগ্রামী, পথিক, মানুষের অধিকার রক্ষার কণ্ঠস্বর। লোকসংগীতকে ভিত্তি করে যে গণসঙ্গীতের ধারা আজও আন্দোলন-সংগ্রামে প্রেরণা জোগায়;তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার তিনি। ১৯১২ সালের ১৪ ডিসেম্বর বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট জেলার মিরাশী গ্রামে জমিদার পরিবারে জন্ম তাঁর। বাবা হরকুমার বিশ্বাস ও মা সরোজিনী দেবী। পরিবারে গান-বাজনার তেমন চল না থাকলেও শিশুকাল থেকেই সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অদম্য টান ছিল। সময়ের সাথে সাথে সেই টান পরিণত হয় সংগ্রামের সুরে, মানুষের মুক্তির গানে। হবিগঞ্জ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে ভর্তি হন শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজে। স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল সময় তাঁকে টেনে নেয় বিপ্লবী চেতনার ভেতরে। ১৯৩২ সালে যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টির কাজে। ১৯৩৫ ও ১৯৪৮ সালে দু'বার কারাবরণ করেন। কারাবন্দী অবস্থায় যক্ষায় আক্রান্ত হয়ে মুক্তি পেলেও তাঁর ভিতরের আগুন নিভে যায়নি। ১৯৩৮,৩৯ সালে বিনয় রায়, নিরঞ্জন সেন, দেবব্রত বিশ্বাস প্রমুখের সঙ্গে গঠন করেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। এই সংগঠনের গানের সুরকার হিসেবে স্বাধীনতার আগেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন প্রধান পথপ্রদর্শক। ১৯৪২ সালে প্রথম কলকাতা আগমন প্রগতিশীল শিল্পীদের আমন্ত্রণে। তাঁর গান তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে শান, কিষাণ ভাই তোর সোনার ধানে বর্গী নামে;তখন আসাম ও বাংলায় বিপুল আলোড়ন তোলে। লোকসঙ্গীত থেকে গণসঙ্গীত;এক ধারা থেকে অন্য ধারায় উত্তরণ। বাংলার ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, ঝুমুর, বাউল, জারি-সারি;এসব লোকধারাকে তিনি মিশিয়েছেন নতুন রাজনৈতিক চেতনায়। জনমানুষের জীবনের সুর, নদী-প্রকৃতি তাঁর সুরে স্থান পেয়েছে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

সৎ সঙ্ঘ মানেই হল সত্যের প্রকাশ। যারা সত্যে বিশ্বাসী এবং ভক্তিবাদে বিশ্বাসী তাদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে সৎ সঙ্ঘ। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে হয় না।

নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, সৎ সঙ্ঘ মানেই হল সত্যের প্রকাশ। যারা সত্যে বিশ্বাসী এবং ভক্তিবাদে বিশ্বাসী তাদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে সৎ সঙ্ঘ। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা কর।

মৈয়মনসিংহের মাঝি-মল্লা এবং চাষাদের গান সংগ্রহ করে আচার্য দীনেশ চন্দ্র বাংলাকে সমৃদ্ধ করেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

বাংলার হাজার বছরের লোক সাহিত্য সংরক্ষণের অভাবে এবং অনাদর অবহেলায় গহবরে হারিয়ে যাচ্ছে, এমনকি হারিয়েও যেতে শুরু করে ছিল অমূল্য লোক সাহিত্য, শিল্প সম্ভার, সামগ্রী। সে সব পুনরুদ্ধারের জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আকুল প্রচেষ্টায় যে কতজন লোকশিল্প লোক সাহিত্যের নিবেদিত প্রাণ অগ্রণী তিনি ছিলেন 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ সেন্টারের অধ্যাপক। এসব দীনেশ চন্দ্র সেনের একাডেমিক কর্মকান্ডের বিষয়। সেই নিরিখে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কর্মকর্তা হিসাবে সফল ব্যক্তি তিনি।

কিন্তু দীনেশচন্দ্র কেবল এজন্যই স্মরণীয় নন। তাঁকে বাঙালি মনে রেখেছে তাঁর বিপুল সংগ্রহ,সৃষ্টির মহত্ত্বে ও মহিমার জন্য। বিশেষভাবে তাঁর অমর সৃষ্টি বঙ্গ

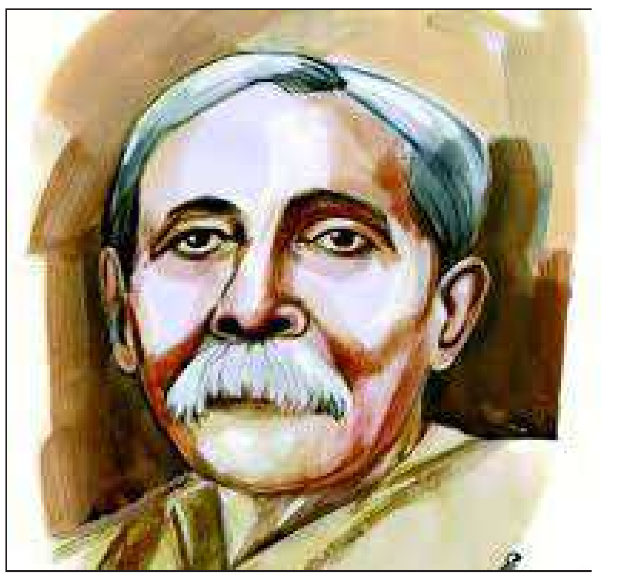

ভুমিকায় অবতীর্ণ তাঁদের অন্যতম আচার্য ড. দীনেশ চন্দ্র সেন। অকল্পনীয় ও সাধ্যাতীত শ্রম, মেধা ও মননশীলতা সর্বোপরি পূর্ণ প্রণোদনায় বাংলার প্রত্যন্ত জনপদে ঘুরে ঘুরে দীনেশ চন্দ্র সেন উদ্ধার করে প্রকাশ করেছিলেন। এর ফলে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়।

সেই বদান্যতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস অসম্পুর্ণ হতে বাধ্য যদি আমরা কোনদিন আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেনকে ভুলে যাই। বিশ্ববিদ্যালয় পঠন-পাঠন পর্যায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের তিনি একজন স্থপতি। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শুভারম্ভ 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে'র জন্য একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। বৃটিশ শাসিত পরাধীন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যকে সগৌরবে প্রতিষ্ঠার গৌরব অবশ্যই প্রাপ্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের। যে জন্য তাঁর মর্মরমূর্তির পাদদেশে লেখা হয় ''যব ঢ়ষধপব ড়ভ যরং সড়ঃযবৎ রহ ঃযব ংঃবঢ়-সড়ঃযবৎং ঐধষষ'' এরই উদ্যোগে ও আহবানে দীনেশচন্দ্র যোগ দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, যা আজ দেড়শ বছর ছাড়িয়ে যাওয়া গৌরবময় ইতিহাস। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে পরীক্ষকরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন তিনি চেয়েছিলেন। ১৯০৯-এ তাঁকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এরপর তিনি 'রীডার' রূপে নিযুক্ত হন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভাষা ও সাহিত্য(১৮৯৬) যা ভাষা ও সাহিত্যের যথাযথ ইতিবৃত্ত। তাঁর যে আগে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হয়নি এমন নয়।

বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বাঙালির জীবনে আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেনের আবির্ভাব এক পরম গৌরবের বিষয়। বাংলা সাহিত্য ইতিহাস রচনা যজ্ঞের তিনিই যথার্থ অর্থে আদি পুরোহিত। বাংলা ভাষার সাহিত্য, ইতিহাস রচনার অস্ফুট প্রভাতে, কুয়াশামলিন অপ্রকাশ মুহুর্তে দীনেশ চন্দ্র প্রভাত সূর্যের আলোক রশ্মি বিকিরণ করলেন। বাংলার অবহেলিত উপেক্ষিত লোক সাহিত্যকে প্রাণের টানে হৃদয়ে সশ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত করে বাংলার ঘরে ঘরে তার রসপ্রবাহকে পৌঁছে দিয়েছেন। ময়মনসিং গীতিকা সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে দীনেশ চন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বলেছেন, ''আমি শক্তিহীনের মত যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন গ্রীকে ভাস্করাচার্য ফিডিয়াসের মত স্মৃতি মনোমন্দিরে পূজা করিব।''

সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি জেনে নির্ধারিত তার ঐতিহাসিক ধারনা। সারা বিশ্বে প্রাচীন এই ভাষার ইতিহাস ও ইতিহাস নির্ভর মুল্যায়ন যারা করেন তাঁরা অবশ্যই বিদ্যা তত্ত্বজ্ঞ বিশারদ। দীনেশ চন্দ্র সেন বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ সাহিত্য ইতিহাসকার। তার আগে বাংলা সাহিত্য ইতিহাস রচনার প্রস্তুতি ও প্রয়াস দেখা দিলেও তা পূর্ণাঙ্গরূপ পায়নি। দীনেশ চন্দ্রের বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যদ সেই প্রত্যাশা পুরনের প্রতিশ্রুতি পালন করেছে। সাহিত্য নিয়ে যারা কাজ ত্রিমাত্রিক রূপরেখায় কাজ করেন তাদের কাছে গ্রন্থটি আকড় ধাঁচের উপযোগী গ্রন্থ।

বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে দীনেশ চন্দ্র দেখা দিয়েছেন রাজকীয় গৌরবে, জীবনাবেগের অতন্দ্র প্রাচুর্যে। রবীন্দ্রনাথের পর দীনেশ চন্দ্র সেনই প্রথম ব্যক্তি যিনি অদম্য উদ্যম ও আন্তরিকতায় লোক সাহিত্যের বিলুপ্ত অধ্যায় আবিস্কার করেন। বাংলার লোকসাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি অদম্য প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। দীনেশ চন্দ্র গীতিকা গুলিকে প্রকাশ করেন। এর বাংলা সংস্করণ মৈয়মনসিংহ গীতিকা প্রথম খন্ড দ্বিতীয় সংখ্যা নামে মুদ্রিত হয় ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে। প্রথম খন্ডের উল্লেখযোগ্য গীতিকা গুলি হল-মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, কঙ্ক ও লীলা প্রভৃতি। পূর্ববঙ্গ গীতিকার দ্বিতীয় খন্ডে, দ্বিতীয় সংখ্যায় চৌদ্দ খানা গীতিকা স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে-ধোপার পাট, মইষাল বন্ধু, কাঞ্চন মালা, ভেলুয়া উল্লেখযোগ্য। পূর্ববঙ্গ গীতিকার তৃতীয় ও চতুর্থ খন্ডে মঞ্জুর মা, ভেলুয়া হাতীখেদা, আয়না বিবি, শীলা দেবী, মুকুট রায়, জিরালনী প্রভৃতি গীতিকার নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলা লোক সাহিত্যের এই অমূল্য উপাদানে লোক আঙ্গিকের বিজয়, মৌলিক রূপরেখার রচনাকারীর সত্যিকারের হদিস মিলেনি।

মৈমনসিংহ গীতিকায় স্থান করে নেয়া পালাগুলো উদ্ধারে ড. দীনেশ চন্দ্র সেন প্রত্যন্ত গ্রামীণ জনপদে চষে বেড়িয়েছেন। আজও লোকমুখে শুনা যায় প্রত্যন্ত পল্লী -গ্রাম মস্কা, গোরালীর মত কত গ্রামে তিনি তাঁর গবেষণা কর্মের তাবু ফেলেছিলেন। লোকমুখে যে গীতিকার কাহিনীগুলো প্রচলিত ছিল তা তিনি ধৈর্য সহকারে শুনে শুনে বাণীবদ্ধ অতঃপর লিপিবদ্ধ করে পাণ্ডুলিপি রচনা করেছিলেন। এ সমস্ত পাণ্ডুলিপি ছাপার আগে বার বার বয়ানের সাথে মিলিয়ে নিয়ে অবিকৃতভাবে গ্রন্থগত করা হয়েছিল। তাতে যতি ও মাত্রা চিহ্ন ব্যবহারে দীনেশ চন্দ্র সেনের মুন্সিআনা রয়েছে। একাধিক গায়ক এই গীতিকাগুলো পরিবেশন করতেন বলে তাদের নিয়েও তিনি পান্ডুলিপি রচনার পূর্বে সমন্বয় করে ছিলেন এবং পূর্ণ অবয়বদান করে চুড়ান্ত সফলতা লাভ করতে পেরে ছিলেন।

ড.দীনেশচন্দ্রের লেখা ময়মনসিংহ গীতিকা (পূর্ব বঙ্গ গীতিকা) এক অপূর্ব শিল্প সৌকর্যম-িত মাধুর্য্য মন্ডিত গ্রন্থ। চার খন্ডে প্রকাশিত পুস্তকটি বাংলা লোক সাহিত্যের লোক উপাচারের অনন্য সম্ভার হিসেবে প্রত্যেক সাহিত্য প্রেমিককে আকর্ষন করে। পালাগুলো যেন বাঙালিদের মৌরশী অমূল্য সম্পদরাজী প্রস্তুকটি পদ্য ছন্দে রচিত। দীনেশ চন্দ্র বলেছেন, ময়মনসিংহ গীতিকার আমরা বাংলা ভাষায় স্বরূপটি পাইতেছি।

দীনেশ চন্দ্র সেন একদিকে ছিলেন লোকসাহিত্যের হৃদয় রথে জারিত এক অভুতপূর্ব শিল্প লেখক অন্য দিকে এক অক্লান্ত ও সুশৃঙ্খল ভাবে ধারণের অতন্দ্র সংগ্রাহক। তিনি জানতেন সেই শিক্ষিতেরা লোক সাহিত্য সংগ্রহ কার্যে নানা ক্রটি-বিচ্যুতি করবে। কেননা লোক সাহিত্য গ্রামীন কিংবা আঞ্চলিক ভাষায় রচিত। গুরুগম্ভীর ভাষা গ্রামীন সমাজে অনেকটা দূর্ভেদ্য। সর্গীয় পান্ডিত্য পূর্ণ ভাষা এখানে অনেকটা অচল। দীনেশ চন্দ্র সেন সেইটুকু অনুভব করতে পেরে ছিলেন।

তঅশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোকেরা পান্ডিত্যপূর্ণ ভাষা বুঝেন না। কিন্তু তাহাদের অন্তরেও আনন্দ, বেদনা, প্রেম, বিরহ, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি ভাবের ক্রিয়া -প্রতিক্রিয়া,উচ্ছ্বাস বয়ে যায়। আনন্দ এবং দুঃখের আতিশয্যে কথায় সুব আসে, সেই সুরই গান ও বেদ, রাগ-বাগিনীতে ভরিয়াছিল। তাই তিনি নিরক্ষর চাষা, অর্ধ শিক্ষিত ভদ্রলোক যারা লোকগানের সমঝদার, তারাই এই কার্যের উপযুক্ত বলে ধারণা যেমন করেছিলেন তেমনিভাবে তা সঠিক বলে বিবেচিত হয়েছিল।

আচার্য্য দীনেশ চন্দ্র সেন বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার প্রবাদ পুরুষ। তার অদম্য সাহস, মনোবল আর প্রতিভা অনন্য ও অসাধারণ। তার বিদ্যাচর্চা বিলাস নয়, প্রাণের গভীর টান, জীবনের মহৎ তৃষ্ণা, মহা কালের সোনার তরীতে সোনার ধান তুলে দেওয়ার সৌভাগ্য সকলের হয় না। যাদের হয় তারা পৃথিবীর মায়ের অমর সন্তান। দীনেশ চন্দ্র সেন পৃথিবী মায়ের সেই অমর সন্তান, অমৃতের পুত্র। কবির ভাষায়- এ পৃথিবী একবারই পায় তারে পায় নাকো আর।

দীনেশচন্দ্র সেন যুগবিভাজন করে তাঁর ভাবনা ও বক্তব্যকে সুপরিস্ফুট করেছেন। সেজন্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছিলেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামের গ্রন্থরচনা আসলে আবিস্কার। বিস্মিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখে ছিলেন তপ্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বলিয়া এত বড়ো একটা ব্যাপার আছে তাহা আমরা জানিতাম না। বলা বাহুল্য দীনেশচন্দ্র অনেক বই লিখলেও বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'ই তাঁর বিজয় বৈজয়ন্তী। পরবর্তী কালে সে পথের পথিক হয়েছিলেন বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি। দীনেশ চন্দ্র সেনের কর্মে প্রাণিত হয়ে সারা বাংলা জুড়ে লোক শিল্পের নানা উপাদান আজও সংগ্রহ করে।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিনী অভিনেত্রী অর্পনা সেন

বিশেষ প্রতিবেদক

যাঁর পিতার নাম চিদানন্দ দাশগুপ্ত যিনি সত্যজিৎ রায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাঁর কাছে সত্যজিৎ রায়ের অনেক ছবির নায়িকা হওয়ার সুযোগ হয়ত ছিল! কিন্তু বাস্তবের চিত্র একটু হলেও আলাদা। চিদানন্দ দাশগুপ্তর কন্যা অপর্ণা সেন সযত্নে হয়ে উঠেছিলেন অনন্যা,নিজের বহুমুখী প্রতিভার দ্যুতিতে।

বিজয়া রায় একদিন মানিকবাবুকে বলেছিলেন, আচ্ছা তোমরা মৃন্ময়ীর জন্য এত হন্যে হয়ে মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছ,আর হাতের পাশেই যে আছে তা দেখতে পাচ্ছ না? মানিকবাবু অবাক হয়ে বললেন, সে কী কার কথা বলছ তুমি? কেন চিতুর মেয়ে রিনা। ওর মুখটা কি মিষ্টি। একবার তাকিয়েও দ্যাখো নি? সত্যজিৎ রায় জানালেন তিনি শ্যুটিং নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন অভিনেতা - অভিনেত্রী ছাড়া কারও দিকে তাকানোর সময় পান না। তবে এবার দেখতে হবে তো! কিন্তু চিতু,সুপ্রিয়া যদি রাজি না হয়! বিজয়া রায় অভয় দিয়ে বললেন কেন হবে না, তোমার বন্ধু একবার জিজ্ঞেস করে দেখো। বলা বাহুল্য সবাই রাজি হলেন, সত্যজিৎ রায়ের ছবি অথচ বন্ধু চিদানন্দ দাশগুপ্ত রাজি হবেন না! এটা বোধহয় হতে পারে না।

উত্তমকুমার-সৌমিত্রের মাঝেও যাঁর অভিনয়ে বাঙালি মুগ্ধ হয়েছিলেন সেই শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে অপর্ণা সেন অভিনীত 'হংসমিথুন' দেখে অনেকেই বলে ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রে এই জুটি যেন অন্য উত্তম-সুচিত্রা। 'জীবন সৈকত'ছবিতে সমুদ্রের জলে পা ভিজিয়ে গাওয়া গানের দৃশ্য 'সাগর ডাকে আমায়'অথবা সলিল দত্তের 'অপরিচিত' সেখানে নায়ক উত্তমকুমার সেখানেও অপর্ণা সেনের সাবলীল অভিনয়ে মুগ্ধ হন নি এমন দর্শক,সমালোচক কিন্তু খুঁজে বের করা বেশ সমস্যার। অপর্ণা সেনের অভিনয় জীবনে আলাদা গুরুত্ব কমেডির। মনে করা যেতে পারে কয়েকটি ছবির কথা যেমন 'জয় -জয়ন্তী', 'বসন্ত বিলাপ', 'ছুটির ফাঁদে','দুর্বার প্রাণশক্তি',তির্যক কৌতুকবোধ আর স্বতঃস্ফূর্ত খুশি কমেডি চরিত্রগুলো। উত্তমকুমার, সৌমিত্র দু'জনের সঙ্গে কাজ করেছেন,আবার শুভেন্দু চট্টো পাধ্যায়ের সঙ্গে অপর্ণা সেনের অভিনয় দেখে তাদের জুটিকে নতুন উত্তম-সুচিত্রা বলতে শোনা গিয়েছে।

'মোহনার দিকে' ছবির পোস্টার একসময় সারা কলকাতায় সাড়া ফেলেছিল,সেই তিনি আবার অন্য ভাবে হয়ে উঠেছেন অনন্যা, ছবির নামগুলি বলি যেমন 'শ্বেতপাথরের থালা','উনিশে এপ্রিল', বিচিত্র উপাদানে সমৃদ্ধ অপর্ণা সেনের অভিনয়।

কিছু ইংরেজি ছবিতে অপর্ণা সেন অনবদ্য অভিনয় শৈলীর স্বাক্ষর রেখেছেন,মুগ্ধ হয়েছেন সবাই। বরং মেইনস্ট্রীম হিন্দি ছবিতে সুযোগ পেয়েও মুম্বই অভিজ্ঞতা খুব সুখকর হয়নি। দীর্ঘ চলচ্চিত্র জীবনে খুব যে অনেকগুলি ছবিতে অভিনয় করেছেন এমন নয়,বরং ছবির চরিত্র পছন্দ না হলে অভিনয়ের প্রশ্নই উঠত না, সম্ভবত ১৯৭৩সালে সবচেয়ে বেশি ছবি মুক্তি পেয়েছিল 'বসন্ত বিলাপ', 'কায়াহীনের কাহিনী','সোনার খাঁচা', 'বিলেত ফেরত',সহ আরও দুটি ছবি। অপর্ণা সেন নিশ্চিতভাবে বহুমুখী প্রতিভা,তাঁর অভিনয়ে বুদ্ধি আর মনন সর্বদা মিশেছে নান্দনিক ছন্দে,সিনেমা হলের দর্শকের হৃদয়ে বিরাজ করত মুগ্ধতার আবহ। বাংলা ছবির চেনা রোম্যান্টিকতা ভিন্নভাবে দেখা গিয়েছিল অপর্ণা সেনের উপস্থিতিতে। মৃণাল সেনের 'মহাপৃথিবী'তে তাঁর অসাধারণ অভিনয়ে চলচ্চিত্র সমালোচক,বোদ্ধারা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দ্বিধা করেন নি,অপর্ণা সেন আসলে একজন আন্তর্জাতিক মানের অভিনেত্রী। সচেতন ভাবেই অপর্ণা সেন পল্লবিত হয়েছেন বহুমুখী প্রতিভায় যার চালিকাশক্তির নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে করেছেন,সেইজন্য কখনও তিনি চলচ্চিত্র অভিনেত্রী,চলচ্চিত্র পরিচালক,পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদক তারপরে তাঁর আরও অনেক গুণের কথা বলা যায়।

অপর্ণা চমৎকার ইংরেজি বলতে ও লিখতে পারেন,একই রকম সুন্দর করে বাংলা বলেন যেখানে ইংরেজি শব্দ প্রবেশ করবে না। পিতৃদেব চিদানন্দ দাশগুপ্ত যথেষ্ট বিখ্যাত মানুষ,আর মামা কবি জীবনানন্দ দাশগু। স্কুল জীবনে অপর্ণা সেনের নাটকে হাতেখড়ি,পরে গ্রুপ থিয়েটার,প্রফেশনাল স্টেজেও ছিলেন নিয়মিত শিল্পী। অনেক চলচ্চিত্র সমালোচক,বোদ্ধার মতে বহুমুখী প্রতিভার মানুষ অপর্ণা সেনের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিচ্ছুরণ হয়েছে চলচ্চিত্র পরিচালনায় এসে, '৩৬চৌরঙ্গী লেন' প্রথম ছবি,এবং প্রথম ছবিতে পেয়েছিলেন সেরা জাতীয় পরিচালকের পুরস্কার। প্রায় প্রতিটি ছবিতে একজন নারী কেন্দ্রবিন্দুতে,তাঁর নিঃসঙ্গতা, অনেক প্রতিবন্ধকতা সমাজকে বার্তা দেয়,নতুন করে সমাজকে ভাবতে শেখায়। নিজে বেশিরভাগ ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন,নারীর ভালবাসা,প্রেম-বন্ধুত্ব অপর্ণা সেনের ছবির ধারাবাহিকতা আর সংযোগসূত্র, তারপরেও যেন বলতে হয় চিত্রনাট্য,পরিচালনা সব ক্ষেত্রে নিজেকে বারবার অতিক্রম করার আপ্রাণ চেষ্টা থাকে, সেইজন্য হয়ত চলচ্চিত্র সমালোচকদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলা যায় পরিচালক প্রতিভার অধিকারী অপর্ণা সেন

চলচ্চিত্রের দার্শনিক ফেদেরিকো ফেল্লিনি

অভিষেক অধিকারী

ফেদেরিকো ফেল্লিনি বিশ্ব চলচ্চিত্রের মহান দার্শনিক। ফেল্লিনির ছবি কখনই মোটা দাগের সামাজিক গল্প বলা ছবি হয় না। সেই সব ছবির মধ্যে লুকিয়ে থাকে অন্তর্গূঢ় দর্শন। ছবির চরিত্রগুলি হয় এক একটা সিম্বল। তার আড়ালে ফুটে দর্শন, সমাজ ও রাজনীতির গূঢ় তত্ত্ব। সেকারনে ফেল্লিনির ছবি অনন্য। অন্যান্য চিত্র পরিচালকদের তুলনায় ফেল্লিনির ছবি দার্শনিকতার

সাথে সাথে চলচ্চিত্রের গভীর শিল্প দর্শনকে তুলে ধরে।

আমার ব্যক্তিগত মতে ফেদেরিকো ফেল্লিনি ছিলেন নবতরঙ্গের পরিচালক। ইতালীর মানুষ হয়েও তিনি নববাস্তবতাকে গ্রহণ করেন নি। বরং নববাস্তবতার মিথ ভেঙে দিয়ে নতুন রূপে তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। ফেল্লিনির ছবিগুলো সাধারণ ভাবে গল্প বলে না। ফেল্লিনির ছবিগুলো আমাদের সমাজব্যবস্থাকে গভীরভাবে ভাবতে সহযোগীতা করে। সমাজের অন্ধকার আচ্ছন্ন দিককে তুলে ধরে অন্যভাবে। ফেল্লিনির ছবিতে মেয়েরা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

১৯৯৩ সালের ৩১ শে অক্টোবর যখন ফেদেরিকো ফেল্লিনি মারা গেলেন ততদিনে তিনি আন্তর্জাতিক সাফল্যের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে গেছেন। সেই বছর তিনি আজীবন সম্মাননাসূচক বিশেষ অস্কার অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি যে চারটি ছবির জন্যে সেরা বিদেশি ছবির ক্যাটাগরিতে অস্কার পেয়েছেন সেগুলি হল 'লা স্ত্রাদা', 'নাইটস অব ক্যারিবিয়া', এবং 'আমারক' ছবির জন্যে। তাঁর বহু সিনেমা পৃথিবীর নানা বিখ্যাত ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে অনেক পুরস্কার জিতে নিয়েছে। ফেল্লিনির রেফারেন্স বা তাঁর কাজের প্রত্যক্ষ প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায় পৃথিবীর নানা ফিল্মমেকারদের কাজে।

১৯৯২ সালে সাইট অ্যান্ড সাউন্ড ম্যাগাজিন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক কে সেটা বের করার জন্যে একটা জরিপ চালিয়েছিল। সেই জরিপে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সবার আগে জায়গা করে নিয়েছিলেন ফেল্লিনি। ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলা এবং মার্টিন স্করসেজির মত বিশ্বখ্যাত পরিচালকেরা তাঁদের ভোটে জানিয়ে ছিলেন যে গত একশো বছরে নির্মিত সিনেমাগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছবির তালিকায় সেরা দশে ছবিটি অবস্থান করছে। ১৯৫৯-৬০ সালে ফেল্লিনির নির্মিত 'লা দোলচে ভিতা' ছবিটি একাই সুবিশাল প্রভাবের মধ্যে দিয়ে সিনে ইতিহাসের একটি নতুনতর প্রকাশভঙ্গির বা শব্দকোশের জন্ম দেয়। ইউরোপে 'লা দোলচে ভিতা'র নান্দনিক প্রভাব ছিল আমেরিকার সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলা 'গন উইথ দ্য উইন্ড' এবং 'গডফাদার' এর চেয়েও অনেক বেশি। 'লা দোলচে ভিতা' এক গভীর দার্শনিক ছবি। এই ছবিতে কোথাও যেন ভোগবাদী সভ্যতার অন্তঃসার শূন্যতাকে দেখানো হয়েছে। এই ছবিতেই সেলিব্রিটিদের ছবি তোলার জন্যে যে পাপারাজ্জি সংস্কৃতির কথা আমরা জানি তাকে প্রথম দেখানো হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র এটাই এই ছবির পরিচয় নয়। ছবিতে ভোগবাদী সভ্যতার অন্ধকারতম দিক এবং নারীর অবদমিত যৌন আকাঙ্খাকে গভীর ভাবে দেখানো হয়েছে। আসলে এই সমাজ ভদ্রতা ও সভ্যতার মুখোশের আড়ালে যে এক ভয়বহ অতৃপ্ত কামনায় পরিপূর্ণ সমাজ সেটা 'লা দোলচে ভিতা' দেখলে বোঝা যায়। ছবির নায়কের নাম মার্সেলো মাস্ত্রোইয়ানি।

ফেল্লিনির ছবি 'লা স্ত্রাদা' হল রাস্তায় ঘুরে ঘুরে যেসব যাযাবর শ্রেণী নানারকম খেলা দেখিয়ে বেড়ায় তার উপর নির্মিত ছবি। এই ছবিতে বাস্তবতা ও পরাবাস্তবতার মধ্যে যে ভেদরেখা তাকে মুছে দিয়েছেন ফেল্লিনি। 'লা স্ত্রাদা' একটি মেয়ের কাহিনী। যে কঠোর বাস্তবতার মধ্যেও নিজের অন্তরের কোমলতাকে ভুলে যায় না। ফেল্লিনি তাঁর ছবিতে ইতালীয় স্বাভাবিকবাদ এবং নববাস্তবতা থেকে সরে এসে নির্মাণ করেছেন এক নতুন ধরনের ভাবনা।

ফেল্লিনির জন্ম ১৯২০ সালের ২০ জানুয়ারি ইতালির আদ্রিয়াটিক কোস্ট অঞ্চলের রিমিনি নামে ছোট্ট শহরে। রিমিনি পর্যটনের জন্যে বিখ্যাত ছিল। ফেল্লিনির ছোটবেলা কেটেছে রোমাগ্নার সীমান্তবর্তী ছোট্ট শহর গামবেত্তোলায়। গামবেত্তোলায় ফেল্লিনির দিদা থাকতেন। এখানে ছোটবেলা থেকে ফেল্লিনি প্রচুর জিপসি, ডাইনি ও নানারকম ভবঘুরে শ্রমিকসহ ইতালির প্রান্তিক জীবনের বহু মানুষের সাথে মিশেছেন। এই মেলামেশা তাঁর ছবিকে পরবর্তী কালে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ফেল্লিনির জীবন শুরু একজন কমিকস আর্টিস্ট হিসাবে। ইতালিতে শিশুদের জনপ্রিয় ম্যাগাজিন ইল কোরিয়েরে দেই পিক্কলিতে ছাপা কমিকস্ট্রীপ ছিল ফেল্লিনির অত্যন্ত প্রিয়। ফেল্লিনির প্রিয় কমিকস এর বিষয় ছিল ফ্রেডেরিক বার অপার, বিলি ডে বেক, উইনসর ম্যাককে, জর্জ ম্যাকমানুস। উইনসর ম্যাককের 'লিটল নেমো ইন স্ল্যাম্বারল্যান্ড' ছিল ঘুমোতে গেলে ফ্যান্টাস্টিক স্বপ্ন দেখা এক ছোট্ট বালককে নিয়ে আঁকা চমৎকার কমিক স্ট্রিপ। এই কমিকস্ট্রিপ ফেল্লিনির উপর প্রভাব ফেলেছিল।

ফ্যাসিবাদী তরুণ সংঘ 'অপেরা বালিল্লা' প্রকাশিত ম্যাগাজিনে ১৯৩৭ সালে ফেল্লিনির আঁকা প্রথম ড্রয়িং ছাপা হয়। ওই বছরই ফেল্লিনি তাঁর বন্ধু দেমোস বোনিনি এর সাথে ফেবো নামে একটি স্কেচ ও ক্যারিকেচারের দোকান খোলেন। সেই বছরে ট্যুরে আসা পর্যটকদের হাস্যরসাত্মক স্কেচ এঁকে তাঁরা বিক্রি করতেন। ১৯৩৯ সালে মা ও বোনকে নিয়ে ফেল্লিনি রোমে পাড়ি জমান। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হলেও কোনদিনও পড়াশোনা শেষ করতে পারেন নি। ওই সময় মার্ক আউরেলিও নামে একটি বহুল প্রচারিত ও ভীষণ প্রভাবশালী আধাসাপ্তাহিক হিউম্যার ম্যাগাজিনে গ্যাগ, কার্টুন ও ছোটো ছোটো কমিক স্কেচ আঁকার কাজ শুরু করেন ফেল্লিনি। এই ম্যাগাজিনে তিনি ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত দুই হাজার পৃষ্ঠারও বেশি কার্টুন, গ্যাগ ও কমিকস এঁকেছেন। ক্যামেরা নিয়ে কাজ করলেন।

পাঠকদের দরবার

সত্যজিৎ ও রবি ঘোষ

শঙ্করলাল কর্মকার

সত্যজিৎ রায়ের প্রি. অভিনেতা ছিলেন রবি ঘোষ। তিন না থাকলে গুপী গাইন বাঘা বাইন সৃষ্টি করা সম্ভব হত কিনা তা নিয়ে রীতিমতো গবেষণা হতে শুরু করে দিয়েছে। সত্যজিৎ রায় তাঁর মনের মতো লোক খুঁজে না পেলে বই করতেন না। বসে থাকতেন। সটির চরিত্রের লোক পেলেই তবেই তিনি ছবি তৈরি করার ব্যাপারে হাত দিলেন। এ ব্যাপারে বহুবার স্ত্রী বিজয়া রায় সহযোগিতা করেছিলেন। রবি ঘোষকে পাওয়ার পর সত্যজিৎ রায়কে আর ফিরে তাকাতে হয়নি। কোঁজার পর বাসের মধ্যে হঠাৎ দুজনের দেখা। ভানুর উচ্ছ্বাসটা একটু বেশি, স্কুলে রবি ঘোষের একসাথে পড়েছেন। একেবারে হাঁউমাউ করে রবি ঘোষ কে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় ছিলে অ্যাদ্দিন? শিগগিরি চল, মানিকদা তোকে খুঁজছেন। ইংরেজি ক্যালেন্ডারে এই ঘটনা ১৯৬২ সালের রবি ঘোষকে লোকজন তেমন ভাবে চেনেন না। সহজে সাধারণের সঙ্গে বাস -ট্রামের মত পাবলিক ট্রান্সপোর্টে চলাচল করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। ঠিক সেই সময় একদিন তিনি দোতলা বাসে এস প্ল্যানেড থেকে কালীঘাট ফিরছেন।

রবি ঘোষ থিয়েটার করতেন, হাতেখড়ি কিংবদন্তি উৎপল দত্তের কাছে,যোগাযোগ ১৯৫২ সাল থেকে। পরের সাত বছর তিনি ছিলেন উৎপল দত্তের সঙ্গে,কফি হাউসে আড্ডা কাপের পর কাপ কফি খাওয়া, অনেকেই আসতেন, সব খরচ উৎপল দত্তের। একটি সিনেমাও করলেন রবি ঘোষ তবে দর্শক, পরিচালক কেউ পাত্তা দেয়নি। ওদিকে থিয়েটার, সিনেমার ঝোঁকে সরকারি চাকরিটাও ছেড়ে দিয়েছেন। কিছু দিন পরে মারা গেলেন বাবা-জামাইবাবু। দেখা দিল বেশ বড় মাপের এক অর্থনৈতিক সংকট। তখন আর লিটল থিয়েটারের সাথে সম্পর্ক নেই, জীবনে একটা অদ্ভুত টানাপড়েন চলছে। সিনেমা -থিয়েটারের স্বপ্ন দেখতে ভয় ,বরং কলকাতা থেকে দূরে কোথাও একটা কাজের তালে আছেন। সেই সময় বাসে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হল ভানু ঘোষের, তিনি সত্যজিৎ রায়ের সিনেমার প্রোডাকশন ম্যানেজার। ভানু স্কুলের সহপাঠী রবিকে জিজ্ঞেস করলেন,কোথায় ছিলে অ্যাদ্দিন? শিগগিরি চল, মানিকদা তোকে খুঁজছেন। ওই রাতেই বন্ধু ভানুর সাথে মানিক বাবুর লেক টেম্পল রোডের বাড়িতে গেলেন রবি ঘোষ।

পরিচয় পর্বে বিশেষ কোনও গৌরচন্দ্রিকা নেই, পরিবেশ বরং সহজ করে দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। রবি ঘোষকে বললেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প থেকে 'অভিযান'ছবি হচ্ছে। ট্যাক্সি ড্রাইভার নরসিং হবেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তাঁর সাগরেদ 'রামা'র চরিত্রর জন্য তিনি তাঁকে ভেবে ছেন। এর আগে উৎপল দত্তের নাটকে রবি ঘোষ কে দেখেছেন , বন্ধু ভানুর কাছে তাঁর বায়োডাটা পেয়েছেন আর সেদিন চোখে দেখে নিলেন,হয়ে গেল ফাইনাল সিলে কশন।

এরপর 'অভিযান' থেকে আগন্তুক তিরিশ বছরে সত্যজিৎ রায়ের অনেকগুলো ছবিতে অভিনয় করলেন রবি ঘোষ,আর সেই নিয়ে তাঁর নিজের মুগ্ধতা আবেগ ছিল। মানিকবাবুকে মনে মনে ফেলুদা বলতেন রবি ঘোষ, তাঁর বক্তব্য পার্থিব জীবনে বেঁচে থাকার অ -আ এসব শিখেছেন প্রিয় ফেলুদার থেকে, তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করে নিজেকে 'মানুষ' তৈরি করেছেন। রবি ঘোষ সত্যজিৎ প্রিয় মানুষ।

‘আমরা এনআইএ’, পরে ফাঁস হল আসল ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বরঃ জাতীয় তদন্ত সংস্থার পরিচয় দিয়ে শিলিগুড়ি শহরজুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল তিন যুবক। তদন্তের নামে ঘরে-ঘরে গিয়ে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের অভিযোগ। আর তারপরই নড়েচড়ে বসল পুলিশ। শেষ পর্যন্ত স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের যৌথ অভিযানে ধরা পড়ল তিন ভুয়ো অফিসার। সূত্রের খবর, সম্প্রতি মাটিগাড়া থানা এলাকার এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে তদন্ত করতে যায় ওই তিনজন। সেখানে নিজেদের এনআইএ অফিসার দাবি করে। এরপর নথি যাচাইয়ের নামে ভয় দেখিয়ে আদায় করা হয় এক লক্ষ টাকা। পরে আরও টাকা দাবি করায় সন্দেহ জাগে ওই ব্যবসায়ীর। তিনিই প্রথম পুলিশকে বিষয়টি জানান। অভিযোগ পাওয়ার পরেই নড়েচড়ে বসে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। দ্রুত পরিকল্পনা করে অভিযান চালায় এসওজি ও ডিডি। অভিযানের সময় তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতরা হল-এসান আহমেদ, রেহান বাবর এবং মানিক রায়। তাঁদের মধ্যে দু’জনের বাড়ি পাঞ্জিপাড়ায়। আরেকজনের বাড়ি শিলিগুড়িতে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি ছোট গাড়ি, একটি স্কুটি, নগদ ১৩ হাজার টাকা এবং ছ’টি মোবাইল ফোন। ভুয়ো পরিচয় দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণা চালানো হচ্ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রবিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়। নিজেদের হেফাজতে নিয়েই জিজ্ঞাসাবাদ চালাতে চাইছে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট। তদন্তকারীদের দাবি-আরও বড় চক্র যুক্ত থাকতে পারে, খতিয়ে দেখা হচ্ছে সবদিক।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
দুলু রায়
আমোক্তারনামা দাতাঃ **প্রলয় মজুমদার, পিনাকি বিশ্বাস**
ঠিকানাঃ বোদা পাড়া, মণ্ডলঘাট, জলপাইগুড়ি
গ্রহীতাঃ দুলু রায়
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ ১৮৩ নং বহি ৩০.০১.২০২৪ নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ
1053-15/03/24
নামজারি কেস নংঃ MN/20225/0702/11165, উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার এক মাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তলশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান-সহ ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজাঃ বাঁশকুণ্ডিযা, সিট নং.ঃ ০২, এল.আর. দাগ-৩১৬, ৩১৯, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩৪১ এল.আর. খতিয়ান-০৭, ১৪০,৭৯,৫০, মোট জমি ১.৩৫ একর।
(আদেশ নং-১০০০-I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরনার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ দুলু রায়
পিতাঃ সুরথ রায়
ঠিকানাঃ তাতি পাড়া, মণ্ডলঘাট, জলপাইগুড়ি

বিএলও-কে হুমকি, গ্রেফতার সন্দেশখালির তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ন্যাজাট, ২৩ নভেম্বরঃ বিএলও-কে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে। সন্দেশখালিতে থেকে গ্রেফতার তৃণমূল কর্মী জামিরুল ইসলাম। ঘটনাকে কেন্দ্র সরগরম সন্দেশখালির রাজনৈতিক মহল। তৃণমূল কর্মী গ্রেফতার হতেই মাঠে নেমে পড়েছে বিজেপি। বিজেপি নেতাদের দাবি এসআইআরের জেরে হারের ভয়ে বিএলও-দের হুমকি দিচ্ছে তৃণমূল। সূত্রের খবর, ফর্ম ফিলাপের ক্ষেত্রে কিছু গোলযোগ দেখা গিয়েছিল। তা আপলোড করা যাচ্ছিল না। যে কারণেই জামিরুল ইসলাম মোল্লা নামে ওই ব্যক্তিকে ডাকা হয় বলে জানা যাচ্ছে। তিনি এলাকায় তৃণমূল করেন বলেই জানা যাচ্ছে। অভিযোগ, এরপরই আচমকা দীপক মাহাতো নামে ওই বিএলও-কে ফোন করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে দেন জামিরুল। হুমকিও দেন। সামনে এসেছে একটি অডিয়ো ক্লিপ। যদিও ভাইরাল সেই অডিয়ো ক্লিপের সত্যতা দুরন্ত বার্তা যাচাই করেনি। সেখানেই শোনা যাচ্ছে এক ব্যক্তি রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে বলছেন, ‘তোর ঘর-বাড়ি ভাঙচুর করব। ঠিক করে সংশোধন কর। নাহলে রাতের মধ্যে তোকে জবাই করব।’ পুরো ঘটনা শেষ পর্যন্ত বিডিও-র কাছে খুলে বলেন বিএলও। তারপরই অ্যাকশন। অভিযোগ পেতেই ওই তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এদিনই তাঁকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

ঘটনায় বসিরহাট জেলা বিজেপির যুব সভাপতি পলাশ সরকারতোপ দাগছেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে। তিনি বলছেন, ‘‘অনেক জায়গা থেকেই খবর আসছে তৃণমূলের নেতারা বিএলও-দের উপর মানসিকভাবে চাপ সৃষ্টি করছেন। দিকে দিকে বিএলও-রা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাঁদের চরম পরিণতির জন্য দায়ী তৃণমূল। তাঁরা দলীয়ভাবে ও সরকারিবাবে এসআইআর-কে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন কারণ তাঁদের ভোট ব্যাঙ্কে টান ধরেছে।’’ অন্যদিকে তৃণমূলের বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক বুলবুল রহমান আবার বলছেন, ‘‘বিএলও-দের মধ্যে একাংশ এমনও আছেন যাঁরা তাঁদের কাজে অতি সক্রিয়।’’

জ্বলেনি শিক্ষার আলো! আদিবাসী গ্রামে এসআইআর-এর ফর্ম ফিলাপে ছুটে এলেন খোদ বিডিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, ছাতনা, ২৩ নভেম্বরঃ হাতে সময় খুবই কম। কিন্তু কাজের অগ্রগতি নিয়ে দেখা দিয়েছে সিঁদুরে মেঘ। শেষ পর্যন্ত এবার এসআইআর-এর ফর্ম পূরণে মাঠে নেমে পড়লেন খোদ বিডিও। নিজেই করে দিলেন ভোটারদের ফর্ম ফিলাপ। এই ছবিই দেখা গেল বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের বাগডিহা গ্রামে। গ্রামেই প্রায় সব মানুষই আদিবাসী। আশপাশের আর পাঁচটা গ্রামের মতো এখানেও ঘুরে ঘুরে এসআইআরের ফর্ম দিয়েছেন বিএলও। কিন্তু এখানে গ্রামে সেইভাবে জ্বলেনি শিক্ষার আলো। একইসঙ্গে রয়েছে সচেতনতার অভাব। ফলে বাসিন্দারা ঠিকমতো বুঝতেই পারেননি সময় মতো এসআইআর পূরণ করে দেওয়ার কাজ ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ। ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও-র কাছে পর্যাপ্ত এনুমারেশন ফর্ম জমা পড়ছিল না। এরইমধ্যে বিষয়টি ছাতনা ব্লক প্রশাসনের নজরে আসে। তারপরই নড়েচড়ে বসেন ছাতনার বিডিওসৌরভ ধল্ল। এবার তিনি নিজেই নেমে পড়লেন মাঠে। গ্রামে গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে নিজেই কথা বলেন। ফর্ম অপূর্ণ থেকে

যাওয়ার পিছনে যে শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবই মূল কারণ তাও বুঝে যান সহজেই। ঠিক করে ফেলেন পরবর্তী পরিকল্পনা। নিজেই শুরু করে দেন ফর্ম ফিলাপের কাজ। যাঁদের ছবি নেই তাঁদের ছবি তোলারও ব্যবস্থা করেন। এসআইআর আবহে এনুমারেশন ফর্ম ফিলাপের ক্ষেত্রে এভাবে খোদ বিডিও এগিয়ে আসায় খুশি গ্রামের বাসিন্দারা। এবার পালা জমা দেওয়ার। তবে শুধু বাগডিহা গ্রামেই নয়, আশপাশের যে সমস্ত এলাকায় এসআইআর-এর কাজ আশাব্যঞ্জকভাবে এগোচ্ছে না সেদিকেও নজর দিচ্ছেন বিডিও। দ্রুত সেই সমস্ত এলাকাকে চিহ্নিত করে একইভাবে কাজ করবেন বলে জানাচ্ছেন তিনি। এদিকে নির্বাচন কমিশন আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে আবার পুরো ডিজিটাইজেশনের কাজ শেষ করে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে। সে কারণেই প্রশাসনিক মহল তৎপরতা একেবারে তুঙ্গে।

২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই উঠছে পিচ, তুমুল বিক্ষোভে থমকে গেল ৭৬ লাখি রাস্তার কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ময়নাগুড়ি, ২৩ নভেম্বরঃ ৭৬ লাখ টাকা খরচ করে তৈরি হচ্ছিল রাস্তা। প্রায় শেষই হয়ে এসেছিল কাজ। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা পার হতে না হতেই হাত দিলেই উঠে যাচ্ছে পিচ। তাতেইক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নিম্নমানের রাস্তা তৈরি করার অভিযোগ এনে কাজ বন্ধ করে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দরা। ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের চূড়াভান্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলা এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ রাস্তা তৈরিতে খুবই শুরু হয়েছে। পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তাটি তৈরিতে মোট খরচের কথা প্রায় ৭৬ লক্ষ টাকা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, টাকার কথা বলা হলেও কাজের মান মোটেও ভাল নয়। তা পুরো বিষয়ের তদন্তের দাবি তুলেছেন তাঁরা। তাঁদের সাফ কথা শিডিউল অনুযায়ী সঠিক কাজ করতে হবে। এই নিম্নমানের কাজ কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যাবে না। যদিও এ নিয়ে বিশেষ কথা বলতে চাননি ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদ রঞ্জন রায়।

পাতলা পিচের চাদর দেওয়া হচ্ছে। পিচের পরিমাণও সঠিক দেওয়া হচ্ছে না। রাস্তা তৈরির পর হাত দিতেই উঠে যাচ্ছে পিচের চাদর। তাই শনিবার রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভে সামিল হলেন ময়নাগুড়ি ব্লকের চূড়াভান্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলা এলাকার বাসিন্দারা। চূড়াভান্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলা থেকে জয়গুরু হাট পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার পিচের রাস্তার কাজ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘‘কারা এই রাস্তা বানাচ্ছে তা আমার জানা নেই। তবে পঞ্চায়েত সমিতির থেকে এই রাস্তা করা হচ্ছে না। বিষয়টি আমি জানিনা। খোঁজ নিয়ে অবশ্যই সুরাহা করা হবে।’’ অন্যদিকে এই বিষয়ে কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদার সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাঁদেরও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

স্রেফ সন্দেহ করেই বলে দিলেন রোহিঙ্গা, যুবকের দিকে দা নিয়ে তেড়ে গেলেন ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধূপগুড়ি, ২৩ নভেম্বরঃরোহিঙ্গা বলে অপমান। তারপর ধারাল অস্ত্র দিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ির নেতাজি পাড়া এলাকায়। এই ঘটনায় খুচরো সুপারি ব্যবসায়ীর অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেফতার করেছে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি বারোঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেমটিয়া এলাকার এক বাসিন্দা তাঁর বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়েছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন বাড়িতে ঘুরে ঘুরে কাঁচা সুপারি বিক্রি করছিলেন। সেই সময় হঠাৎই নেতাজি পাড়া এলাকার অপর এক বাসিন্দা ধারাল অস্ত্র নিয়ে হামলা চালান বলে অভিযোগ। সুপারি ব্যবসায়ীর সাইকেল ফেলে দেওয়া হয়। এমনকী রোহিঙ্গা বলে অকথ্য গালিগালাজও করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ে পালাতে বাধ্য হন ওই ব্যক্তি। ঘটনার পর ধূপগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই সুপারি ব্যবসায়ী। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশের তৎপরতায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুরো ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই আরও তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকায়। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ধূপগুড়ি জুড়ে।

‘সিপিএমের হার্মাদ’, ভোটের মুখে নতুন অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে তৃণমূলেরই লোকজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৩ নভেম্বরঃ সামনেই আবার বিধানসভা ভোট। এরইমধ্যে এসআইআর হাওয়ায় ক্রমেই তপ্ত হচ্ছে বঙ্গের রাজনৈতিক আঙিনা। তারমধ্যে কোন্দল কাঁটায় ফের জেরবার তৃণমূল। কার্যত মহামারির মতো অঞ্চলে অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে আদি ও নব্য তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল। একেবারে রণংদেহী মূর্তিতে দেখা গেল প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতিকে। নতুন যিনি অঞ্চল সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি সিপিএমের হার্মাদ। তাই প্রয়োজনে দলে সমান্তরালভাবে সংগঠন চালানো হবে। জরুরি ভিত্তিতে সভা ডেকে অনুগামীদের জানিয়ে দিলেন প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি। শুধু তাই নয় বিক্ষুব্ধদের বৈঠকে দ্রুত অঞ্চল সভাপতি বদলেরও দাবি উঠল। কয়েকদিন ধরেই চাপানউতোর চলছিল জলপাইগুড়ির বাহাদুর অঞ্চলে। এবার এই কোন্দল ছড়িয়ে পড়ল জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার গরাল বাড়ি অঞ্চলে। নতুন অঞ্চল সভাপতি মফিদার রহমান সিপিএম ছেড়ে তৃনমূলে নবাগত। তাঁকে অঞ্চল সভাপতি হিসেবে মানতে নারাজ তৃণমূল আদি কর্মীরা। বারবার ধেয়ে আসছে ‘হার্মাদ’ কটাক্ষ। শনিবার রাতে গরাল বাড়ি অঞ্চলে একটি জরুরি বৈঠক ডাকে আদি তৃণমূলের কর্মীরা। সেখানেই তাঁরা এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। ২১ সদস্য বিশিষ্ট গরাল বাড়ি অঞ্চল। ১৩ জন তৃণমূল সদস্য। বাম সদস্য ৭ জন। বিজেপির ১ জন। ভোটার সংখ্যা প্রায় ১৮৫০০ জন। ২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে

তৃনমূল প্রার্থীর লিড ছিল প্রায় ৩৭০০ ভোটে। চব্বিশ সালের লোকসভা নির্বাচনে যেখানে জলপাইগুড়ির বেশিরভাগ অঞ্চলে বিজেপি এগিয়ে ছিল। সেখানে গরাল বাড়ি অঞ্চলে প্রায় ১৮০০ ভোটে তৃণমূল প্রার্থী এগিয়ে ছিলেন। এখানেই নতুন অঞ্চল সভাপতি করা হয়েছে মফিদার রহমান। তাঁর বিরুদ্ধেই ধেয়ে আসছে লাগাতার আক্রমণ। তপন সাহা নামে এক আদি তৃণমূল কর্মী বলেন, ‘‘এই নতুন অঞ্চল সভাপতি সিপিএমের হার্মাদ ছিল। বাম জমানায় এখানকার অনেক তৃণমূল কর্মীকে মেরে তাঁদের জমি দখল করেছে। এই ধরনের লোককে সভাপতি করায় দলের ক্ষতি হবে।’’ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন গরাল বাড়ি অঞ্চলের যুব তৃণমূল সভাপতি জিয়ারুল রহমান। কটাক্ষের সুরেই বলেন, ‘‘এমন একজনকে অঞ্চল সভাপতি করা হল যে পুরো অঞ্চলটাই চেনে না। ক’টা বুথ আছে তাই জানে না। তাই আমরা এই অঞ্চল সভাপতি কে মানি না। আমরা অঞ্চল সভাপতির বদল চাই।’’ আদি তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি শাহজাহান আলম বলেন, ‘‘আমরা ১৯৯৮ সাল থেকে তৃণমূল করি। সেইসময় সিপিএমের সঙ্গে লড়াই করার মতো লোক ছিল না। ২০১৩ সাল অবধি এই অঞ্চল সিপিএমের দখলে ছিল। আমরা লড়াই করতাম। কিন্তু আমাদেরকে অন্ধকার রেখে যাকে নতুন অঞ্চল সভাপতি করা হল সে তৃনমূলে নবাগত। আগে কোনও দিন যুব তৃনমূল পর্যন্ত করেনি। তাকে কার নির্দেশে হঠাৎ করে অঞ্চল সভাপতি করা হল তা আমরা জানি না। আমরা এই অঞ্চল সভাপতিকে মানি না। আমরা তৃণমূল ছাড়ব না। তাই অঞ্চল সভাপতি বদল করা না হলে আমরা এই অঞ্চলে দিদির পতাকা নিয়ে সমান্তরাল ভাবে তৃণমূল দল চালাব।’’ যদিও এসব কথায় বিশেষ পাত্তা দিতে নারাজ নতুন অঞ্চল সভাপতি মফিদার রহমান। তিনি বলেন, ‘‘কে কি বলল তা নিয়ে আমি চিন্তিত নই। দল আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে। তাই ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে আগের চেয়ে আরও বেশি ভোটে দলকে কি ভাবে জেতানো যায় সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।’’ অন্যদিকে তৃনমূলের জেলা কমিটির সহ-সভাপতি তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, ‘‘দলের মধ্যে কাউকে নিয়ে কোনও ক্ষোভ থাকতেই পারে। সেই সমস্যা মেটাতে দল নিশ্চয়ই সচেষ্ট থাকবে। তাই দলের সমস্যা বাইরে না বলে দলের অভ্যন্তরে বলাই ভাল।’’ তবে খোঁচা দিতে ছাড়েনি বিজেপি। বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য জীবেশ দাস বলছেন, ‘‘শুধু জলপাইগুড়ি জেলা নয়। গোটা রাজ্যজুড়ে তৃনমূলের এই ঝামেলা চলছে। যারা আদি তৃণমূল ছিল তাদের দলের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।’’

SNIT No-WBIW/EE/KMD/ SNIT-05/2025-26
On behalf of the Governor of W.B. the Executive Engineer, kangsabati Mechanical Division, Khatra, Bankura invites tender for the Electrical works:- 1) Amount Put to Tender Rs: 21,77,977.00 (Electrical) Last date of application of tender **27.11.2025 to 16.30 Hrs.**. Details information are available from the office of the undersigned and departmental website **www.wbiwd.gov.in** and **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-M.Kundu
Executive Engineer
Kangsabati Mechanical Division.
Khatra, Bankura.

Office of the PARBATIPUR GRAM PANCHAYAT
UTTAR JHAPORDAH, DOMJUR, HOWRAH
PARBATIPUR GRAM PANCHAYAT UNDER DOMJUR PANCHAYAT SAMITY INVITES E TENDER VIDE **E NIT-APAS/ 01/83/72-73-74 DATED 21/11/2025** (23 NOS OF WORKS) {BOOTH NO.-72/73/74} BID STARTING DATE **24/11/2025** & SUB-MISSION OF LAST DATE **19/12/2025 UPTO 10.00 a.m.**, BID OPENING DATE **22/12/2025**, FOR MORE DETAILS PLEASE VISIT **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Pradhan**
Parbatipur Gram Panchayat

পুকুর ভরাট নিয়ে বিবাদ, বর্ধমানে চলল গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৩ নভেম্বরঃ বাড়ির পুকুর ভরাটকে কেন্দ্র করে তুমুল সংঘর্ষ। গুলি চললো বর্ধমান শহরে। শনিবার সন্ধ্যায় এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো বর্ধমানের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের গোলাহাটে। গুলি চলার পাশাপাশি বিবদমান দু’পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় বেশ কয়েকজন জখম হয়। তাঁদের মধ্যে দু’জনকে ভর্তি করা হয়েছে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। আহতদের মধ্যে রয়েছেন ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রদীপ রহমানের মামা শানে আলম। তাঁকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মাস খানেক ধরে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের গোলাহাটে একটি পুকুর ভরাট নিয়ে বিবাদ চলছে। শিল্পপতি সাবির আলি বাড়ির ভিতরে থাকা একটি পুকুর রাতারাতি বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে। এই নিয়ে কাউন্সিলর প্রদীপ রহমানের

গোষ্ঠীর লোকজনের সঙ্গে প্রায়ই অশান্তি হয় সাবির আলিরলোকজনের। কাউন্সিলর প্রদীপ রহমানের অভিযোগ, পাড়ায় পার্টি অফিসে মিটিং চলছিল। মিটিং শেষে বাড়ি ফেরার পথে সাবির আলির মেয়ে, ছেলে সহ বেশ কয়েকজন অর্তকিতে আক্রমণ করে। এই হামলায় তাঁর মামা শানে আলম ও শেখ ফিরোজ জখম হন। অন্যদিকে, সাবির আলির মেয়ে শবনম শাহির পাল্টা বলেন, ‘‘কাউন্সিলর প্রদীপ রহমানের লোকজন জড়ো হয়ে আমাদের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে। প্রায় দেড়শো লোক ছিলেন। আমাদের বাড়ির একটি দরজা ভেঙে ঢুকে যাচ্ছিল। তখন নিরুপায় হয়ে তাঁদের বাড়িতে থাকা নিরাপত্তাকর্মী ও তার লাইসেন্স প্রাপ্ত বরদুক থেকে এক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। আর তাতেই ভয় খেয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে বর্ধমান থানার পুলিশ যায় গোলাহাটে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/BR-IV, the KMC invites E-tender online percentage rate two bid system for following works:
1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/025/67/APAS31/25-26/R Name of the Work: **Repairing of road surface at Sarkar Bye Lane in Ward No-25 under Borough-IV;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 2,88,980.00;** Earnest Money: **Rs. 5,800.00;** Period of Completion: **15 Days**
2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/024/44/2025-2026/APAS Name of the Work: **Repairing of sewer line at 10,10/1 Tagore Castle St (Uttaran) in Ward No-24;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 3,48,629.00;** Earnest Money: **Rs. 7,000.00;** Period of Completion: **20 Days**
3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/024/45/2025-2026/APAS Name of the Work: **Renovation of sewer line at 29 Tagore Castle Street (Uttaran) in Ward No-24;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 3,48,282.00;** Earnest Money: **Rs. 7,000.00;** Period of Completion: **20 Days**
4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/024/46/2025-2026/APAS Name of the Work: **Repairing of Uttaran Latrines at 32 Tagore Castle Street and other places in Ward No-24;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 4,48,593.00;** Earnest Money: **Rs. 9,000.00;** Period of Completion: **25 Days**
5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/025/70/APAS33/25-26/R Name of the Work: **Repairing of footpath with kerb and channel at Muktaram Babu Street in Ward No-25 under Borough-IV;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 4,35,776.00;** Earnest Money: **Rs. 8,750.00;** Period of Completion: **20 Days**
6) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/025/60/APAS35/25-26/R Name of the Work: **Repairing of both side footpath at Simla Street in Ward No-25 under Borough-IV;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 2,96,280.00;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **25 Days**
7) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/025/64/APAS36/25-26/R Name of the Work: **Relaying of new kerb and channel at Bidhan Sarani in Ward No-25 under Borough-IV;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 3,10,937.00;** Earnest Money: **Rs. 6,250.00;** Period of Completion: **25 Days**
8) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/025/67/APAS37/25-26/R Name of the Work: **Supplying and the fitting, fixing new FRP Doors at 6, 36 Sarkar Lane in Ward No-25 under Borough-IV;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 2,84,301.00;** Earnest Money: **Rs. 5,700.00;** Period of Completion: **25 Days;** Last Date and Time of submission of Bid: **02.12.2025 - 11 A.M.** (for Sl. No. 1 to 8); The tender will be opened on: **04.12.2025 - 11 A.M.** (for Sl. No. 1 to 8); The bid forms and other details are available on and from : **21.11.2025 - 5 P.M.** (for Sl. No. 1 to 8); The website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 8).

The E.E. (C)/BR.-VI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1) NIT NO-KMC/VI/APAS/01/163/57/0001 Name of the Work : **Improvement of passage and foot path and other ancillary civil work from 59/C/H/24 to 59/C/H/34 and 61 to 99 Sambhu Babu Lane & adjacent area in WD-55;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 4,98,930.00;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion: **40 Days**
2) NIT NO-KMC/VI/APAS/01/163/58/0001 Name of the Work : **Repairing of drainage system and other ancillary civil work from 151 to 155/H/15 Ananda Palit Road & adjacent area in ward no-55;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 4,98,976.00;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion: **40 Days**
3) NIT No.- KMC/VI/APAS/01/163/59/0002 Name of the Work : **Improvement of passage and other ancillary civil work from 1E to 1B/H/2,1B/H/2 to 1B/H/4, 1W to 1Z Chatu Babu Lane and adjacent area in WD-55;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 4,83,926.00;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion: **40 Days**
4) NIT NO-KMC/VI/APAS/01/163/60/0001 Name of the Work : **Repairing of drainage system and other ancillary civil work from 2A/H/5 to 2A/H/45 Chatu Babu Lane & adjacent area in ward no-55;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 4,93,196.00;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion: **40 Days**
5) NIT NO-KMC/VI/APAS/01/163/60/0002 Name of the Work : **Improvement of passage and other ancillary civil work from 2A/H/5 to 2A/H/14 Chatu Babu Lane and adjacent area in WD-55;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 4,97,615.00;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion: **40 Days;**
6) NIT NO-KMC/VI/060/APAS/01/161/15/0001 Name of the Work : **Renovation of IPS passage, toilet and bathroom, drainage system and other ancillary civil work at 36, Linton Street and adjacent area in ward no.60;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 4,98,667.00;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion: **45 Days**
7) NIT No.-KMC/VI/060/APAS/01/161/27/0001 Name of the Work : **Renovation of IPS passage, toilet and bathroom, drainage system and other ancillary civil work at 46/1, Gorachand Road and adjacent area in ward no.60;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 4,96,848.00;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion: **45 Days**
8) NIT No.- KMC/VI/060/APAS/01/161/30/0001 Name of the Work : **Renovation of IPS passage, toilet and bathroom, drainage system and other ancillary civil work at 3/1/4, Gorachand Lane and adjacent area in ward no. 60;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 4,98,684.00;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion: **30 Days;**
9) NIT No.- KMC/VI/060/APAS/01/161/37/0001 Name of the Work : **Renovation of IPS passage, toilet and bathroom, drainage system and other ancillary civil work at 7, Kasaipara Lane and adjacent area in ward no. 60;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 4,97,208.00;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion: **30 Days**
10) NIT No.-KMC/VI/060/APAS/01/161/38/0001 Name of the Work : **Renovation of IPS passage, toilet and bathroom, drainage system and other ancillary civil work at 8/1, Kasaipara Lane and adjacent area in ward no. 60;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 4,99,964.00;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion: **45 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **18.12.25 - 3 P.M.** (for Sl. No. 1 to 10); Tender open date and time : **20.12.25 - 3 P.M.** (for Sl. No. 1 to 10); The bid forms and other details are available on and from : **22.11.2025 - 6 PM** (for Sl. No. 1 to 10); The website : **https:\\etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 10).

The Executive Engineer (Civil), Br. VIII, KMC invites E-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1) NIT No.- KMC/EE(C)/BR-VIII/084/20/2025-2026/APAS Name of the work: **Improvement of road infront of 51/1A S. M. Rd. in WD 84.(APAS/01/160/119/0001);** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 3,86,594.29;** Earnest Money : **Rs. 7,800.00;** Period of Completion : **30 Days**
2) NIT No.- KMC/EE(C)/BR-VIII/084/32/2025-2026/UTTARAN Name of the Work: **Renovation of Uttaran Privy at 16/2, 17C, M.P. Road and 15, G. Lane & surroundings in ward-84;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 2,99,934.53;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **45 Days**
3) NIT No.- KMC/EE(C)/BR-VIII/085/025/2025-2026/APAS Name of the Work: **Renovation of Uttaran Privies & allied civil works at 129 etc. Motilal Nehru Road in wd-85. (APAS/01/161/270/0001);** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 4,04,843.47;** Earnest Money : **Rs. 8,100.00;** Period of Completion : **60 Days;**
4) NIT No.- KMC/EE(C)/BR-VIII/090/29/2025-2026/APAS Name of the Work: **Development of drainage system by constructing C.PS, S.W Lines etc. and allied works near 3A Sidheshwari RD, 1/A Wedderburn RD etc. in ward 090.(APAS/01/160/146/0004);** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 1,62,442.10;** Earnest Money : **Rs. 3,300.00;** Period of Completion : **60 Days**
5) NIT No.- KMC/EE(C)/BR-VIII/085/039/2025-2026/APAS Name of the Work: **Renovation of Uttaran Privies & allied civil works at 1/4, 1/5 etc. Monohar Pukur 2nd Lane in ward- 85, BR-VIII. (APAS/01/161/287/0003);** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 2,69,748.83;** Earnest Money : **Rs. 5,500.00;** Period of Completion : **60 Days;**
6) NIT No.- KMC/EE(C)/BR-VIII/086/36/2025-2026/APAS Name of the Work: **Development of drainage system at 44/4, 50D Garcha RD in ward 86, BR-VIII, KMC. (APAS/01/160/125/0001);** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 4,01,786.16;** Earnest Money : **Rs. 8,100.00;** Period of Completion : **30 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **18.12.2025 - 9 am** (for Sl. No. 1 to 6); Date and time of opening of tender : **20.12.2025 - 9 am** (for Sl. No. 1 to 6); The bid forms and other details are available on and from : **28.11.2025 - 9 am** (for Sl. No. 1 to 6); **The Website : https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 6).

The Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC invites e-tenders online percentage rate in two bid system for the following works:
1) NIT No.- X/089/071/2025-2026/APAS Name of the Work: **Desilting of under ground existing sewerage system and other allied work near premises no-18/D P. A. Shah Road etc. in part no-207, WD. no-089, BR-X.(APAS ID-207/0002);** Estimated Value (including GST and CESS): **Rs. 2,92,081.47;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Time of Completion : **45 Days**
2) NIT No. X/089/066/2025-2026/APAS
Name of the Work: Development of paver block & Ashaltum Road near PREM nos.- 2,5,24 UK Mondal Lane etc. In part no-199, WD no-089, BR-X (ID-199/0001); Estimated Value (including GST and CESS): **Rs. 4,53,917.47;** Earnest Money : **Rs. 9,200.00;** Time of Completion : **90 Days;** Last Date and Time of Submission of Bid : **18.12.2025 - 5 P.M.** (for Sl. No. 1 & 2); Date and Time of Opening of Bid : **20.12.2025 - 5 P.M.** (for Sl. No. 1 & 2); The Bid forms and other details are available on and from : **24.11.2025 from 5 P.M.** (for Sl. No. 1 & 2); The website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The Executive Engineer (Civil)/Br-XI, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work:
NIT No.- APAS/103/150/175/01/008/25-26
Name of the Work: **Renovation of road with under ground facility & allied works at avenue 1st RD, School Road, K.S. RD, near 67 avenue 1st RD, 18,9 School RD., Kabi Sukanta RD., in WD. no. 103;** Estimated Value (including GST and CESS): **Rs. 4,95,497.24;** Earnest Money : **Rs. 9,900.00;** Time of Completion : **60 Days;** Last Date and Time of Submission of Bid : **17.12.2025 up to 12 Noon;** Date and Time of opening of Bid : **19.12.2025 at 5 PM.** The Bid forms and other details are available on and from : **05.12.2025 from 5 pm;** The Website : **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (CIVIL) / BR.-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/XIII/115/43/25-26 (1st CALL)
Name of the Work: **Maintenance of road surface with drainage ancillary works near Charak Math Shib Mandir, 197E, 29/1 125/B, 13/N, T.M.G. Road, 29/5, 362, B.P. Road etc. In W/N 115;** Work Value: **Rs. 3,52,798.74;** Earnest Money: **Rs. 7,200.00;** Period of completion : **30 Days;** Last date and time of Submission of Bid: **16.12.2025 up to 11 A.M.;** Tender will be opened on: **18.12.2025 - 11 A.M.;** The bid forms and other details are available on and from: **25.11.2025 from 5 PM;** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

CORRIGENDUM
(1) NIT No.: KMC/E.E.(C)/BR-XVI/APAS/01/153/215/0002/124/130, (2) NIT No.: KMC/E.E.(C)/BR-XVI/APAS/01/153/249/0004/124/036, (3) NIT No.: KMC/E.E.(C)/BR-XVI/APAS/01/153/214/0002/124/029, (4) NIT No.: KMC/E.E.(C)/BR-XVI/APAS/01/124/024, (5) NIT No.: KMC/E.E.(C)/BR-XVI/APAS/01/153/249/0001/124/026, (6) NIT No.: KMC/E.E.(C)/BR-XVI/APAS/01/153/252/0001/124/020, (7) NIT No.: KMC/E.E.(C)/BR-XVI/036/25-26/2nd time, (8) NIT No.: KMC/E.E.(C)/BR-XVI/APAS/01/233/124/005, Published in this Newspaper on 14.11.2025 **(Key No. 1393/25-26)** of **Engineering (Civil)/BR-XVI Department** (Sl. No. 2 to 9). Last date of submission of Bid will be read as **06.12.2025** instead of 24.11.2025 (for Sl. No. 1 to 8). The Tender will be opened on **08.12.2025** instead of 26.11.2025 (for Sl. No. 1 to 8).
1472/25-26

শান্তিচুক্তি লঙ্ঘনঃ গাজায় ফের ইজরায়েলের হামলা, মৃত্যু ২২, আহত ৮৭-শিশু ও মহিলাদের প্রাণহানিও

সংবাদ সংস্থা, ২৩ নভেম্বর ঃ শান্তিচুক্তির মধ্যেই গাজায় ফের হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। শনিবার এই ধ্বংসাত্মক আক্রমণে অন্তত ২২ জন নিহত হয়েছেন এবং আরও ৮৭ জন আহত হয়েছেন। মৃতদের মধ্যে রয়েছে অনেক শিশু এবং মহিলা। হামাসের দাবি অনুযায়ী, ইজরায়েলের এই অভিযান সম্পূর্ণভাবে শান্তিচুক্তি লঙ্ঘন করেছে। অন্যদিকে, ইজরায়েলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাদের আক্রমণে মারা গেছেন পাঁচজন হামাস নেতা। এই হামলা গত মাসেও ঘটে। তখনও ইজরায়েল শান্তিচুক্তি লঙ্ঘন করে গাজার বুকে হামলা চালিয়েছিল। এখন প্রশ্ন উঠেছে-এক মাস পর আবারও ফের সংঘাত কি দানা বাঁধতে যাচ্ছে দুই যুযুধান পক্ষের মধ্যে? প্রাপ্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শনিবার উত্তর ও মধ্য গাজার বিভিন্ন এলাকায় ইজরায়েলি সেনারা ধারাবাহিক আক্রমণ চালিয়েছে। এ হামলায় বহু বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে, সাধারণ মানুষ আতঙ্কে রয়েছে। নিহত ২২ জনের মধ্যে শিশুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। আহতদের মধ্যে রয়েছে গুরুতর অবস্থায় থাকা মানুষও। এই হামলার নেপথ্যে হামাসের সক্রিয়তার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ তুলে ইজরায়েলি সেনারা এই আক্রমণ চালিয়েছে। ইজরায়েলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, সম্প্রতি তাদের সেনাদের লক্ষ্য করে গাজার কিছু এলাকায় গোলাবর্ষণ করা হয়েছে। সেই ঘটনায় হামাসের হস্তক্ষেপ রয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। এরপরই ইজরায়েলি সেনারা প্রতিশোধমূলক ও প্রতিরক্ষা সুরক্ষার নামে গাজার বুকে এই মারণ হামলা চালায়। প্রসঙ্গত, গত মাসে মার্কিন রিপোর্টের ভিত্তিতে ইজরায়েল গাজায় হামলা চালায়। ওই রিপোর্টে হামাসের গোপন ষ।যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহুদি দেশটি তপর হয় এবং গাজার বিভিন্ন স্থানে হামলা চালায়। হামলার পর মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল, ' সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে এই পরিকল্পিত আক্রমণ যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে সরাসরি লঙ্ঘন করবে। মধ্যস্থতার মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে তা নষ্ট করবে।'

মার্কিন বিবৃতিতে হামাসকে হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, 'যদি হামাস এই আক্রমণ চালিয়ে যায়, তাহলে গাজার জনগণ এবং যুদ্ধবিরতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তবে সেই বিবৃতিতে স্পষ্ট করে বলা হয়নি, হামাস আক্রমণের উত্তরে কী ধরনের ব্যবস্থা নেবে আমেরিকা।

এই পরিস্থিতিতে, এক মাস পর ফের গাজায় হামলা চালানো ইজরায়েলি সেনাদের মাধ্যমে শান্তিচুক্তির সরাসরি লঙ্ঘন ঘটেছে। এই হামলার পর গাজার সাধারণ মানুষ আতঙ্কে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ধরণের হামলা শান্তিচুক্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। গাজা, যেটি ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে সংবেদনশীল একটি অঞ্চল, সেখানে এই পুনরাবৃত্তি সংঘাত আরও ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। শিশু, মহিলা এবং অসহায় সাধারণ মানুষদের ওপর আঘাত প্রমাণ করে, শান্তিচুক্তির লঙ্ঘন কতটা মানবিক ও সামাজিকভাবে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে এটি একটি বার্তা দিচ্ছে-যুদ্ধবিরতি চুক্তি থাকলেও তা কেবল কাগজে সীমাবদ্ধ থাকলে সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন হতে পারে। একদিকে ইজরায়েলের দাবি, হামাস তাদের সেনাদের লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে অন্যদিকে হামাসের দাবি, সাধারণ মানুষ এবং শিশুদের হত্যা করা হয়েছে। এই দ্বন্দ্ব আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করছে এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশের মধ্যস্থতার প্রক্রিয়া জটিল হয়ে উঠছে। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি আবারও দেখাচ্ছে যে, শান্তি চুক্তি থাকলেও তা বজায় রাখা কতটা কঠিন। সামরিক বাহিনীর প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ ও রাজনৈতিক উত্তেজনা দুইই নিরপেক্ষ মানুষের জন্য ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি করছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে, গাজার সাধারণ মানুষকে নিরাপদ রাখার জন্য অতিদ্রুত আন্তর্জাতিক পর্যায়ের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। সবমিলিয়ে বলা যায়, শনিবারের হামলা শুধু এক দিনের ঘটনা নয় এটি গাজার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির প্রতিফলন। এক মাসের ব্যবধানেও শান্তিচুক্তি লঙ্ঘন পুনরাবৃত্তি হওয়া, ভবিষ্যতে যুদ্ধবিরতি স্থিতি এবং দুই পক্ষের মধ্যে স্থায়ী শান্তি কতটা সম্ভব তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব আরও বড়। মধ্যস্থতা ও সংলাপ ছাড়া গাজার সাধারণ মানুষের জীবন সুরক্ষা সম্ভব নয়। এ হামলার প্রভাব কেবল প্যালেস্টাইন ও ইজরায়েল সীমান্তেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, এটি অঞ্চলের নিরাপত্তা, মানবাধিকার এবং আন্তর্জাতিক শান্তি প্রক্রিয়াকেও প্রভাবিত করবে। গাজার বর্তমান পরিস্থিতি এবং নিহত ২২ জনের মধ্যে শিশু ও মহিলাদের উপস্থিতি দেখিয়ে দিয়েছে, সংঘাত কেবল রাজনৈতিক নয়, বরং মানবিক বিপর্যয়ও ডেকে আনছে। এবার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নজর আরও জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে-যে কোনো মধ্যস্থতা ছাড়া গাজার সাধারণ মানুষদের জীবন বিপন্ন থাকবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

মহাকাশের থিয়া গ্রহের সঙ্গে সংঘর্ষে চাঁদের জন্ম ও থিয়ার অবলুপ্তি

সন্তান জন্মের সময় মায়ের মৃত্যু-এমন ঘটনা আমরা সাধারণত প্রাণিজগতে শুনি। কিন্তু এক চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার বলছে, মহাশূন্যেও এমন 'মহাজাগতিক মাতৃত্বের ত্যাগ' ঘটেছে। সম্প্রতি জার্মানি ও আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের একটি দল এমনই তথ্য প্রকাশ করেছেন। তাঁদের গবেষণার নিরিখে জানা যাচ্ছে, পৃথিবী ও চাঁদের বিভিন্ন পাথর থেকে সংগৃহীত আইসোটোপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে চাঁদের জন্মের রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। গবেষকরা বলছেন, প্রায় ৪.৫ কোটি বছর আগে, পৃথিবী যখন প্রোটো-আর্থের প্রাথমিক অবস্থায় ছিল, তখন একটি কাল্পনিক গ্রহ ' সঙ্গে ভয়াবহ সংঘর্ষ ঘটে। এই সংঘর্ষের ধ্বংসাবশেষ থেকে জন্ম নেয় আমাদের চাঁদ। আর থিয়া সেই সঙ্গে নিজের শক্তি ও তাপের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। অনেকটা যেমন প্রাণিজগতে একটি মায়ের ত্যাগ সন্তানের জন্মের সঙ্গে যুক্ত থাকে, মহাকাশেও ঠিক এমন এক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক বিশ্ববিদ্যালয় (জার্মানি) ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের (আমেরিকা) গবেষকরা পৃথিবী থেকে সংগৃহীত অন্তত ১৫টি পাথরের টুকরো, চাঁদের ছয়টি শিলাখণ্ড এবং বিভিন্ন ধূমকেতুর ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া আইসোটোপ নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন। তাঁদের বিশ্লেষণ অনুসারে, চাঁদের গঠন ও তার আণবিক বৈশিষ্ট্যি প্রমাণ করছে যে, এক বিশাল সংঘর্ষের পরই চাঁদ সৃষ্টি হয়। গবেষকরা জানাচ্ছেন, থিয়া মঙ্গলের মতো একটি গ্রহ ছিল। মহাশূন্যে তখন সদ্য 'বিগ ব্যাং' বা মহাবিস্ফোরণে পৃথিবী জন্ম নিয়েছে। প্রোটো-আর্থ নামের সেই প্রাথমিক পৃথিবীর সঙ্গে থিয়ার সংঘর্ষে যেকোনো গ্রহের মতো নয়, বরং এক ধরনের বিশাল সংঘাত ঘটে। সংঘর্ষের পর চাঁদ ছোট্ট উপগ্রহ হিসেবে আবির্ভূত হয়, এবং থিয়া নিজেই নিজের শক্তি ও তাপের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। থিয়া গ্রহ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে গবেষকরা বলছেন, এটি সৌরজগতের এক অজানা বস্তু ছিল। সূর্য এবং পৃথিবীর জন্মের কাছাকাছি থিয়াও আত্মপ্রকাশ করেছিল। তবে এর স্তর ও গঠন অন্য কোনো পরিচিত গ্রহ বা ধূমকেতুর সঙ্গে মেলেনি। ক্যালসিয়াম, জারকোনিয়াম, ক্রোমিয়াম, টাইটানিয়ামের মতো বিভিন্ন আইসোটোপের ভিন্নতা থিয়াকে কোনও একক সংস্থার মধ্যে আনা কঠিন করেছে। গবেষক টিম হোপ বলেন, সৌরজগত যে ধরনের ধূমকেতু বা গ্রহাণুর খণ্ড দিয়ে তৈরি হয়েছে, তার কোনওটার সঙ্গে থিয়ার মিল নেই। আমাদের পরিচিত কোনো নমুনার সঙ্গেই মেলে না তার বৈশিষ্ট্য। আমরা মনে করি, এটি হয়তো একটি অজানা বস্তু থেকে তৈরি হয়েছিল, অথবা একসময়ে সৌরজগতে থাকা ওই বস্তু পরে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। চাঁদের উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচলিত আছে। এর মধ্যে 'জায়ান্ট ইমপ্যাক্ট থিওরি' সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। এই তত্ত্ব অনুসারে, প্রাথমিক পৃথিবীর সঙ্গে একটি বৃহৎ গ্রহের সংঘর্ষে চাঁদের জন্ম হয়েছে। নতুন গবেষণায় সেই তত্ত্ব আরও শক্তিশালী প্রমাণ পেয়েছে। থিয়া গ্রহকে ঘিরে যে রহস্য, তা এখনও পুরোপুরি সমাধান হয়নি। গবেষকরা বলছেন, থিয়ার বিভিন্ন অংশে থাকা অন্তত নিউট্রনের সংখ্যা এবং তার ভরের বৈচিত্র্য এই গ্রহকে এক রহস্যময় বস্তু হিসেবে তুলে ধরেছে।

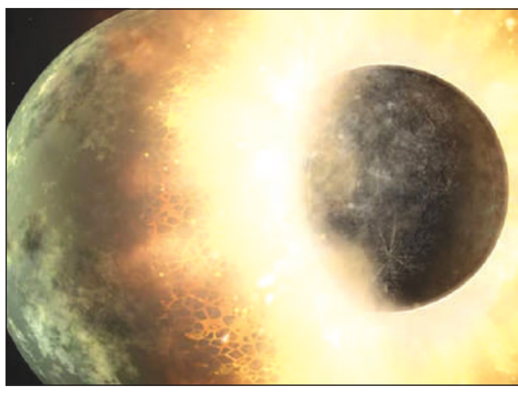

গবেষণায় পাওয়া তথ্য অনুসারে, থিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষের পর প্রোটো-আর্থের কক্ষপথে ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে পড়ে। সেই ধ্বংসাবশেষগুলো ধীরে ধীরে একত্র হয়ে চাঁদে রূপ নেয়। অর্থাৎ চাঁদকে আমরা দেখতে পাই, সেটি এক বিশাল মহাজাগতিক সংঘর্ষের জীবন্ত প্রমাণ। আর থিয়ার ধ্বংস আমাদের সৌরজগতের প্রাথমিক ইতিহাসের একটি অনন্য অধ্যায়ের দিকে ইঙ্গিত করছে। বিজ্ঞানীদের মতে, থিয়া এমন একটি বস্তু ছিল যা আজও পুরোপুরি বোঝা যায়নি। এটি হয়তো সৌরজগতের অন্য কোনো অজানা উৎস থেকে সৃষ্টি হয়েছিল, অথবা একসময় প্রমাণ সাপেক্ষে অস্তিত্ব হারিয়েছে। চাঁদের জন্ম ও থিয়ার ধ্বংস আমাদের সৌরজগতের গঠন, প্রাথমিক গ্রহের আচরণ এবং মহাকাশের বিশাল সংঘাতের প্রক্রিয়া বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণা চাঁদের জন্মকথার নতুন অধ্যায় লিখেছে। একই সঙ্গে মহাকাশ বিজ্ঞানের এমন প্রশ্নগুলো সামনে এনেছে, যা এখনও গবেষণার অপেক্ষা করছে। থিয়ার অস্তিত্ব ও এর রহস্য শুধুমাত্র চাঁদের ইতিহাসের জন্য নয়, পুরো সৌরজগতের বিবর্তন বোঝার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানীরা আশাবাদী, ভবিষ্যতে আরও উন্নত প্রযুক্তি ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে থিয়ার উৎপত্তি এবং এর সঙ্গে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। এভাবেই, প্রাচীন মহাকাশের সেই ভয়াবহ সংঘর্ষ আমাদের চোখে চাঁদকে এনে দিয়েছে, আর থিয়াকে রেখে দিয়েছে রহস্যময় স্মৃতি-একটি 'মায়ের ত্যাগের গল্প' মহাশূন্যে।

ডানার জোরে ভারত থেকে কেনিয়া, তিন খুদে বাজপাখির বিশ্বরেকর্ড উড়ান

যা পাখি উড়তে দিলাম তোকে। এই অমোঘ বিশ্বাস আর প্রযুক্তির সাহায্যে ভারতের তিনটি খুদে বাজপাখি উড়ে পৌঁছেছে দূরবর্তী আফ্রিকার দেশে - কেনিয়া। শুধু বিশ্বাস নয়, এ উড়ানেই তৈরি হলো নতুন এক বিশ্বরেকর্ড। শীতে পরিযায়ী পাখিরা কীভাবে মাইলের পর মাইল পথ পেরিয়ে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে পৌঁছাতে পারে, তা প্রমাণ করল এই তিন খুদে পক্ষীর অক্লান্ত যাত্রা। এই কীর্তিকৃত পাখিগুলো হলো আমুর বাজপাখি, বাজের সমাজে সবচেয়ে ছোট প্রজাতি। সাধারণত এদের মূল বাসস্থান সাইবেরিয়া, কিন্তু ভারতে বিশেষভাবে মণিপুরে এদের দেখা মেলে। এবার গবেষকরা তিনটি পাখিকে - আপাপাং, আলাং এবং আহু - স্যাটেলাইট ট্র্যাকার লাগিয়ে উড়িয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। প্রতিটি পাখির ওজন মাত্র ১৫০ গ্রাম। শরীরের ক্ষুদ্রতা দেখে কেউ ভাবতেই পারত না, এরা এতদূর উড়তে পারবে। প্রকৃতির এক বিস্ময়ঃ আপাপাং মণিপুর থেকে হর্ন অফ আফ্রিকার পথে ৬১০০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে কেনিয়ায় পৌঁছেছে। আর আলাং তেলেঙ্গানা থেকে ৫৬০০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে কেনিয়ার ভুমিতে নামেছে। আলাং একবার মহারাষ্ট্রের কাছে বিরতি নিয়েছিল। তৃতীয় পাখি আহু বাংলাদেশ হয়ে ৫১০০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে কেনিয়ার সাভো জাতীয় উদ্যানে পৌঁছেছে। এ তিন খুদে বাজের প্রতিটি পদক্ষেপ দেখাচ্ছে, ক্ষুদ্রতম প্রজাতিও দীর্ঘতম আকাশপথ পেরোতে সক্ষম। গবেষক ও পক্ষী বিশেষজ্ঞরা বলেন, এদের এই যাত্রা শুধু রেকর্ড নয়, এটি শীতকালে পরিযায়ী পাখির চলাচলের রহস্যও উন্মোচন করছে। পরিযায়ী পাখিরা হাজার হাজার কিলোমিটার পেরিয়ে অন্যান্য মহাদেশে পৌঁছাতে পারে। ডানার শক্তি, শরীরের সহনশীলতা, অভ্যাস এবং নেভিগেশন দক্ষতার সমন্বয়ে এই দীর্ঘ পথ সম্ভব হয়। এই তিন খুদে বাজ প্রমাণ করল, একেকটি ক্ষুদ্র পাখিরও শক্তি কম নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতকালে পাখিদের যাত্রা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে খাবারের সন্ধান ও নিরাপদ আবাসের জন্য। তবে সাধারণত ছোট প্রজাতির পাখির এত দীর্ঘ পথ পেরোনো অসম্ভব মনে করা হতো। এবার আপাপাং, আলাং এবং আহুর এই যাত্রা সেই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। গবেষকরা জানাচ্ছেন, এই ধরনের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ভবিষ্যতে পরিযায়ী পাখির অভ্যাস, জলবায়ুর প্রভাব এবং পাখিদের সংরক্ষণ কৌশল নির্ধারণে সাহায্য করবে। তিন খুদে বাজপাখি একে অপরের সঙ্গে আলাদা পথে উড়েছে। আপাপাং হর্ন অফ আফ্রিকার তীর ধরে সরাসরি কেনিয়ায় পৌঁছেছে। আলাং তেলেঙ্গানা থেকে যাত্রা শুরু করে মহারাষ্ট্রে একবার বিশ্রাম নিয়েছে, তারপর কেনিয়া পৌঁছেছে। আহু বাংলাদেশের সীমান্ত পেরিয়ে সাভো জাতীয় উদ্যানে নামেছে। গবেষকরা বলেছেন, এরা ডানার জোর এবং দূরদূরান্তের পথ চিনে ফেরার অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়েছে। এ অভিজ্ঞতা শুধু গবেষক নয়, সাধারণ মানুষকেও মুগ্ধ করেছে। নানান মহাদেশ অতিক্রম করা, হঠা আবহাওয়ার পরিবর্তন সামলানো এবং নিজের ডেরা চেনার ক্ষমতা-এই সব মিলিয়ে তিন খুদে বাজপাখির যাত্রা বিশ্বব্যাপী পরিযায়ী পাখির ভ্রমণ কাহিনিতে নতুন অধ্যায় যোগ করল। মণিপুরের স্থানীয়দের কাছে এই পাখিরা কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। ছোট্ট পাখিগুলোকে স্যাটেলাইট ট্র্যাকার লাগিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা প্রথমে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তিন খুদে বাজপাখি যে এত দূরত্ব পেরিয়ে সাফল্যের সঙ্গে গন্তব্যে পৌঁছাবে, তা দেখার পরে সবাই অভিভূত।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে ২৭ নভেম্বরের মধ্যে শান্তিচুক্তিতে রাজি হতে হবে

সংবাদ সংস্থা, ২৩ নভেম্বর ঃ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে একের পর এক উদ্যোগ গ্রহণের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে সরাসরি সতর্কবার্তা দিয়েছেন। ট্রাম্পের দাবি, যদি ইউক্রেন শান্তিচুক্তিতে রাজি না হয়, তবে ইউক্রেনের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কোনও ফল হবে না। তিনি ২৭ নভেম্বরের মধ্যে ইউক্রেনকে শান্তিচুক্তিতে রাজি হতে বাধ্য করবেন বলেও জানিয়েছেন। শনিবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প বলেন, যদি জেলেনস্কি শান্তিচুক্তিতে রাজি না হন, তাহলে তিনি নিজের মতো লড়াই চালিয়ে যেতে পারেন, তবে আমি যুদ্ধ থামিয়েই ছাড়ব। আগামী ২৭ নভেম্বরের মধ্যে ইউক্রেনকে রাজি হতেই হবে। ট্রাম্প আরও বলেন, শান্তিচুক্তিই তাঁদের শেষ পদক্ষেপ নয়, যদি এটি কার্যকর করতে কোনও জটিলতা তৈরি হয়, তাহলে অন্য পথও খোলা রয়েছে। আমরা শান্তি স্থাপন করবই, যোগ করেন ট্রাম্প। এদিকে, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি জানিয়েছেন, আমেরিকা তাদের প্রস্তাব মেনে নেওয়ার জন্য ইউক্রেনকে ক্রমাগত চাপ দিচ্ছে। তিনি পরিস্থিতিকে ইউক্রেনের ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন সময় হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই পরিস্থিতি এমন সময় সৃষ্টি হয়েছে যখন রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধের সুত্রপাতের পর থেকে প্রায় তিন বছরেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে।

বিজেপি উন্নয়নের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধঃ খগেন মুর্মু

বর্ধমান, ২৩ নভেম্বর (হি.স.)ঃ বিজেপি সর্বদা দেশের উন্নয়নের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জোর দিয়ে বললেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। রবিবার বর্ধমানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা তিনি বলেন।

নাম পরিবর্তন

আমি, আমির হোসেন, পিতা-আনারুল, গ্রাম-জানকীনগর, পোস্ট-মাড্ডা, থানা-বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ ৭৪২১৬৩, আমার সঠিক নাম আমির হোসেন, পিতা-আনারুল, যেটা আমার ভোটার কার্ড নাম্বার ZUY0677757 উল্লেখিত আছে। এবং আমার ভুল নাম আছিরুদ্দিন, পিতা- আনারুল সেখ, যেটা আমার ২০০২ বছরের ভোটার লিস্ট তালিকা নম্বরWB/10/064/240284 নম্বরে উল্লেখিত আছে। আমার নাম আমির হোসেন, পিতা -আনারুল, এবং আছিরুদ্দিন, পিতা- আনারুল সেখ, দুজনেই একই ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Abul Kashem Biswas (Old Name) S/O–Nairuddin resident of Vill & Po-Sadikhan Diar, Ps-Jalangi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Abul Kashem Biswas to Kasem Biswas and henceforth I shall be known as Kasem Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the S.D.E.M at Domkal court on 30/10/2025. My name Kasem Biswas & Abul Kashem Biswas both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, নাছিয়া বিবি স্বামী- আমির হোসেন, গ্রাম-জানকীনগর, পোস্ট-মাড্ডা, থানা-বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ ৭৪২১৬৩, আমার সঠিক নাম নাছিয়া বিবি, স্বামী-আমির হোসেন, যেটা আমার ভোটার কার্ড নাম্বার ZUY0677765 উল্লেখিত আছে। এবং আমার ভুল নাম নাছিয়া বিবি, স্বামী-আছিরুদ্দিন যেটা আমার ২০০২ বছরের ভোটার লিস্ট তালিকা নম্বর WB/10/06/4240285 নম্বরে উল্লেখিত আছে। আমার নাম নাছিয়া বিবি, স্বামী-আমির হোসেন এবং নাছিয়া বিবি স্বামী-আছিরুদ্দিন দুজনেই একই ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Sonar Uddin Shaikh (Old Name) S/O–Azgar Shaikh residing at Vill & PO-Panditpur, PS-Dhubulia, Nadia, West Bengal 741140 do hereby declared that I have changed my name from Sonar Uddin Shaikh to Sonar Uddin Sekh and henceforth I shall be known as Sonar Uddin Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on23/11/2025. My name Sonar Uddin Sekh & Sonar Uddin Shaikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Surajit Ghosh (Old Name) S/O–Sunil Ghosh residing at Vill & PO-Kamgachi, PS-Taherpur, Nadia, West Bengal 741254 do hereby declared that I have changed my name from Surajit Ghosh to Surojit Ghosh and henceforth I shall be known as Surojit Ghosh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/11/2025. My name Surojit Ghosh & Surajit Ghosh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nachhiya Bibi W/O –Amir Hossain resident of Vill- Janakinagar, Po- Madda, Ps-Beldanga, Dist- Murshidabad , West Bengal, Pin-742163. That my original name is Nachhiya Bibi W/O –Amir Hossain which has been recorded in my Voter Card No- ZUY0677765 . That my wrongly name has been recorded in the Voter List of 2002, Sl No.-13, 64 -Beldanga Assembly Voter Id No. WB/10/064/240285 as Nachhiya Bibi W/O-Acchiruddin . My name Nachhiya Bibi W/O –Amir Hossain and Nachhiya Bibi W/O-Acchiruddin is the same and one identical person declared by Executive Magistrate at Berhampore court , Murshidabad dated on 04/11/2025

NAME CHANGE

I, Shaikh Naser Ahamed (Old Name) son of Late Sk Serajul Haque, residing at Vill - Lakshya, P.O.- Kumarara, P.S.-Mahishadal, Dist- Purba Medinipur, Pin-721632, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Naser Ahamed (New name), son of Late Sk Serajul Haque, as declared before the Notary Public at Kolkata dated 21/11/2025. Sk Naser Ahamed (New Name) and Shaikh Naser Ahamed (Old name).both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nomita Mondol (Old Name) wife of Late Prasanta Mondal, residing at ,Vill - Khamar Shibtala, P.S.- Rajarhat, Dist - 24 Parganas (North), Pin-700135, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Namita Mondal (New name) as declared before the notary public at Kolkata dated 21/11/2025. Namita Mondal (New Name) and Nomita mondol (Old name).both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I SARAT CHANDRA SARKAR S/O SHUSHIL SARKAR residing at Parbatipur Jharkhali Bazar P.S.-Jharkhali Coastal, South 24 Parganas-743312, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as SHARAT SARKAR as declared before the Ld. Executive Magistrate at Canning South 24 Parganas vide affidavit No 5512/25, Dated 20/11/2025. SARAT CHANDRA SARKAR and SHARAT SARKAR both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, KANAILAL BISWAS (old name) S/O-NIRANJAN BISWAS residing at KULGACHI PO-DALUABARI PS- DHANTALA DIST-NADIA PIN-741501, West Bengal do here by declare that ,I have changed my name from KANAILAL BISWAS (old name) to (new name) KANAI BISWAS and I shall be henceforth be known as KANAI BISWAS (new name) in all purpose, vide an affidavit before the LD. JUDICIAL MAGISTRATE (1ST CLASS), RANAGHAT court dated on 14/07/2025. KANAI BISWAS (New name)and KANAILAL BISWAS (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I RAMJAN SHAIKH S/O ASAN SHAIKH R/O VILL + P.O MAHAT PUR PS-CHAPRA DIST NADIA W. B. HAVE CHANGED MY NAME RAMJAN SHAIKH S/O ASAN SHAIKH TO RAMJAN SEKH S/O ASAN SEKH MY WIFE BEAUTI SHAIKH TO BEAUTI SEKH, MY MOTHER HALEMA SHAIKH TO HALEMA SEKH ALL ARE SAME PERSON AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KRISHNAGAR VIDE AFFIDAVIT SL NO 14/25 DATED 15/10/25

NAME CHANGE

I, ROUSON PARBHEJ (old name) S/O - KAIMUDDIN ALI residing at VILL-BIDUPUR PO- SARKAR PARA PS- JALANGI DIST-MURSHIDABAD PIN-742305. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ROUSON PARBHEJ (old name) to ROUSHAN PERVEJ (new name) and henceforth, I shall be known as ROUSHAN PERVEJ (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at DOMKAL court dated on 22/11/2025 . ROUSHAN PERVEJ (new name) & ROUSON PARBHEJ (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, RAKINURJAMAN MOLLAH (old name) S/O - SAFIKUL MOLLA residing at VILL-PAJHRAPARA PO-HAREKRISHNAPUR PS-SAGARPARA DIST-MURSHIDABAD PIN-742305. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from RAKINURJAMAN MOLLAH (old name) to RAKINUR JAMAN MOLLA (new name) and henceforth, I shall be known as RAKINUR JAMAN MOLLA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at DOMKAL court dated on 22/11/2025 . RAKINUR JAMAN MOLLA (new name) & RAKINURJAMAN MOLLAH (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MD MOZAMMEL HOQUE (old name) S/O - NABIRUDDIN residing at VILL-NARAYANPUR PO-AMDAHARA PS-RANITALA DIST-MURSHIDABAD PIN-742123. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MD MOZAMMEL HOQUE (old name) to MOJAMMEL HAQUE (new name) and henceforth, I shall be known as MOJAMMEL HAQUE (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at DOMKAL court dated on 22/11/2025 . MOJAMMEL HAQUE (new name) & MD MOZAMMEL HOQUE (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MANJURA BIBI (old name) W/O - MD MOZAMMEL HOQUE residing at VILL-NARAYANPUR PO-AMDAHARA PS-RANITALA DIST-MURSHIDABAD PIN-742123. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MANJURA BIBI (old name) to MUNJURA BIBI (new name) and henceforth, I shall be known as MUNJURA BIBI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at DOMKAL court dated on 22/11/2025 . MUNJURA BIBI (new name) & MANJURA BIBI (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SAFIKUL MOLLAH (old name) S/O - INASAR MOLLA residing at VILL-PAJHRAPARA PO- HAREKRISHNAPUR PS-SAGARPARA DIST-MURSHIDABAD PIN-742305. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SAFIKUL MOLLAH(old name) to SAFIKUL MOLLA (new name) and henceforth, I shall be known as SAFIKUL MOLLA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at DOMKAL court dated on 22/11/2025 .SAFIKUL MOLLA (new name) & SAFIKUL MOLLAH (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SANUYARI BIBI (old name) W/O-MATIBUR RAHAMAN residing at KUMARGANJ SIMALTALA PO-KUMARGANJ P.S-KALIGANJ DIST-MALDA PIN-732102 , West Bengal do here by declare that ,I have changed my name from SANUYARI BIBI (old name) to (new name) SANUYARU BIBI and I shall be henceforth be known as SANUYARU BIBI (new name) in all purpose, vide an affidavit before the Notary public at Berhampore court dated on 24/11/2025. SANUYARU BIBI (New name)and SANUYARI BIBI (old name) both sons name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sk Sahidullah S/o Late Sekh Hikmatullah Residing at Vill - Mandermani, P.o - Silampur, District - Purba Medinipur, Pin- 721455, West Bengal India that my minor son who previously known as Sekh Rakib Ullah (Old Name) shall henceforth be known as Sk Rakib Ullah (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 21-11-2025. I declare that my Minor son Sekh Rakib Ullah (Old Name) and Sk Rakib Ullah (New Name) is same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sekh Sahidullah (Old Name) S/o Late Sekh Hikmatullah Residing at Vill - Mandermani, P.o - Silampur, District - Purba Medinipur, Pin - 721455, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Sk Sahidullah (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 21-11-2025. Sekh Sahidullah (Old Name) and Sk Sahidullah (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Deepika Dahal (Old Name) W/o Rajesh Biswas Residing at Saroj Park Taki Road, Barasat, P.o - Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700124, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Deepika Dahal Biswas (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 21-11-2025. Deepika Dahal (Old Name) and Deepika Dahal Biswas (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Dharminder Kumar Verma, Dharmindra Kumar Verma (Old Name) S/o Late Sachitanand Verma Residing at P-307/D/1, Brahmo Samaj Lane, P.o - Garden Reach, District - Kolkata, Pin - 700024, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Dharmindar Kumar Verma (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 21-11-2025. Dharminder Kumar Verma, Dharmindra Kumar Verma (Old Name) and Dharmindar Kumar Verma (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Surendar Kumar Nagpal (Old Name) S/o Paran Chandra Nagpal Residing at 293, G T Road Sardar Bhawan, Belur, District - Howrah, Pin - 711202, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Surendra Kumar Nagpal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 21-11-2025. Surendar Kumar Nagpal (Old Name) and Surendra Kumar Nagpal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Monoranjan Sarkar (Old Name) S/o Harendra Sarkar Residing at Uttar Kanchdaha, P.o - Kachdaha, P.s - Swarupnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743247, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Manoranjan Sarkar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 21-11-2025. Monoranjan Sarkar (Old Name) and Manoranjan Sarkar (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Soyed Ali Mondal, Sahid Ali Mandal (Old Name) S/o Chhamad Mondal Residing at Chowrashi, Vtc - Chaurashi, P.o - Chorashi, District - North 24 Parganas, Pin - 743424, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Sahid Ali Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 30/2025 Dated 21-11-2025. Soyed Ali Mondal, Sahid Ali Mandal (Old Name) and Sahid Ali Mondal (New Name) both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Sanjay Kumar Sarbadhikary, Sanjoy Sarbadhikary (Old Name) S/o Biswas Ranjan Sarbadhikary Residing at 49, Lenin Sarani, Dharmatala, Vtc+P.o - Dharmatala, District - Kolkata, Pin - 700013, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Sanjay Sarbadhikary (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 31/2025 Dated 21-11-2025. Sanjay Kumar Sarbadhikary, Sanjoy Sarbadhikary (Old Name) and Sanjay Sarbadhikary (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Bimal Ch Biswas (Old Name) S/o Murari Biswas Residing at Sarahati, Sindrani, Bagda, District - North 24 Parganas, Pin - 743297, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Bimal Biswas (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 29/2025 Dated 21-11-2025. Bimal Ch Biswas (Old Name) and Bimal Biswas (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Parthapratim Bhattacharjee, Parthapratim Bhattacharya (Old Name) S/o Madan Mohan Bhattacharjee Residing at 51/1, C.S. Mukherjee Street, Konnagar, Vtc - Konnagar (M), P.o - Konnagar, District - Hooghly, Pin - 712235, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Partha Pratim Bhattacherjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 26/2025 Dated 21-11-2025. Parthapratim Bhattacharjee, Parthapratim Bhattacharya (Old Name) and Partha Pratim Bhattacherjee (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Bhavika Kotecha (Old Name) W/o Bhushan Kotecha Residing at 40B Paddapukur Road, Bhawanipur, L.R. Sarani, District - Kolkata, Pin - 700020, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Bhavika Mehta (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 28/2025 Dated 21-11-2025. Bhavika Kotecha (Old Name) and Bhavika Mehta (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Susil Jain (Old Name) S/o Bishambar Prasad Jain Residing at G-12, Zonal Centre, Sagarbhanga, Durgapur District - Paschim Bardhaman, Pin - 713211, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Susil Kumar Jain (New Name) as declared before the Kolkata vide affidavit Date 21-11-2025. Susil Jain (Old Name) and Susil Kumar Jain (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Swapan Saha (Old Name) S/o Naresh Chandra Saha Residing at DC-201, Sampriti Co-Op Housing society Ltd, Action Area-I, Near Biswa Bangla Gate, New Town, P.o - New Town, District - North 24 Parganas, Pin - 700156, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Swapan Kumar Saha (New Name) as declared before the Kolkata vide affidavit Date 21-11-2025. Swapan Saha (Old Name) and Swapan Kumar Saha (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sk Moidul Islam (Old Name) S/o Sk Nurul Islam Residing at Panchpota, Kaswara, District - Hooghly, Pin - 712102, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sk Maidul Islam (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 27/2025 Dated 21-11-2025. Sk Moidul Islam (Old Name) and Sk Maidul Islam (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rshi Jahan Siddique (Old Name) W/o Rashid Siddique Residing at 10, Ahiri Pukur 1st Lane, P.o - Ballygunge, P.s - Karaya, District - Kolkata, Pin - 700019, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Arshi Jahan Siddique (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Sealdah, vide affidavit no 12816 Dated 18-11-2025. Rshi Jahan Siddique (Old Name) and Arshi Jahan Siddique (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rashd Siddique (Old Name) S/o Md. Kabir Siddique Residing at 10, Ahiri Pukur 1st Lane, P.o - Ballygunge, P.s - Karaya, District - Kolkata, Pin - 700019, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Rashid Siddique (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Sealdah, vide affidavit no 12816 Dated 18-11-2025. Rashd Siddique (Old Name) and Rashid Siddique (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md. Sahidul Mondal (Old Name) S/o Ali Kadar Mondal Residing at Vill - Natidanga, P.o - Gopal Nagar, P.s - Gopal Nagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743262, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sahidul Mondal (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 21-11-2025. Md. Sahidul Mondal (Old Name) and Sahidul Mondal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sk Md Ali Hossin (Old Name) S/o Sk Sadek Ali Residing at Vill+P.o - Balpai, P.s - Khanakul, District - Hooghly, Pin - 712416, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sk Md Ali Hossain (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 21-11-2025. Sk Md Ali Hossin (Old Name) and Sk Md Ali Hossain (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I SARAT CHANDRA SARKAR S/O SHUSHIL SARKAR residing at Parbatipur Jharkhali Bazar P.S.-Jharkhali Coastal, South 24 Parganas-743312, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as SHARAT SARKAR as declared before the Ld. Executive Magistrate at Canning South 24 Parganas vide affidavit No 5512/25, Dated 20/11/2025. SARAT CHANDRA SARKAR and SHARAT SARKAR both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, ARNAB RAY, S/o AKHIL ROY, residing at Itna Banipur, P.O. Banipur, P.S. Habra Dist. North 24 Pgs. have changed my name and shall henceforth be known as ARNAB ROY as declared before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat vide affidavit No 10114 dt 1/10/2020. ARNAB RAY and ARNAB ROY both are one and same identical person.

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সাপকে অক্ষত রেখে নিরাপদে ধরার কৌশল শেখাতে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের বাঁকুড়া বনদপ্তরের

অনিরুদ্ধ সরকার,বাঁকুড়াঃ স্থানীয় মানুষদের জীবন রক্ষা এবং বন্যপ্রাণীদের সংরক্ষণ-এই দুই লক্ষ্যকে সামনে রেখে শনিবার বাঁকুড়া জেলার উত্তর বন বিভাগের উদ্যোগে এক বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। সাপের ছোবলে মৃত্যুর গড় অনুপাত অনেক বেশি। তাই সাপ দেখলেই আতঙ্কিত মানুষজন অনেকেই আঘাত করে ফেলেন। যার ফলে কিভাবে পরিবেশের বাস্তুতন্ত্রে খাদ্য-শৃঙ্খলের ভারসাম্য নষ্ট হয়। প্রশিক্ষণে মূলত সাপকে আঘাত না করে কীভাবে ধরা যায়, নিরাপদে উদ্ধার করা যায় এবং সাপের কামড়ের মতো জটিল পরিস্থিতিতে দ্রুত কীভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে-এ বিষয়ে বনকর্মীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এদিন এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নেন উত্তর বনবিভাগের বিভিন্ন রেঞ্জের বন আধিকারিকেরা বিশেষজ্ঞ সাপুড়ে ও বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন বিষধর ও নির্বিষ সাপ চেনার উপায়, মানুষের বসতি এলাকায় সাপ ঢুকে পড়লে আতঙ্ক না ছড়িয়ে নিরাপদে উদ্ধার করার কৌশল, এবং সাপের কামড়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ও সময়মত হাসপাতালে পাঠানোর গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন মনসা বায়োটেক নামক একটি বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি সৌরভ রায়। পাশাপাশি এদিন তিনি সাপ ধরার আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং মানুষকে আতঙ্কমুক্ত রেখে সাপকে বাঁচানোর উপায় সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক শিক্ষাদান করেন। অংশগ্রহণকারীদের হাতে-কলমে বিভিন্ন ডেমো প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। বাঁকুড়া জেলা উত্তর বন আধিকারিক সেখ ফরিদ জানান, প্রকৃতিকে রক্ষা করতে গেলে সাপও আমাদের এক মূল্যবান সম্পদ। মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে সাপের প্রাণ নষ্ট করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তাই সাপকে অক্ষত রেখে উদ্ধার এবং মানুষের জীবন বাঁচানো-এই দুইয়ের সমন্বয় করতেই এই প্রশিক্ষণ। মূলত মানুষের বাড়ি, ধানবাড়ি, মাঠ বা জনবসতিপূর্ণ এলাকায় সাপ ঢুকে পড়লে তা মেরে ফেলার প্রবণতা এখনো অনেক জায়গায় রয়েছে। ফলে একদিকে মানুষ ঝুঁকিতে থাকে, অন্যদিকে নির্বিচারে সাপ হত্যা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। তাই সাপকে আঘাত না করে নিরাপদে ধরার প্রযুক্তি বনকর্মীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া জরুরি। আমাদের বন্যপ্রান সংরক্ষণের প্রতি আগামীদিনে আরো সজাগ থাকতে হবে তাই এই ধরনের বিভিন্ন কর্মশালা করার পরিকল্পনা করছি। প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া বনকর্মীরা জানান, এই ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতে গ্রামীণ এলাকায় মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। সাপ দেখলেই মেরে ফেলার প্রবণতা কমবে এবং একইসঙ্গে দুর্ঘটনাজনিত সাপের কামড়ের ঘটনাও কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। যার ফলে পরিবেশে বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য খাদকের ভারসাম্য রক্ষা পাবে।

আবার চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনা

নিজস্ব সংবাদাদাতা, মালদা, ২৩ নভেম্বর ঃ গণপিটুনিতেই মৃত্যু অভিযোগ পরিবারের। ঘটনায় এখনো পর্যন্ত গ্রেফতার তিন। মালদহ শহরের ইংলিশ বাজার থানার ইংলিশবাজার নিযন্ত্রিত বাজার সমিতির ঘটনা। জানা যায় গতকাল সন্ধ্যায় চোর সন্দেহে সংশ্লিষ্ট বাজারের লোকজন শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মহিশ মাটি এলাকার বাসিন্দা, সামজান শেখ কে বেধড়ক মারধর করে। মেরে হাত-পা ভেঙ্গে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিৎসা চলাকালীন রাত্রে মৃত্যু হয় তার। পরিবার এবং প্রতিবেশীদের অভিযোগ, সামজান শেখ এলাকায় ভালো মানুষ হিসাবে পরিচিত। তার এক ছেলে এবং এক মেয়ে রয়েছে। বাবা মারা যাওয়ায় তার ওপর নির্ভরশীল ছিল তার গোটা পরিবার। মালদা শহরের ঝলঝলিয়া এলাকায় একটি মুরগির দোকানে কাজ করত সে। চুরি না করেও তাকে চোরের অপবাদ দিয়ে মারধর করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তার স্ত্রী। পুলিশের কাছে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন তার পরিবার। এদিকে এই ঘটনার তদন্ত নেমে পুলিশ ইতিমধ্যে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে।

কোন্নগরে এনিউমারেশন ফর্ম বিলি করার সময়ে অসুস্থ বিএলওকে আর্থিক সাহায্য মুখ্যমন্ত্রীর

বনস্পতি দে, কোন্নগর, ২৩ নভেম্বর ঃ কোন্নগর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে এনিউমারেশন ফর্ম বিলি করার সময়ে আচমকাই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তপতী। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে পরীক্ষা করে চিকিৎসকরা জানান, তপতীর সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে। এর পরেই তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কোন্নগরের বিএলও তপতী বিশ্বাস। পরিবারের অভিযোগ, কাজের চাপেই তাঁর সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। শুক্রবার তাঁকে ১ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। গোটা ঘটনার কথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানান তপতীর দেওর প্রদীপ বিশ্বাস। এ দিন তপতীর পরিবারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। সব রকম ভাবে সাহায্যের আশ্বাস দেন তিনি। এর পরেই কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে তপতীর স্বামী ছবি বিশ্বাসের হাতে ১ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন শ্রীরামপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরের এক আধিকারিক। তপতী কোন্নগরের নবগ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। পেশায় তিনি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। এ দিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত দেওর প্রদীপ বিশ্বাস বললেন, ‘ সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। তিনি সবরকম ভাবে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।’ তপতীর সুগার বেড়েছে বলে জানিয়েছেন প্রদীপ। এসআইআর শুরুর পর থেকেই কাজের চাপ নিয়ে সরব হয়েছিলেন বিএলও-দের একাংশ। গত এক মাসে বাংলায় একাধিক বুথ লেভেল অফিসারের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে এসআইআর স্থগিতের আবেদন জানিয়ে কমিশনকে চিঠিও লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পূর্বস্থলীতে উদ্বোধন হল অত্যাধুনিক ভ্রাম্যমান চিকিৎসাযান

পূর্বস্থলী, ২৩ নভেম্বর ঃ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ উদ্যোগে গ্রামবাংলার মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে একটি অত্যাধুনিক ভ্রাম্যমান স্বয়ংসম্পূর্ণ চিকিৎসাযান (মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট) দেওয়া হয়েছে পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভাকে। শনিবার পূর্বস্থলী ১ ব্লকের দোগাছিয়া গ্রাম থেকে এই চিকিৎসাযানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এই মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিটের মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষরা নিম্নলিখিত পরিষেবাগুলি একসঙ্গে ও বিনামূল্যে পাবেন-রক্তের উচ্চ রক্তচাপ নির্ণয়, ইসিজি, গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্য চোখের পরীক্ষা, জ্বরের পরীক্ষাএদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়, পূর্বস্থলী ১ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সাইনেক সোম, পূর্বস্থলী-২ স্বাস্থ্য আধিকারিক শুভ রায়, পঞ্চায়েত প্রধান অপর্ণা চ্যাটার্জি সহ একাধিক প্রশাসনিক ও পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানান, সরকারের লক্ষ্য-স্বাস্থ্য পরিষেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া। এই চিকিৎসাযান সেই লক্ষ্যকে আরও এগিয়ে নেবে। স্থানীয় মানুষের আশা, এই মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট চালু হওয়ায় চিকিৎসার জন্য দূরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার দুর্ভোগ অনেকটাই কমবে এবং গ্রামাঞ্চলের রোগীদের দ্রুত চিকিৎসা পাওয়ার পথ আরও প্রশস্ত হবে।

জীবিত বৃদ্ধা ভোটার তালিকায় ‘মৃত’? চাঞ্চল্য শিবপুরে

সুমন আদক, হাওড়া, ২৩ নভেম্বর ঃ জীবিত বৃদ্ধা ভোটার তালিকায় ‘মৃত’ ? চাঞ্চল্য শিবপুরে। সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিলেন বিএলও। শিবপুরের রামমোহন মুখার্জি লেনে চাঞ্চল্য। জানা গেছে, হাওড়ার শিবপুরের রামমোহন মুখার্জি লেনের বাসিন্দা শ্যামলী দেবী বন্দোপাধ্যায়ের (৬৮) ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে। এমনকি তিনি ২০০২ সালের পরে যতগুলি ভোট হয়েছিল তিনি ভোটও দিয়েছেন। তবে এ বছরের প্রথম দিকে যে নতুন ভোটার তালিকা নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করেছে তাতে নাম নেই শ্যামলী দেবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর স্বামী গৌরপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মারা গেছেন সাত বছর আগে। একমাত্র মেয়ে সেও মারা গেছেন। বাড়িতে কার্যত একাই থাকেন বৃদ্ধা। তার উপর তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ। এই পরিস্থিতিতে কি করবেন তা ঠিক করতে পারছেন না। হাওড়া পুরসভার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর অরুণ রায়চৌধুরী বলেন, জীবিত মানুষকে যেভাবে ভোটার তালিকায় মৃত বলে দেখানো হচ্ছে তাতে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। এখন প্রবীণ জীবিত ভোটারকে প্রমাণ করতে হচ্ছে যে তিনি মারা যাননি। জানা গেছে, ভোটার লিস্টে নাম তোলার জন্য তাঁকে নতুনভাবে আবেদন করতে হবে। সপ্তাহ দুয়েক আগে মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের ২৯৯ পার্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও ওই বৃদ্ধার বাড়ি যান। বাড়িতে গিয়ে ছয় নম্বর ফর্ম দিয়ে আসেন। রমেশ বাবু জানান, সেই ফর্ম ডিসেম্বর মাসে বাড়ি থেকে সংগ্রহ করা হবে। তিনি সবকিছুই ওই ভোটারকে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছেন বলে বিএলও দাবি করেছেন।

সরকারি সুবিধা পেতে জীবিত ব্যক্তি মৃত হলো কুলতলিতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ২৩ নভেম্বর ঃ এবার বেঁচে থেকে মৃত মানুষ হলো এক ব্যক্তি কুলতলিতে। সরকারি সুবিধা পেতে নিজের নাম ভাঁড়িয়ে, জীবিত হলো মৃত। আর আজব এই ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলিতে। কৃষকবন্ধু ডেথ প্রকল্পের সুবিধা পেতেই ভুয়ো মৃত শংসাপত্র। ভুয়ো ডেথ সার্টিফিকেট খারিজ করে দিলো কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। ডেথ সার্টিফিকেটের যাবতীয় রেকর্ড বাতিল করে,জীবিত কে জীবিতের মতন সমস্ত নথি সক্রিয় ভাবে ব্যবহার করার পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ আদালতের। ২ সপ্তাহের মধ্যে পদক্ষেপ গ্রহন করতে নির্দেশ রাজ্যের চিফ রেজিস্ট্রার, জন্ম ও মৃত্যু এবং চিফ মেডিকেল অফিসার হেলথ, দক্ষিণ ২৪ পরগনাকে। কুলতলি থানার তদন্ত রিপোর্টে এই সত্য ফাঁস। আদালতে পুলিশ রিপোর্ট দিয়ে জানায়, কুলতলি থানার গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের ডিজিটাল সই দিয়ে বানানো হয় জীবিতের মৃত শংসাপত্র। শাবানা লস্করের নামে ওঠে ডেথ সার্টিফিকেট। শাবানা লস্করের বাবা শাহাদুল লস্কর। একই বাবা ও মেয়ের নাম একই গ্রামে। দাদুদের নাম আলাদা। কৃষকবন্ধু প্রকল্পে সুবিধা নিতেই এক শাহাদুল লস্কর অন্য শাহাদুলের মেয়ের নামে ডেথ সার্টিফিকেট বার করে নেয়। গোপালগঞ্জ পঞ্চায়েত প্রধান তার ভুল স্বীকার করে বলেন, পঞ্চায়েত সহায়িকা ভুল বুঝিয়ে তার ডিজিটাল সই ব্যবহার করে জাল ডেথ সার্টিফিকেট তুলেছে। চলতি বছরের ২৪ শে এপ্রিল মৃত্যু দেখানো হয়, যার সার্টিফিকেট প্রদান হয় ১৫ মে ২০২৫। আর এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কুলতলি এলাকায়।

এসআইআর আবহেই বিধাননগরের রাস্তা থেকে উদ্ধার ভিন রাজ্যের একাধিক আধার কার্ড!

বিধাননগর, ২৩ নভেম্বর ঃ সল্টলেকের বিএ ব্লক এলাকা, যেখানে প্রতিদিন হাজারো মানুষ চলাফেরা করে, সেখানে রবিবার সকালে সবার নজর কাড়ল এক অস্বাভাবিক দৃশ্য। রাস্তায় ছড়িয়ে থাকা একাধিক আধার কার্ড। শুধু কয়েকটি নয়, প্রায় দশটিরও বেশি আধার কার্ড রাস্তার ধারে পড়ে ছিল। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উত্তর বিধাননগর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় পুলিশের মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্র তৎপরতা। আধার কার্ডগুলির উৎস খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে পুলিশ, এবং যাদের নাম সেখানে লেখা, তাঁদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হচ্ছে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তের মাধ্যমে জানা গেছে যে, এই আধার কার্ডগুলো ভিন রাজ্যের, তবে এগুলো সল্টলেকের রাস্তায় কীভাবে পৌঁছালো, সে বিষয়ে এখনও পরিষ্কার কোনো উত্তর মেলেনি। রবিবার সকালে ঘটনাটি প্রথম লক্ষ্য করেন স্থানীয় কয়েকজন মানুষ, যারা বিএ ব্লকে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। তাঁরা দেখে অবাক হয়ে যান, যে রাস্তার ধারে একাধিক আধার কার্ড পড়ে রয়েছে। অতি দ্রুত এই খবর পৌঁছায় উত্তর বিধাননগর থানায়। পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে মোট ছটি আধার কার্ড। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া আধার কার্ডগুলি আসল নয়, জেরক্স বা নকল হতে পারে। এরপর পুলিশ শুরু করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম এবং নম্বর খতিয়ে দেখা। অনেকেই জানিয়েছেন, তারা একটি সংস্থার মাধ্যমে রাজারহাটে কাজে এসেছিলেন এবং সেখানে তাদের আধার কার্ড জমা দিয়েছিলেন। তাদের মতে, এই কার্ডগুলির প্রতিলিপি হতে পারে।

কল্যাণীতে তৃণমূলের এসআইআর শিবিরে আগুন, শুরু তরজা

কল্যাণী, ২৩ নভেম্বর (হি.স.) ভোটার তালিকার বিশেষ নিবি। সংশোধন বা এসআইআর শিবির চলাকালীন আগুন লাগল ক্যাম্পে। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়া জেলার কল্যাণী পুরসভার মাঝেরচক ৬ নম্বর ওয়ার্ডে। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য এই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। তৃণমূলের দাবি, বিজেপি ইচ্ছাকৃত আগুন লাগিয়ে দিয়েছে ক্যাম্পে। অন্য দিকে, বিজেপি-র দাবি তৃণমূল নিজের গোষ্ঠীদ্ব ঃদ্ব চাপা দিতে তাঁদের উপরে দোষ চাপাচ্ছে। এসআইআর ফর্ম পূরণ করতে গিয়ে সাধারণ মানুষ সমস্যার মধ্যে প।ছেন, তাই এগিয়ে এসেছে রাজনৈতিক দলগুলি। যদিও, কাজটি বিএলও-দের। এমনই একটি শিবির বসেছিল কল্যাণী পুরসভার মাঝেরচক ৬ নম্বর ওয়ার্ডে। সেখানে এসআইআর শিবিরে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ক্যান্সারের প্রাথমিক শনাক্তকরণ বাড়িয়ে দেয় বাঁচার সম্ভাবনা

শ্রীরামপুর, ২৩ নভেম্বর ঃ ভারতে ২০২৫ সালের মধ্যে ১৫ লক্ষেরও বেশি নতুন ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং ২০১৫ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ক্যান্সারের প্রকোপ প্রায়.২৭.৭ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এক রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রতিটি ভারতীয়ের আজীবন প্রায় ১০.৬ ঝুঁকি রয়েছে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার এবং ক্যান্সার প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত হলে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। পূর্ব ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ডায়াগনস্টিক কেন্দ্র সুরক্ষা ডায়াগনস্টিক লিমিটেড (সুরক্ষা ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিকস), সম্প্রতি শ্রীরামপুর সেন্টারে ক্যান্সার স্ক্রিনিং নিয়ে একটি বিশেষ সেশন আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন-ড. দিপ্তাংশু দাস-এমএস (গোল্ড মেডেলিস্ট),এফএমএএস, এফআইএজিএস, এফজিআইই, এফ. সার্জিকাল অনকোলজি, কনসালট্যান্ট জেনারেল, ল্যাপারোস্কোপিক ও লেজার সার্জন এবং কনসালট্যান্ট অনকোসার্জন এবং ড.বরুণ কুমার পাল-এমএস (জেনারেল সার্জারি), এমসিএইচ (নিউরো সার্জারি), কনসালট্যান্ট নিউরো ও স্পাইনাল সার্জারি, আর.জি. কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কলকাতা। সুরক্ষা ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিকস সম্পর্কে -১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত সুরক্ষা ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিকস বর্তমানে একটি শীর্ষস্থানীয় ডায়াগনস্টিক প্রতিষ্ঠান, যারা প্যাথলজি, রেডিওলজি ও চিকিৎসা পরামর্শসহ ২৩০০-রও বেশি পরীক্ষার পরিষেবা প্রদান করে থাকে। সংস্থাটি একটি সেন্ট্রাল রেফারেন্স ল্যাব, আটটি স্যাটেলাইট ল্যাব, ৫৯টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম ও মেঘালয়.জুড়ে ১৬৬টি স্যাম্পল কালেকশন সেন্টার পরিচালনা করে। এআই-সক্ষম স্মার্ট ল্যাব এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে সুরক্ষা রোগী সেবাকে আরও উন্নত এবং দ্রুততর করেছে। ডায়াগনস্টিক উৎকর্ষ প্রদর্শন করতে করতে, সুরক্ষা ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিকস প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যান্সার শনাক্তকরণ ও রোগীর উন্নত ফলাফলের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। এআই-চালিত অত্যাধুনিক রেডিওলজি সেবা-যেমন এক্স-রে, এমআরআই, সিটি স্ক্যান, ইউএসজি, ডেক্সা স্ক্যান, ম্যামোগ্রাফি এবং ওপিজি-প্রদান করা হয়, যা CAP এবং NABL কর্তৃক স্বীকৃত ল্যাব ও কেন্দ্রে সম্পন্ন হয়, যা শিল্পের সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করে।

শীতের পারদ নামতেই নলেন গুড়ে মজেছে আপামর বাঙালি

২৩ নভেম্বর,দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ বাঙালি বড্ড বেশি ভোজনরসিক। জামাইষষ্ঠীর পর আষাঢ়ের বৃষ্টি শুরু হতেই বাঙালি ছোটে মাছের বাজারে ইলিশের খোঁজে। শারদ উৎসবের শুরু হতেই হেঁসেলে গিন্নি খোঁজেন শীতের সব্জি। ঠিক সেই সময় বিজয়ার না।ডু নিয়ে ব্যস্ত থাকেন ঠাকুমা দিদিমারা। আর এরপর শারদ উৎসব পেরোলেই শীতের আমেজ। নতুন ধান ঘরে ওঠার পালা। এবার বাঙালির সন্ধানে আসে খেজুরের রস ও খেজুর গুড়। নভেম্বর মাসের মধ্যে হালকা শীতের আমেজ অনুভূত হয়। ধীরে ধীরে শীত জাঁকিয়ে পড়তে থাকে। মাঝে মাঝে আকাশ মেঘলা থাকায় শীতের কনকনে ভাব হাড়ে হাড়ে টের পায় মানুষজন। আর এরপর হাড় কাঁপানো ঠান্ডা সেইসময় আপামর বাঙালির ঘরে ঘরে পিঠে পুলির অনুষ্ঠান। সেই পিঠে-পুলি তৈরিতে চাই নলেন গুড়। কথা বলছি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর ব্লকের বরভিটা গ্রামের সুরেশ সরকার খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে সেই রস জাল দিয়ে নলেন গুড় তৈরি করেন। প্রতি বছরই খেজুর গাছ থেকে রস বের করে নলেন গুড় তৈরি করেন বছর ৫০-এর সুরেশ বাবু। তিনি প্রায় ৮ বছর ধরে এই কাজ করে আসছেন। সুরেশবাবু জানান, প্রতি বছর ১৪ থেকে ১৫ টি খেজুর গাছ কিনে নিতে হয়। সেই গাছ থেকে রস নেবার পর কমপক্ষে সাতদিন বিশ্রাম দিতে হয়, একে বলে শুকি। এই শুকি না দিলে খেজুর রসের স্বাদ থাকবে না ফলে নলেন গুড়ের স্বাদও কমে যাবে। সুরেশবাবুর এই গুড় তৈরির কাজে হাত লাগান তাঁর দুই ছেলে উত্তম ও শুভ। এই নলেন গুড়কে বাজারজাত করার জন্য তিনি সরাইহাট, হরিরামপুর হাট, পাতিরাজ হাট সহ এলাকার বিভিন্ন হাটে এই নলেন গুড় ৭০ থেকে ৮০ টাকা দরে বিক্রি করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের দাম আকাশ ছোঁয়া কিন্তু গুড়ের দাম সেভাবে পাওয়া যায় না। তবে গত দু’বছর ধরে চলতে থাকা করোনা মহামারীর জেরে ব্যবসায় অনেকটা মন্দা থাকার ফলে লক্ষ্মীর ভাঁড়ে টান পড়েছিল ব্যবসায়ীদের। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি অনেক স্বাভাবিক আর তাই এই শীতের সময় ফের নলেন গুড়ের ব্যবসায় লাভবান হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। জেলার এলাকাবাসী বিমান হালদার, জানান সুরেশবাবুর তৈরি নলেন গুড়ের একটা নাম আছে এলাকায়। যার জন্য আশপাশের এলাকা থেকে মানুষজন চলে আসেন সুরেশবাবুর বাড়ি গুড় কিনতে। তবে গত দু’দিন ধরে চলতে থাকা উত্তুরে ঠান্ডা হাওয়া উত্তরবঙ্গ জুড়ে ঠান্ডার থাবা ফেলেছে তার রেশ পাওয়া যাচ্ছে হাড়ে হাড়ে। আমরা তার সাথে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাবাসীরা ঠান্ডায়.কাঁপছি। কনকনে ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে জবুথবু হয়ে লেপের তলায় আশ্রয় নিয়েছে আবালবৃদ্ধবনিতা তা বলাই বাহুল্য।

মানুষকে সচেতন করতে এগিয়ে এল বেঙ্গল কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস অ্যাসোসিয়েশন

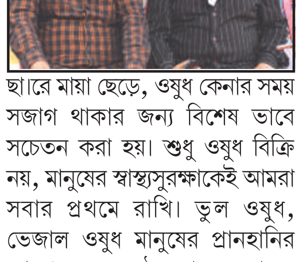

বোলপুর, ২৩ নভেম্বর ঃ ভেজাল ওষুধ প্রতিরোধের দাবীতে জানিয়ে মানুষকে সচেতন করতে এগিয়ে এল বেঙ্গল কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস অ্যাসোসিয়েশন (বিসিডিএ)। আজ রবিবার বিসিডিএ-এর বোলপুর শাখার পক্ষ থেকে বোলপুরে এক পদযাত্রা ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এই সমাবেশে ওষুধের ন্যায্য দাম, নকল ও ভেজালমুক্ত ওষুধ এবং সঠিক দোকান বাছাই নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়। রবিবারের সকালে বোলপুরের রাস্তায় দেখা গেল ভিন্ন এক দৃশ্য। ওষুধ ব্যবসায়ী, ফার্মাসিস্ট ও সমাজের সচেতন মানুষ একসঙ্গে হাতে ব্যানার-ফ্লেক্স নিয়ে হাঁটছেন, একটাই উদ্দেশ্য মানুষের জীবনকে ভেজাল ওষুধের হাত থেকে রক্ষা করা। এদিনের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, বিসিডিএ-এর বোলপুর শাখার সভাপতি মলয় পীট, তপন রায়, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় সহ বিসিডিএ-এর সদস্যরা। সমাবেশে ওষুধের দামে ছা।রে মায়া ছেড়ে, ওষুধ কেনার সময় সজাগ থাকার জন্য বিশেষ ভাবে সচেতন করা হয়। শুধু ওষুধ বিক্রি নয়, মানুষের স্বাস্থ্যসুরক্ষাকেই আমরা সবার প্রথমে রাখি। ভুল ওষুধ, ভেজাল ওষুধ মানুষের প্রানহানির কারণ হয়ে ওঠে। দামের ছা।রে আশায় আমরা সে কথা ভুলে যাই। ওষুধের মতো সেনসিটিভ বিষয়ে জনসচেতনতা গ।ে তোলা খুবই জরুরী, বলে মনে করেন বিসিডিএ-এর বোলপুর শাখার সভাপতি মলয় পীট। মানুষকে সচেতন করতে বিসিডিএ সদস্যরা মানুষের হাতে সচেতনতার লিফলেট তুলে দেন। সেখানে স্পষ্ট করে লেখা-সঠিক দোকান থেকে ওষুধ কিনুন, এমআরপি দেখে নিন, ওষুধের ঘণ্ড কোড স্ক্যান করে যাচাই করে নিন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা বিসিডিএ-র সদস্যরা বলেন, বর্তমান সমাজে নকল ও ভেজাল ওষুধের ঝুঁকি ভয়াবহ। তাই মানুষের হাতে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়াই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। ওষুধ মানে মানুষের জীবন। তাই ছা।-প্রলোভনের মোহে না পড়ে, নিরাপদ জায়গা থেকেই ওষুধ কিনুন। অনলাইন থেকে ওষুধ কেনার প্রবনতা মানুষকে আরও ঝুঁকির দিকে ঠিলে দিচ্ছে।

ফরাক্কা থেকে বিপুল পরিমান হেরোইন সহ গ্রেপ্তার ১

মিঠুন হালদারঃ মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানা এলাকা থেকে দেশের রাজধানী দিল্লিতে হেরোইন পাচার করতে গিয়ে শনিবার রাতে মুর্শিদাবাদের নিউ ফারাক্কা জিআরপি-র আধিকারিকদের হাতে গ্রেপ্তার হলেন এক মাদক পাচারকারী। ধৃত ওই ব্যক্তি্র হেফাজত থেকে ৫০০ গ্রাম অত্যন্ত উন্নত মানের হেরোইন উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছে, আন্তর্জাতিক বাজারে উদ্ধার হওয়া ওই হেরোইনের মূল্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। তদন্তের স্বার্থে জিআরপি-র তরফ থেকে ধৃত ওই যুবকের নাম প্রকাশ করা হয়নি। ধৃত ওই মাদক পাচারকারীর ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে রবিবার তাকে বহরমপুর এনডিপিএস আদালতে পেশ করা হয়েছে। নিউ ফারাক্কা থানা জিআরপি-র এক আধিকারিক জানান, শনিবার গভীর রাতে আমরা গোপন সূত্রে খবর পাই মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থেকে এক যুবক ট্রেনে করে ফরাক্কা আসছে। ওই যুবকের সঙ্গে বিপুল পরিমাণ মাদক থাকার খবর আমাদের কাছে ছিল। ওই যুবকের পরিকল্পনা ছিল নিউ ফরাক্কা জংশন স্টেশন থেকে ট্রেন বদলে দিল্লিতে এক মাদক পাচারকারীর হাতে ওই হেরোইন পৌঁছে দেওয়ার। কিন্তু হাত বদলে আগেই আমরা এই মাদক উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। ধৃত ওই ব্যক্তি পাঁচটি প্যাকেট করে হেরোইন দিল্লি নিয়ে যাচ্ছিলো। মুর্শিদাবাদের গোয়েন্দা দপ্তরের আধিকারিক বলেন,বেশ কিছুদিন আগে পর্যন্ত মুর্শিদাবাদে লালগোলা থানা এলাকা গোটা রাজ্যের হেরোইন তৈরির ’হাব’ হিসেবে পরিচিত ছিল। এই থানা এলাকায় একসময় হেরোইন তৈরি প্রায় কুটির শিল্পের আকার নিয়েছিল। বাড়িতে বাড়িতে রাসায়নিক ব্যবহার করে হেরোইন তৈরি করে গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে পাচার করে দেওয়া হতো। ওই আধিকারিক জানান ,গত কয়েক বছরে পুলিশে তৎপরতার কারণে লালগোলা থানা এলাকায.হেরোইন তৈরি একপ্রকার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর হেরোইন কারবারিরা বর্তমানে তাদের সম্পূর্ণ ব্যবসা মালদা জেলার কালিয়াচক এবং বৈষ্ণবনগর থানা এলাকা থেকে পরিচালনা করছেন। এই দুই থানা এলাকা বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হওয়ায় মাদক পাচারকারীরা খুব সহজেই মাদক তৈরির পর তা বাংলাদেশে পাচার করে দিচ্ছেন। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায় তৈরি হওয়া হেরোইনের বেশিরভাগ অংশ বাংলাদেশে পাচার করা হলেও মাদক পাচারকারীরা অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় হেরোইনের একটি অংশ দিল্লি ,মুম্বাই ,কলকাতা সহ দেশের বিভিন্ন বড় বড় শহরে খুব গোপনে পাচার করে দিচ্ছেন। নিউ ফারাক্কা জিআরপি-র এক আধিকারিক জানান, মাদক পাচারের এই চক্রের সঙ্গে জড়িত কয়েকজন ব্যক্তির নাম আমরা পেয়েছি। সেই কারণে পরবর্তী তদন্তের স্বার্থে আমরা ধৃত যুবকের নাম প্রকাশ করছি না। মাদক পাচারের এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িয়ে রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

টোটো রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক, নাদনঘাট থানার উদ্যোগে বিশেষ বৈঠক

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৩ নভেম্বর ঃ রাজ্য সরকারের পরিবহন দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে চলা টোটোগুলির রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সেই নির্দেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকে টোটো চালকদের নিয়ে রবিবার নাদনঘাট থানার উদ্যোগে একটি বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ব্লকের প্রতিটি টোটো চালককে যত দ্রুত সম্ভব তাঁদের যানবাহন রেজিস্ট্রেশনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করা হয়। বৈঠকে জানানো হয়-রাস্তাঘাটে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যান চলাচলে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং টোটোচালকদের সরকারি সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার স্বার্থেই এই রেজিস্ট্রেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, নাদনঘাট থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। সকলেই টোটো চালকদের সমস্যার কথা শোনেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে টোটো চালকদের রেজিস্ট্রেশন করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার সঠিক বাস্তবায়ন নিয়েই আজকের এই বৈঠক। রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে চালকদের সব ধরনের সাহায্য করা হবে।

ভারতের মেয়েরা ইতিহাস গড়লঃ দৃষ্টিহীনদের বিশ্বকাপ ফাইনালে নেপালকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন

সংবাদসংস্থা, ২৩ নভেম্বর ঃ ভারতের ক্রীড়া ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় যোগ হলো। দৃষ্টিহীন ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতীয় নারী ক্রিকেট দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। ফাইনালে নেপালকে ৭ উইকেটে হারিয়ে ভারতের মেয়েরা তাদের অসামান্য পারফরম্যান্সের মাধ্যমে বিশ্বকাপের ট্রফি ঘরে তুলেছে। এটি কেবল একটি ক্রীড়া অর্জনই নয়, বরং নারী ক্রিকেটের জন্য একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত, যেখানে ভারতের মেয়েরা শুধুমাত্র দেশের মুখ উজ্জ্বল করেনি, তাদের সামর্থ্য ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্ববাসীকে অবাক করেছে।

ভারতের দৃষ্টিহীন নারী ক্রিকেট দল এই বিশ্বকাপের ফাইনালে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ নেপালের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ছিল। প্রতিটি ম্যাচে তারা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে, তবে ফাইনালে সেরা পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে ইতিহাসে নাম লিখিয়েছে। ফাইনালে নেপাল আগে ব্যাটিং করার সুযোগ পায় এবং শুরু থেকেই ভারতীয় বোলারদের চাপে পড়ে। ভারতের বোলাররা দারুণ ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নেপালকে কম রানে আউট করতে সক্ষম হয়। নেপাল তাদের ইনিংসের শুরু থেকেই বেশ কিছু উইকেট হারায় এবং শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভার শেষে ৮৩ রানেই অলআউট হয়ে যায়। ভারতের বোলারদের মধ্যে প্রীতী সিংহ, রচনা মাইতি এবং শবনম সিদ্দিকি দারুণ বল করেছেন, তাদের জ্বালাময়ী বোলিংয়ের জেরে নেপাল বড় সংগ্রহ করতে পারেনি। ভারতীয় দলের বোলিং ডিপার্টমেন্টে কিছু চমকপ্রদ স্পেলের পর, ভারতীয় ব্যাটিং লাইনআপ মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত ছিল। ভারতীয় ব্যাটাররা শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলতে থাকে। দলের অধিনায়ক সুমিতা দেবী এবং তার সঙ্গী প্রীতি কুমার দারুণ ব্যাটিং করে ভারতের জয়ের পথ সহজ করে দেন। ৭ উইকেটের জয় নিশ্চিত করার আগে, ভারতীয় দলের মেয়েরা অত্যন্ত দৃঢ় মনোবলে শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি জিতে ট্রফি নিজেদের করে নেন। ফাইনালে ভারতের জয় নিঃসন্দেহে একটি দলগত প্রচেষ্টা। প্রত্যেক খেলোয়া। নিজের সেরাটা দিয়েছিল, বিশেষ করে সুমিতা দেবীর অধিনায়কত্ব ছিল অতুলনীয়। তার নেতৃত্বে, ভারতীয় দলের প্রতিটি সদস্য নিজের দায়িত্ব পালন করেছে এবং এই জয় শুধু খেলোয়া।দের পরিশ্রমের ফলাফল নয়, বরং একটি শক্তিশালী দলগত একত্রতার প্রমাণ। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে কেউ প্রত্যাশিত সাফল্য আনে, কেউ আবার তাদের চরিত্র এবং মানসিক শক্তি দিয়ে দলের জন্য ভিন্ন একটি স্তর যোগ করে। এই চ্যাম্পিয়নশিপ শুধু ভারতীয় ক্রীড়া ইতিহাসে নয়, বরং নারী ক্রিকেটের জন্য একটি মাইলফলক। দৃষ্টিহীনদের বিশ্বকাপে ভারতীয় মহিলা দলের জয় শুধু খেলাধুলায় নারীদের অবদানকেই তুলে ধরেনি, বরং এটি সমাজে নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের একটি চমকার উদাহরণ। নারী খেলোয়াড়দের সামর্থ্য ও নেতৃত্বের ক্ষমতা দৃষ্টিহীন খেলোয়াড়দের মাধ্যমে যে আরও নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে, তা দেশবাসীর কাছে এক নিদর্শন হয়ে থাকবে। ভারতীয় দলের এই ঐতিহাসিক সাফল্য সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছে। দেশজুড়ে ক্রিকেটপ্রেমীরা তাদের উদযাপনে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। ক্রিকেট ভক্তরা সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের উল্লাস প্রকাশ করেছে এবং ভারতের এই বিজয়কে জাতীয় গর্ব হিসেবে উদযাপন করেছে। এটি শুধুমাত্র খেলোয়াড়দের জন্য নয়, বরং দেশের প্রতি সকল স্তরের সমর্থক এবং অনুপ্রেরণার জন্য একটি উৎসাহ। ভারতীয় দৃষ্টিহীন ক্রিকেট দলের এই জয় দীর্ঘ পথ চলার ফল। এটি প্রমাণ করেছে যে কঠিন পরিশ্রম, সংকল্প এবং দৃঢ় মনোবল যে কোনও বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম। দৃষ্টিহীন ক্রিকেটের মতো চ্যালেঞ্জিং প্রতিযোগিতায় ভারতের মেয়েরা বিশ্বকাপে শিরোপা জিততে পারে, এমনটা অনেকের কাছে অদ্ভুত মনে হলেও, তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তারা এই বিশ্বকাপ ট্রফিটি নিজেদের করে নিয়েছে। এর মাধ্যমে তারা খেলাধুলায় 'অক্ষমতা' বা 'অযোগ্যতা' ধারণার পুরোনো ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করল এবং নারী ক্রী।াবিদদের জন্য একটি নতুন উদাহরণ স্থাপন করেছে। ভারতীয় দৃষ্টিহীন ক্রিকেট দলের এই জয় শুধু একটি উৎসব বা সাফল্য নয়, বরং ভবিষ্যতে আরও উন্নতির জন্য এক বড় পদক্ষেপ। এই বিজয় দলকে আরও উন্নত করার এবং দৃষ্টিহীন ক্রীড়াবিদদের বিশ্বমঞ্চে আরও অনেক সুযোগ প্রদানের জন্য পথপ্রদর্শক হতে পারে। বিশ্বকাপ জয়ের পর ভারতীয় দলের কোচ ও অধিনায়ক সুমিতা দেবী জানিয়েছেন, এই জয় দলকে নতুন দিশা দেবে এবং ভবিষ্যতে আরও চ্যালেঞ্জ গ্রহণের প্রেরণা জোগাবে। দলের মেয়েরা তাদের পরবর্তী বিশ্বকাপে আরও কঠোর পরিশ্রম এবং নিবেদিত মনোভাব নিয়ে আরও সাফল্য অর্জন করতে প্রস্তুত। এটি নিঃসন্দেহে ক্রীড়াঙ্গনে এক নতুন যুগের সূচনা।

সতীর্থ কুলদীপকে ধমক ঋষভ পন্থের

সংবাদসংস্থা, ২৩ নভেম্বর ঃ গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত টেস্ট ম্যাচে ভারত অধিনায়ক ঋষভ পন্থের রাগী মনোভাব নিয়ে নতুন আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে। সতীর্থ কুলদীপ যাদবকে বল করতে দেরি করার জন্য তিনি তীব্র ভাষায় সতর্ক করেন, যা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। এর আগে, কুলদীপকে দুইবার আম্পায়ার সতর্ক করেছিল, এবং পন্থের রাগের কারণ ছিল এই দেরি হওয়া। ম্যাচের একটি ভিডিওতে ঋষভ পন্থকে কুলদীপকে তিরস্কার করতে দেখা যায় এবং তিনি তার সতীর্থদেরও কিছু তির্যক মন্তব্য করেন, যা মাঠে উত্তেজনা তৈরি করে। ভিডিওতে দেখা যায় যে, ঋষভ পন্থ কুলদীপকে বল করতে দ্রুত করার জন্য কঠোরভাবে বলেন, ইয়ার, ৩০ সেকেন্ডের টাইমার আছে, বাড়িতে খেলছ নাকি? তাড়াতাড়ি একটা বল করো। কুলদীপ, দু'বার ওয়ার্নিং পেয়েছ, পুরো এক ওভার লাগবে না তো! টেস্ট ক্রিকেটকে মজা বানিয়ে ফেলেছ। তিনি আরও বলেন, ফিল্ডিং আমায় করতে দাও, তুমি শুধু বলটা ফেলো। ভাই, কাল সারাদিন খেটেছি-এ বার ছাড়ব না। পন্থের এই মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং টেস্ট ক্রিকেটের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে নতুন আলোচনার সৃষ্টি হয়। টেস্ট ক্রিকেটের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি ওভার শেষ হওয়ার পর ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে পরবর্তী ওভার শুরু করতে হবে। যদি খেলোয়াড়রা এই সময়সীমা লঙ্ঘন করেন, তাহলে আম্পায়ার তাদের সতর্ক করেন। এই ঘটনাতে, ভারতীয় অধিনায়ক ঋষভ পন্থ ইতিমধ্যেই দুটি সতর্কতা পেয়েছেন। প্রথম সতর্কতা আসে ৪৫তম ওভারে এবং দ্বিতীয় সতর্কতা আসে ৮৮তম ওভারে। আর যদি তৃতীয় বার দেরি হয়, তবে ভারতীয় দলের ওপর ৫ রান জরিমানা ধার্য করা হবে। পন্থের এই রাগের আরেকটি কারণ ছিল, মাঠের পরিস্থিতি এবং দলের প্রয়োজনীয়তা। সময়ের অভাবে ভারতীয় দলের সামগ্রিক খেলা কিছুটা দেরি হচ্ছিল, এবং পন্থ দলকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছিলেন। তার কঠোর সতর্কীকরণের মাধ্যমে তিনি দলের জন্য শৃঙ্খলা এবং দ্রুততার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে চেয়েছিলেন। গুয়াহাটির টেস্টে, দ্বিতীয় দিন খেলার সময় প্রোটিয়া দলের সেনুরান মুথুস্বামি এবং কাইল ভেরিয়েন সপ্তম উইকেটে একটি দুর্দান্ত ৮৮ রানের জুটি গ।নে। দু'জনই দীর্ঘ সময় ধরে উইকেটে টিকে ছিলেন এবং ভারতীয় বোলারদের সামনে এক শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ১২১তম ওভারে, রবীন্দ্র জাডেজার একটি বল ভেরিয়েনের কাছে এসে আছড়ে পড়লে তিনি একটি বল খেলার চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। উইকেটকিপার ঋষভ পন্থ তার অসাধারণ দক্ষতায় ভেরিয়েনকে স্টাম্প করে দেন, যা ভারতীয় দলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট ছিল। এই ম্যাচে অন্যতম আলোচিত ঘটনা ছিল সেনুরান মুথুস্বামির সেঞ্চুরি। তিনি ১০৯ রান করেন এবং প্রোটিয়াদের স্কোরকে আরও বড় করে তোলেন। মুথুস্বামির দৃঢ় মনোভাব এবং প্রতিরোধমূলক ব্যাটিং দলের হয়ে একটি বড় রান সংগ্রহের সুযোগ তৈরি করেছে, যা ভারতীয় বোলারদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। এ দিন ভারতীয় দলের ক্রিকেট কৌশল এবং পন্থের নেতৃত্বের মধ্যে একটি স্পষ্ট সম্পর্ক দেখা গেছে। পন্থ যেভাবে কুলদীপ যাদবের প্রতি তীব্র মনোভাব প্রদর্শন করেছেন, তা প্রমাণ করেছে যে, ভারতীয় দল তার দ্রুততার সাথে কাজ করতে চায়। ঋষভ পন্থের এই সতর্কীকরণ বার্তা দলের শৃঙ্খলা এবং কর্মপন্থাকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। তবে, মাঠে এমন মনোভাব কখনও কখনও উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষত যখন দলটির মধ্যে এমন ধরনের বাক্যবিনিময় হয়। এটি এক দৃষ্টান্তমূলক মুহূর্ত ছিল যখন মাঠের খেলা এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে গড়মিল তৈরি হয়নি। বরং, ঋষভ পন্থের দিকনির্দেশনা নিশ্চিত করেছে যে, দলের ভিতরে নিয়ম এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখা উচিত, যা ভবিষ্যতে ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তার কঠোর মনোভাব এবং নেতৃত্ব ভারতীয় দলের উন্নতির পথে আরও এক পদক্ষেপের সাফল্য হিসেবে দেখা যেতে পারে। গুয়াহাটির টেস্ট ম্যাচে ভারতীয় অধিনায়ক ঋষভ পন্থের তীব্র মনোভাব এবং কুলদীপ যাদবের প্রতি সতর্কবার্তা শুধু সোশ্যাল মিডিয়াতে আলোচনার জন্ম দেয়নি, বরং টেস্ট ক্রিকেটের শৃঙ্খলা ও গতির গুরুত্বও স্পষ্ট করেছে। মাঠে উত্তেজনা এবং কঠোর নির্দেশনা, যতই খারাপ লাগুক, দলীয় ঐক্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে উন্নতি সাধন করতে সাহায্য করবে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ফেডারেশন,সরকার, স্টেকহোল্ডারদের একত্রে বৈঠকের আহ্বান

সংবাদসংস্থা, ২৩ নভেম্বর ঃভারতের ফুটবল বিশ্বে সম্প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ ও রাজনৈতিক দ্বঃদ্বের পরিপ্রেক্ষিতে আইএসএল (ইন্ডিয়ান সুপার লিগ) ক্লাবগুলো নতুন দিশা খুঁজে বের করতে উদ্যোগী হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নাগেশ্বর রাওয়ের রিপোর্টের ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান খোঁজার উদ্দেশ্যে ক্লাবগুলো একত্রে ফেডারেশন ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বৈঠকে বসার জন্য একটি চিঠি পাঠিয়েছে। এই বৈঠকে ফুটবলের ভবিষ্যত এবং বাণিজ্যিক দিক নিয়ে সুষ্ঠু আলোচনার মাধ্যমে একটি কার্যকরী সমাধান বের করার লক্ষ্যে সকল পক্ষকে একত্রে বসতে হবে। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং পি এস নরসিমার বেঞ্চ ফেডারেশন, আইএসএল ক্লাব, কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিডিংয়ে আগ্রহী সংস্থাগুলোর একত্রে বৈঠক করে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার নির্দেশ দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে, আইএসএল ক্লাবগুলোর তরফে ফেডারেশনকে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবেকে চিঠি পাঠিয়ে আইএসএল ক্লাব, কেন্দ্রীয় সরকার এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি বৈঠক ডাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। আইএসএল ক্লাবগুলো বলেছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী দ্রুত একটি সুষ্ঠু সমাধান বের করতে হবে, যাতে দেশীয় ফুটবলের ভবিষ্যত এবং বাণিজ্যিক দিক নিয়ে সঠিক পথনির্দেশনা পাওয়া যায়। এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিও নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে, যাতে পুরো পরিস্থিতি সমাধান হতে পারে। ক্লাবগুলোর এই উদ্যোগ ফুটবলের ভবিষ্যত গ।ার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। ফেডারেশন দীর্ঘদিন ধরে আইএসএল আয়োজনে নতুন সংস্থা খুঁজছে এবং বিড প্রক্রিয়া শুরু করেছিল, তবে এখনও পর্যন্ত কোনও সংস্থা সেই বিডে অংশ নেয়নি। আইএসএল ক্লাবগুলো এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে সমাধান চাইছে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ফেডারেশন ও কেন্দ্রীয় সরকারকে একসঙ্গে বসে সমস্যার সমাধান করার আহ্বান জানাচ্ছে। এর আগে ফেডারেশনের বিড ইভ্যালুয়েশন কমিটির চেয়ারম্যান, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নাগেশ্বর রাও সুপ্রিম কোর্টে একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন, যাতে আইএসএলের সমস্যার সমাধান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে, ৮ ডিসেম্বর ফেডারেশনের সঙ্গে এফএসডিএলের চুক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে, যা এই বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি করার প্রয়োজনীয়তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ক্লাবগুলো চিঠিতে বলেছে যে সমাধান সূত্র তৈরি হলে তা রিভিউয়ের জন্য পরবর্তী সময় নির্ধারণ করা হবে। আইএসএল ক্লাবগুলোর পক্ষে চিঠিটি সই করেছেন এসসি দিল্লির কর্তা ধ্রুব সুদ। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে যে, ফেডারেশন ও সরকারের সকল পক্ষকে একত্রে এনে সমস্যার সমাধানে বৈঠক করার জন্য নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। ক্লাবগুলোর দাবি, এর মাধ্যমে আলোচনার সুযোগ পাওয়া যাবে, যাতে দেশে ফুটবলের প্রতি সকলের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা যায় এবং সঠিকভাবে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়। আইএসএল ক্লাবগুলোর দাবি, যদি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তবে দেশীয় ফুটবলের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় বড় ধরনের প্রভাব পড়তে পারে। তাই তারা চাইছে যে সকল পক্ষ একত্রে বসে আলোচনার মাধ্যমে দেশের ফুটবলের উন্নতির জন্য একটি কার্যকরী সমাধান বের করুক।

এদিকে, গত শুক্রবার আইএসএল মামলার শুনানিতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছেন যে, আইএসএল সমস্যার বিষয়টি মন্ত্রীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এবং সরকার এ ব্যাপারে সচেষ্ট রয়েছে। তবে, কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট করেছে যে, সমস্ত পদক্ষেপ ফিফার নিয়ম অনুযায়ীই করা হবে। সরকারের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে, ফুটবলারদের স্বার্থ রক্ষা করে দেশীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা উন্নত করার জন্য পুরো বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আইএসএল ক্লাবগুলোর পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কারণ এটি দেশের ফুটবলের সামগ্রিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এই মুহূর্তে পরিস্থিতি জটিল হলেও, এর মধ্য দিয়ে দেশের ফুটবল পরিকাঠামোর জন্য এক নতুন সূচনা হতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের এবং ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে যদি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান বের হয়, তাহলে আইএসএল এবং দেশীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ভবিষ্যত আরও শক্তিশালী হবে। ফেডারেশন ও আইএসএল ক্লাবগুলোর মধ্যে আরও সুষ্ঠু সমঝোতার মাধ্যমে ভারতীয় ফুটবলে উন্নতির পথ খুলে যাবে। এমনকি এই বৈঠকের ফলাফল থেকে আন্তর্জাতিক ফুটবলেও ভারত একটি শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পরিচিত হতে পারে।

ইস্টবেঙ্গলের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের স্বপ্নভঙ্গ, নাসাফের কাছে ৩-০ ব্যবধানে পরাজয়

সংবাদসংস্থা, ২৩ নভেম্বর ঃ চিনে অনুষ্ঠিত এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইতিহাস গ।ার স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল ইস্টবেঙ্গলের। কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছানোর স্বপ্ন ছিল, কিন্তু উজবেকিস্তানের পিএফসি নাসাফের কাছে ৩-০ গোলে হেরে সেই লক্ষ্য পূরণ করতে পারল না লাল-হলুদের মশাল গার্লসরা। এভাবে প্রতিযোগিতার শেষ আটে পৌঁছানোর চেষ্টা শেষ হয়ে গেল, এবং তাদের চিন থেকে খালি হাতে ফিরতে হলো। এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে হলে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে নাসাফকে হারানো ছিল বাধ্যতামূলক। তবে, উজবেকিস্তানের এই দলটি, যাদের গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী উইহান জিয়াংদার সঙ্গে ড্র করেছিল, পরবর্তী ম্যাচে বাম খাতুনের কাছে ০-১ গোলে হেরে গেলেও ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে একেবারে তেড়ে উঠেছিল। ম্যাচের প্রথম থেকেই তারা মশাল গার্লসদের চাপে রেখে লক্ষ্য অর্জন করেছিল। ১৭ মিনিটের মাথায় ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণভেদ করে গোল করেন নাসাফের দিয়ারোখন খাবিবুল্লায়েভা। যদিও এই গোলের সময় অফসাইডের আবেদন করেন ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলাররা, তবে রেফারি ' এর সাহায্য নিয়ে গোলটি অনু মাদন করেন। এই গোলের পর থেকেই নাসাফ ইস্টবেঙ্গলকে চাপের মধ্যে রাখে, তবে লাল-

হলুদের কিছু ভালো সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা গোল করতে ব্যর্থ হয়। ৩২ মিনিটে নাসাফের আক্রমণ থেকে একটি গোল হয়নি এবং ৩৮ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল সমতা ফেরানোর সুযোগ হারায়। ৮ মিনিট অতিরিক্ত সময়ও নির্ধারণ করা হয়, তবে তাতেও গোল না করতে পারায় প্রথমার্ধে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় নাসাফ। দ্বিতীয়ার্ধে ইস্টবেঙ্গলের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। ৫২ মিনিটে নাসাফের জারিনা নরবোযেভা গোল করে ব্যবধান ২-০ করে ফেলেন। এরপর, ম্যাচের অন্তিম সময় (৯০৭ মিনিট) খাবিবুল্লাযেভার গোলের মাধ্যমে ব্যবধান ৩-০ হয়ে যায়। এই সময় পর্যন্তও ইস্টবেঙ্গল গোল শোধের কোন সুযোগ তৈরি করতে পারেনি এবং তাদের স্বপ্ন ভেঙে যায়। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্বে দারুণ শুরু করেও শেষ দুটি ম্যাচে হার ইস্টবেঙ্গলের জন্য ছিল ব। ধাক্কা। শিলকি দেবী, রেস্টি নার্জারির মতো বিদেশি খেলোয়া।দের সই করানো হয়েছিল, তবে তারা রবিবারের ম্যাচে কোন প্রভাব ফেলতে পারেননি। পুরো দলের পারফরম্যান্সের অভাবে এবং বিশেষ করে বিদেশি খেলোয়া।দের নিস্প্রভতায় ইস্টবেঙ্গল তাদের লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়। এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইস্টবেঙ্গলের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে, কিন্তু তাদের এই অভিযানে অনেক শিক্ষা এবং ভবিষ্যতের জন্য আশা আছে। তারা যদি আগামী দিনে নিজেদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে, তবে ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসতে পারবে।

লক্ষ্য সেনের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে চমকঃ ফাইনালে জাপানি তারকাকে হারিয়ে প্রথম শিরোপা জয়

সংবাদসংস্থা, ২৩ নভেম্বর ঃ এ বছর অনেক ব্যর্থতার পর অবশেষে একটি ব। জয় পেলেন ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকা লক্ষ্য সেন। ২৪ বছর বয়সী এই প্রতিভাবান শাটলার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ফাইনালে জাপানি তারকা ইউশি তানাকাকে সরাসরি গেমে ২১-১৫, ২১-১১ হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলেন। মাত্র ৩৮ মিনিটের মধ্যে তিনি নিজের দাপুটে খেলা দিয়ে জয়ী হন, যা ছিল চলতি বছর তার প্রথম শিরোপা। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে ভারতীয় শাটলারের পারফরম্যান্স ছিল অসাধারণ। শুরু থেকেই লক্ষ্য সেন ছিলেন আগ্রাসী এবং প্রতিপক্ষকে কোনো সুযোগ দেননি। তার স্ম্যাশ ছিল ততটাই ভয়ঙ্কর, যা ইউশি তানাকাকে প্রায় কোনও প্রতিরোধ গড়ার সুযোগই দেয়নি। দুই গেমেই তানাকাকে কার্যত একপাশে রেখে দিয়েছিলেন তিনি। গেমের প্রথম অংশে ২১-১৫ এবং দ্বিতীয় গেমে ২১-১১ ব্যবধানে জয়লাভ করেন তিনি। মাত্র ৩৮ মিনিটেই ম্যাচ শেষ করে শিরোপা জয়ের সঙ্গেই নিজের অবস্থান আরও দৃঢ় করে দিয়েছেন লক্ষ্য। ফাইনালে তানাকাকে হারানোর আগে সেমিফাইনালে লক্ষ্য সেন ৮৬ মিনিটের একটি কঠিন লড়াইয়ে দ্বিতীয় বাছাই চাইনিজ তাইপের চৌ তিয়েন চেনকে পরাস্ত করেছিলেন। চীনা তারকার বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে ফাইনালে ওঠা ছিল বেশ একটি বড় অর্জন, কারণ সেই ম্যাচেও তাকে কঠিন প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চেনকে

২১-১৯, ১৫-২১, ২১-১৩ হারিয়ে লক্ষ্য সেন নিজের আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার করেছিলেন। এ বছর হংকং ওপেনের ফাইনালে উঠে হেরে যাওয়ার পর, লক্ষ্য সেন আরও দুটি টুর্নামেন্টে সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছালেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি। কামামোতো মাস্টার্সে সেমিফাইনালে হার এবং হংকং ওপেনের ফাইনালে পরাজয় তাকে হতাশ করেছিল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে তার পারফরম্যান্স প্রমাণ করেছে যে, তিনি সঠিক সময়েই তার গেমের চূড়ান্ত মান উন্নীত করতে সক্ষম। কানাডা ওপেনের পর এটি ছিল তার প্রথম সুপার ৫০০ টুর্নামেন্টে জয়।ফাইনাল জয়ীর পর লক্ষ্য সেন তার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এক অদ্ভুত সেলিব্রেশন দিয়ে। চোখ বুজে কানে আঙুল ঢুকিয়ে তিনি জয়ের আনঃদ উদযাপন করেন, যা তাকে আরও বেশি জনপ্রিয় করে তুলেছে। এরপর তিনি কোচ ইউ ইয়ং সুং এবং বাবা ডি কে সেনকে জ।ড়িয়ে ধরে শিরোপা জয়ের অনুভূতি ভাগ করে নেন। এই সেলিব্রেশন ছিল তার কঠোর পরিশ্রমের সার্থকতা এবং একটি শীর্ষ শাটলার হওয়ার পথে তার ক্রমবর্ধমান আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে লক্ষ্য সেনের জয় শুধু তার ক্যারিয়ারে একটি ব। মাইলফলক নয়, বরং ভারতের ব্যাডমিন্টন জগতেও নতুন আশা জাগিয়েছে। ২০২৩ সালের শুরুতে অনেকটা হতাশার মধ্যে দিয়ে যাওয়া লক্ষ্য, এই জয় দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, তিনি ব। টুর্নামেন্ট গুলোতে শিরোপা জিততে প্রস্তুত। তার আগ্রাসী খেলা, স্ম্যাশের শক্তি এবং দৃ। মনোভাব তাকে ভবিষ্যতে আরও বড় শিরোপা জয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। লক্ষ্য সেন তার পারফরম্যান্সের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন-কষ্টের পরিশ্রম এবং আত্মবিশ্বাসের শক্তি কোনো কিছুই অসম্ভব করে তোলে না। ভবিষ্যতে তার লক্ষ্য হবে আরও ব। টুর্নামেন্ট গুলোতে সাফল্য অর্জন করা এবং ভারতকে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন মানচিত্রে শীর্ষস্থানীয় শাটলারদের মধ্যে স্থান করে নেওয়া। এই শিরোপা ভারতীয় ব্যাডমিন্টন জগতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে সাহায্য করবে, এবং লক্ষ্য সেনের মতো তরুণ শাটলারদের অনুপ্রেরণা জোগাবে।

বার্সেলোনা ক্যাম্প ন্যূতে দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে শীর্ষে, ৪-০ গোলে আতলেতিক বিলবাওকে বিধ্বস্ত

সংবাদসংস্থা, ২৩ নভেম্বর ঃ দীর্ঘ দুই বছর পাঁচ মাস ২৫ দিন পর, ঘরের মাঠ ক্যাম্প ন্যূতে খেলার সুযোগ পেলো বার্সেলোনা। আর এই অপেক্ষার পর, হান্সি ফ্লিকের দলের পক্ষ থেকে এসেছিল এক স্মরণীয় প্রত্যাবর্তন। নতুন স্টেডিয়ামে ফেরার প্রথম ম্যাচেই আতলেতিক বিলবাওকে ৪-০ গোলে পরাজিত করে, পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে উঠে গেল কাতালান ক্লাবটি। নতুন ক্যাম্প ন্যূতে খেলা শুরু হওয়ায় বার্সেলোনার সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল আকাশচুম্বী, এবং তারাও হতাশ করেননি তাঁদের প্রিয় দলকে। বার্সেলোনার প্রিয় ক্যাম্প ন্যু স্টেডিয়ামে খেলার জন্য গত দুই বছর পাঁচ মাস ২৫ দিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন ক্লাবের সমর্থকরা। এর আগে স্টেডিয়ামের সংস্করণের কাজ চলছিল, যার কারণে মাঠে খেলা চলছিল না। রবিবার, প্রায় ৪৫ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে এবং হাউসফুল স্পটিফাই ক্যাম্প ন্যু গ্যালারিতে, বার্সেলোনা আতলেতিক বিলবাওয়ের বিরুদ্ধে দারুণ একটি জয় তুলে নেয়। নতুন স্টেডিয়ামে বার্সেলোনার হয়ে প্রথম গোল করেন অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার রবার্ট লেবানডস্কি, এবং তাঁর গোলই ম্যাচের প্রথম গোল ছিল। মাত্র ৪ মিনিটের মাথায় বিলবাওয়ের ডিফেন্ডারদের ভুলে বল পেয়ে দলকে ১-০ লিড এনে দেন তিনি। এরপর ২৩ মিনিটে দানি ওলমোর একটি গোল বাতিল হয়ে যায় অফসাইডের কারণে। তবে প্রথমার্ধে আরেকটি দুর্দান্ত গোল করেন ফেরান তোরেস, যিনি ডান প্রান্ত থেকে লামিনে ইয়ামালের চোখধাঁধানো ট্রিভেলা পাস থেকে গোল করেন। এই গোলটি প্রথমার্ধের শেষ দিকে বার্সেলোনার জন্য ব্যবধান বাড়িয়ে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হওয়ার মাত্র তিন মিনিটের মধ্যে স্কোরলাইন ৩-০ করেন ফের্মিন লোপেজ। এরপর কিছু সময় পরেই আতলেতিকো বিলবাওয়ের প্লেয়ার ওহিয়ান স্যাঞ্চেট দুটি হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন, যার ফলে ১০ জনের দল নিয়ে খেলা চালিয়ে যায় তারা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com